মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২২তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০১৯

তাবলীগী ইজতেমা
২০১৯ সংখ্যা

আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আপোষে ঝগড়া করো না। তাহ'লে তোমরা হীনবল হবে ও তোমাদের শক্তি উবে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।
(সূরা আনফাল ৪৬)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
জুমাঃ আখেরাহ-রজব ১৪৪০ হিঃ
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৫ বাং
মার্চ ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২
◈ দরসে কুরআন :
♦ মুমিন অথবা কাফের ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
◈ প্রবন্ধ :
♦ সমাজ সংস্কারে তাবলীগী ইজতেমা ০৪
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
♦ ইসলামী বিচার ব্যবস্থার কল্যাণকামিতা ১২
-শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
♦ শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মূলনীতি ১৭
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
♦ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি ২০
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
♦ শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সাথে একটি শিক্ষণীয় বিতর্ক ২৪
-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ
◈ সাময়িক প্রসঙ্গ : ♦ আবহাওয়া দূষণ রোধে সবুজ উদ্ভিদ ২৯
◈ অর্থনীতির পাতা : ♦ দুর্নীতি ও ঘুষ : কারণ ও প্রতিকার ৩০
-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
◈ ছাহাবী চরিত : ♦ হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) ৩৫
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
◈ মনীষী চরিত : ♦ মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী ৪১
-ড. নূরুল ইসলাম
◈ নবীনদের পাতা : ♦ তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব ৪৬
-মা'রূফ বিন আব্দুল্লাহ
◈ স্মৃতি চারণ :
♦ তাবলীগী ইজতেমা ২০০৫ : প্রসঙ্গ কথা *-শামসুল আলম* ৪৯
♦ তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ : টুকরো স্মৃতি *-মুহাম্মাদ বেলাল বিন ক্বাসেম* ৫১
◈ ভ্রমণ স্মৃতি : ♦ ইতিহাস-ঐতিহ্য বিধৌত লাহোরে ৫৪
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
◈ ইতিহাসের পাতা থেকে :
♦ দরিদ্র পরহেযগার ছেলের সাথে মেয়েকে বিয়ে দিলেন সাঈদ ইবনু মুসাইয়েব *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ৫৭
◈ হাদীছের গল্প : ♦ আলী (রাঃ) ও খারেজীদের মধ্যকার ঘটনা ৫৯
◈ অমর বাণী : *-আহমাদুল্লাহ* ৬১
◈ ক্ষেত-খামার : ♦ ১২ মাসী শসা চাষ পদ্ধতি ৬২
◈ কবিতা : ♦ আম্মাজান ♦ পৃথিবী ♦ এপ্রিল ফুল উৎসব ৬৩
◈ সোনামণিদের পাতা ৬৪
◈ স্বদেশ-বিদেশ ৬৫
◈ মুসলিম জাহান ৬৮
◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৬৯
◈ সংগঠন সংবাদ ৭০
◈ প্রশ্নোত্তর ৭৩

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

পার্থক্যকারী মানদণ্ড

আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করার পর জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়ার সময় তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'। 'পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ৩৮-৩৯)*। অতঃপর আল্লাহ পাক যুগে যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন *(আহমাদ হা/২২৩৪২; মিশকাত হা/৫৭৩৭; ছহীহাহ হা/২৬৬৮-এর আলোচনা)*। অতঃপর সর্বশেষ নবী হিসাবে প্রেরণ করেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে *(আহযাব ৪০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নবীদের সিলসিলা একটি সুন্দর ইমারতের ন্যায়। যার একটি ইটের স্থান খালি ছিল। আমি সেই স্থানটি পূর্ণ করেছি। আমিই সেই ইট *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৭৪৫)*। অন্যান্য নবীগণ ছিলেন স্ব স্ব গোত্রের নবী *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৭৪৭)*। কিন্তু শেষনবী ছিলেন বিশ্বনবী *(সাবা ২৮)*। তিনি কেবল জিন-ইনসানের নবী নন, সকল সৃষ্টিজগতের নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন *(মুঃ মিশকাত হা/৫৭৪৮)*।

বর্তমান বিশ্বে বসবাস রত সকল মানুষ তাঁর উম্মত। যারা ইসলামে বিশ্বাসী, তারা 'উম্মতে ইজাবাহ'। আর যারা ইসলামে অবিশ্বাসী, তারা 'উম্মতে দা'ওয়াহ'। তাঁর আনীত কুরআন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ইলাহী গ্রন্থ এবং ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম *(মায়েদাহ ৩)*। ইহূদী হৌক নাছারা হৌক যেকোন ব্যক্তি তাঁর আগমনের খবর শুনেছে, অথচ তাঁর আনীত ইসলামের উপর ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে *(মুঃ মিশকাত হা/১০)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় ছালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলাকে ক্বিবলা মানে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত খায়, সে ব্যক্তি 'মুসলিম'। তার প্রতি (জান-মাল ও ইযযত রক্ষার জন্য) আল্লাহ ও তার রাসূলের দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করোনা' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১২)*। এতে বুঝা যায় যে, একই ক্বিবলার অনুসারী বিশ্বের সকল প্রান্তের মুসলমান একই উম্মত ভুক্ত। আর মুসলিম-অমুসলিম সকলের এবং সৃষ্টিজগতের একমাত্র নবী হওয়ায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅত হ'ল সার্বজনীন।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড *(বুঃ মিশকাত হা/১৪৪)*। তাঁকে শেষনবী মানলে সে মুসলমান, না মানলে সে কাফের। দল মত নির্বিশেষে সকল মুসলমান এক, তাদের নবী এক, ক্বিবলা এক, কুরআন এক, হাদীছ এক, সকলেরই লক্ষ্য এক- পরকালে জান্নাত লাভ। মুসলমান যেকোন সময়ে কেবল উক্ত লক্ষ্যেই ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে। ১৯০ বছরের বৃটিশ গোলামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল কেবল উক্ত ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য চতুর ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর যেলার কাদিয়ান শহরের জনৈক গোলাম আহমাদ (১৮৩৫-১৯০৮ খৃ.)-কে তাদের হীন স্বার্থে কাজে লাগায়। যার ফলশ্রুতিতে তিনি প্রথমে ইমাম মাহদী, অতঃপর মসীহ ঈসা এবং সবশেষে নবুঅতের দাবী করেন। যার বিরুদ্ধে পুরা মুসলিম উম্মাহ গর্জে ওঠে। 'ফাতেহে কাদিয়ান' বা কাদিয়ানী বিজয়ী বলে খ্যাত অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্সের সেক্রেটারী মাওঃ ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সাথে 'মুবাহালা'র পরিণতিতে কঠিন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৯০৮ সালের ২৬শে মে এই ভণ্ডনবী লাহোরে নিজ কক্ষের টয়লেটে নাক-মুখ দিয়ে পায়খানা বের হওয়া অবস্থায় ন্যক্কারজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। পরে এরা কাদিয়ানী ও লাহোরী দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়। কাদিয়ানীরা গোলাম আহমদকে 'নবী' মানে এবং লাহোরীরা 'মুজাদ্দিদ' মানে।

এযাবৎ ৪৮-এর অধিক মুসলিম দেশ এবং রাবেতা আলমে ইসলামী ও ওআইসি এই ভণ্ডনবীর অনুসারী কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এমনকি ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের অতিরিক্ত বিচারপতি শ্রী নামভাট যোশী ১৯৬৯ সালের ২৮৮ নম্বর মামলার রায়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদকে মান্য করে তাকে কখনো মুসলমান বলা যায় না'। অথচ দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের। আপামর মুসলিম জনসাধারণের কলিজায় আঘাত করে কথিত জনগণের সরকারগুলি এযাবৎ এদেরকে 'অমুসলিম' ঘোষণা করেনি। বর্তমানে তাদের দৌরাত্ম্য প্রকাশ্যে রূপ নিয়েছে।

সম্প্রতি ২২, ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী পঞ্চগড় সদর উপযেলার ধাক্কামারা ইউনিয়নের আহমদ নগর এলাকায় তাদের ৩ দিন ব্যাপী কথিত বার্ষিক 'জলসা সালানা'-র খবর শুনে দেশবাসী স্তম্ভিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব-দুখী ও সরলমনা মানুষকে অর্থ-সম্পদের লোভ দেখিয়ে কাদিয়ানীরা তাদের ঈমান হরণ করছে। সে হিসেবে তারা পঞ্চগড়কে সবচেয়ে উপযুক্ত এলাকা মনে করে তাদের প্রোপাগাণ্ডা চালানোর লক্ষ্যে কয়েকটি এলাকা ক্রয় করেছে ও তাদের নবীর নামে 'আহমদ নগর' নাম রেখেছে। কিন্তু তাতে কুলাতে পারেনি। ক্ষুব্ধ জনগণের প্রতিবাদের মুখে প্রশাসন সেটি স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ মুসলমানদের ইসলামী সম্মেলন করতে গেলে প্রশাসনের কাছ থেকে হাযারো বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হ'তে হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের সংখ্যা কয়েক হাযারের বেশী ছিলনা। ঢাকার বখশী বাযার অফিস ছিল তাদের প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বর্তমানে তাদের প্রকাশিত পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার রিপোর্ট মতে সারাদেশে তাদের ৯৩টি কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞদের মতে এর সংখ্যা ৫০০-এর অধিক। পঞ্চগড় ছাড়াও চুয়াডাঙ্গায় তাদের একটি বিরাট এলাকা গড়ে উঠেছে। আরবী নাম দিয়ে ৫টি সংগঠন তাদের প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছে। যেমন (১) মজলিসে আনছারুল্লাহ : এরা ৪০-ঊর্ধ্ব বয়সের সরকারী কর্মকর্তা ও প্রশাসনের লোকদের মধ্যে এবং শিক্ষিত লোকদের ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রচারণা চালায়। (২) মজলিসে খোদ্দামে আহমাদিয়া : এর মধ্যে রয়েছে ১৫ থেকে ৪০-এর নীচের বয়সের লোকেরা। (৩) মজলিসে আতফালুল আহমাদিয়া : এর মধ্যে রয়েছে ১৫ বছর বা তার কম বয়সের কিশোররা। (৪) লাজনা এমাইল্লাহ : এরা ১৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সী মহিলাদের মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়ে থাকে। (৫) নাছেরাত : এরা ১৫ বছরের কম বয়সী কিশোরীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়ে থাকে। এরা কোন হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান বা অন্যদের কাদিয়ানী বানাচ্ছে না, বরং মুসলমানদের 'মুরতাদ' বানাচ্ছে। সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণে এরা 'মুসলিম' পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করছে।

আমরা সরকারের নিকট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাবী করছি, কাল বিলম্ব না করে এদেরকে 'অমুসলিম' ঘোষণা করুন! অন্যান্য অমুসলিমদের ন্যায় তারাও এদেশে বসবাস করুক। কিন্তু 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাত' নাম দিয়ে মুসলিমদের পথভ্রষ্ট করুক, এটা কেউ বরদাশত করবে না। এজন্য সরকারকেই জনগণের নিকট এবং আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ মুসলমানদের ঈমানের হেফাযত করুন- আমীন! *(স. স.)*।

Contents

মুমিন অথবা কাফের

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ– ‘তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন’ *(তাগাবুন ৬৪/২)*।

অত্র আয়াতে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে মানুষকে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হয় সে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী হিসাবে ‘মুমিন’ হবে, অথবা অবিশ্বাসী হিসাবে ‘কাফের’ হবে। আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসী হ’লে তার সার্বিক জীবন আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী গড়ে উঠবে। আর অবিশ্বাসী হ’লে তার সার্বিক জীবন শয়তানী খোশ-খেয়াল অনুযায়ী গড়ে উঠবে। পরিণতির দিক দিয়েও এক দল জান্নাতী হবে, এক দল জাহান্নামী হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ– ‘সেদিন একদল হবে জান্নাতী ও একদল হবে জাহান্নামী’ *(শূরা ৪২/৭)*।

একটি মৌলিক দর্শন :

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ‘অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন’ বলার মধ্যে একটি মৌলিক দর্শনের সন্ধান রয়েছে যে, আল্লাহ কাফের-মুমিন এবং কুফর ও ঈমান সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু বান্দা তার ইচ্ছামত কুফর বা ঈমানকে বেছে নেয় ও সেমতে সে কাজ করে। যেটি আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ‘আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সবই দেখেন’। আর সে হিসাবে তার পুরস্কার ও শাস্তি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا– ‘আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক’ *(দাহর ৭৬/৩)*।

ক্বাযা ও ক্বদর :

তবে সবকিছুই হয় ক্বাযা ও ক্বদর তথা আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী এবং সবই হয় তাঁর অনুমতিক্রমে ও তাঁর জ্ঞাতসারে। তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর জানার বাইরে বান্দা কিছুই করতে পারে না। এই সঠিক বিশ্বাস থাকলে অদৃষ্টবাদ ও অদৃষ্টকে অস্বীকারের ভ্রান্তি থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে। এই বিশ্বাস থাকলে বান্দা আনন্দে আত্মহারা হবেনা বা ব্যর্থতায় দিশেহারা হবেনা। যেমন আল্লাহ বলেন, مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ– لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَآ آتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ– ‘পৃথিবীতে বা তোমাদের জীবনে এমন কোন বিপদ আসে না, যা তা সৃষ্টির পূর্বে আমরা কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ’। ‘যাতে তোমরা যা হারাও তাতে হতাশ না হও এবং যা তিনি তোমাদের দেন, তাতে উল্লসিত না হও। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে ভালবাসেন না’ *(হাদীদ ৫৭/২২-২৩)*। তিনি বলেন, قُلْ لَنْ يُّصِيبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ– ‘তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত’ *(তওবা ৯/৫১)*।

ফাসেকদের অবস্থান :

আল্লাহ এখানে কেবল কাফের ও মুমিন বলেছেন, কিন্তু ফাসেক বলেননি। কারণ ফাসেকদের বিষয়টি উক্ত বক্তব্যের মধ্যেই বুঝা যায়। আল্লাহ মুমিন ও কাফের বলে ঈমান ও কুফরের দুই প্রান্তসীমাকে বুঝিয়েছেন। মধ্যবর্তী ফাসেকী অবস্থাকে উহ্য রেখেছেন *(কুরতুবী)*। ফাসেকরা ছগীরা অথবা কবীরা গোনাহগার হবে। মুমিনরাও তেমনি নিম্নস্তরের ও উঁচু স্তরের হবে।

ত্রুটিপূর্ণ মুমিনগণ ‘ফাসেক’। কিন্তু ‘কাফের’ বা ইসলাম থেকে খারিজ ও ‘মুরতাদ’ নয়। যেমন বনু মুছত্বালিক্বদের নিকট থেকে ‘যাকাত’ সংগ্রহের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অলীদ বিন ওক্বা বিন আবু মু‘আইত্বকে প্রেরণ করেন। কিন্তু মাঝপথ থেকে ফিরে এসে বলেন যে, তারা ‘মুরতাদ’ হয়ে গিয়েছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন রাসূল (ছাঃ) খালেদ বিন অলীদকে পাঠিয়ে জানতে পারেন যে, তারা আদৌ মুরতাদ হয়নি। বরং মুমিন ও পূর্ণ আনুগত্যশীল রয়েছে। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাদের দমনে সৈন্য পাঠানো থেকে বিরত হন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যে নাযিল হয়, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ– ‘হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহ’লে তোমরা সেটা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতাবশে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না করে বস। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হও’ *(হুজুরাত ৪৯/৬)*। ভুল তথ্য প্রদানের জন্য ঐ ব্যক্তিকে কুরআনে ‘ফাসেক’ বলা হয়েছে। কিন্তু তাকে কাফের বা ‘মুরতাদ’ বলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যাও করেননি। একইভাবে মক্কা বিজয়ের অভিযানের খবর ফাঁস করে কুরায়েশ নেতাদের নিকট গোপনে পত্র প্রেরণকারী ছাহাবী হাতেব বিন আবু বালতা‘আহকে রাসূল (ছাঃ) ‘কাফের’ বলেননি বা তাকে

হত্যা করেননি। বরং কৈফিয়ত নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন।[১]

পাপ ও পুণ্যের স্তর বিন্যাস :

বস্তুতঃ ঈমান ও কুফরের স্তর বিন্যাস পাপ ও পুণ্যের কম-বেশীর কারণে হয়ে থাকে। এর আলোকেই ছগীরা ও কবীরা গুনাহ সাব্যস্ত হয়। যা তওবার মাধ্যমে মাফ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِرَ الْـإِثْمِ وَالْفَـوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ؛ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، 'যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোট-খাট পাপ ব্যতীত; (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী' *(নাজম ৫৩/৩২)*। তিনি সবাইকে তওবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ– 'আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই তওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও! যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*।

মুমিন ও কাফেরের স্তরভেদের কারণে জান্নাতে ও জাহান্নামেও স্তরভেদ রয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস প্রার্থনা করতে বলেছেন।[২]

শাফ'আতকে অস্বীকার :

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল, কবীরা গোনাহগার মুমিনগণ রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে ক্রমে ক্রমে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। উক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي– 'আমার শাফা'আত হবে আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারদের জন্য'।[৩] আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَـوْلاً– 'সেদিন দয়াময় (আল্লাহ) যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, সে ব্যতীত কারু সুফারিশ কোন কাজে আসবে না' *(ত্বোয়াহা ২০/১০৯; সাবা ৩৪/২৩; নাজম ৫৩/২৬)*। খারেজী ও মু'তাযেলীগণ কবীরা গুনাহগার মুমিনদের জন্য শাফা'আতকে অস্বীকার করেন। কেননা তাদের মতে কবীরা গুনাহগার মুমিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী'।[৪]

চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী আক্বীদা :

খারেজী-মু'তাযেলী ও তাদের অনুসারীগণ মানুষকে কেবল মুমিন ও কাফের দুই ভাগে ভাগ করেন। মধ্যবর্তী ত্রুটিপূর্ণ ঈমানদার তথা ফাসেক মুমিনদেরকে তারা কাফের বলেন। উক্ত চরমপন্থী আক্বীদার লোকদের মাধ্যমেই ইসলামের নামে যুগে যুগে জঙ্গীবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

অন্যদিকে 'মুরজিয়া'দের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। সেহেতু কবীরা গোনাহ তাদের ঈমানের কোন ক্ষতি করবেনা। এই আক্বীদায় বিশ্বাসীরা দ্বিধাহীন ভাবে কবীরা গোনাহ করে যায়। এরা হালাল-হারামের কোন তোয়াক্কা করেনা। এদের কারণেই সমাজ পাপে ডুবে যাচ্ছে। মানবতা বিধ্বস্ত হচ্ছে। এদেরকে 'শৈথিল্যবাদী' বলা হয়। মুসলিম উম্মাহ উপরোক্ত দুই ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সঠিক আক্বীদা :

উপরোক্ত দুই চরমপন্থী মতবাদের মধ্যবর্তী সঠিক আক্বীদা এই যে, কবীরা গোনাহগার মুমিন ঈমান হ'তে খারিজ নয়। সে তওবা না করে মারা গেলেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামী নয়। কেননা আল্লাহ পাক চাইলে শিরক ব্যতীত বান্দার যেকোন গুনাহ মাফ করতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮)*।

আয়াতটির তাফসীর :

দরসে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় মু'তাযেলী মুফাসসির আল্লামা যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) বলেন, فَمِنْكُمْ آتٍ بِـالْكُفْرِ وَفَاعِلٌ لَهُ وَمِنْكُمْ آتٍ بِالْإِيْمَانِ وَفَاعِلٌ لَهُ 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী নিয়ে আগমন করে ও তার জন্য সে কাজ করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমান নিয়ে আগমন করে ও তার জন্য সে কাজ করে'। তিনি বলেন, فَمَا أَجْهَلَ مَـنْ يَّمْزُجُ الْكُفْرَ بِالْخَلْقِ وَيَجْعَلُهُ مِنْ جُمْلَتِه، وَالْخَلْقُ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِه، وَالْكُفْرُ أَعْظَمُ كُفْرَانٍ مِّـنَ الْعِبَـادِ لِـرَبِّهِمْ سُـبْحَانَهُ– 'তার চেয়ে বড় মূর্খ আর কে আছে, যে কুফরকে সৃষ্টির সঙ্গে মিশ্রিত করে এবং একে তার মধ্যে শামিল করে? অথচ 'সৃষ্টি' হ'ল বান্দার উপর আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এবং 'কুফর' হ'ল বান্দার পক্ষ হ'তে আল্লাহ্র প্রতি সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা' *(কাশশাফ)*।

উক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি আহলে সুন্নাতের আক্বীদাকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, কুফরী সহ বান্দার স্বেচ্ছাকৃত ভাল-মন্দ সকল কর্মের মূল স্রষ্টা হ'লেন আল্লাহ। আর বান্দা হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত কর্মশক্তির ভাল-মন্দ প্রয়োগের ফলাফল অর্জনকারী *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُـمْ وَمَـا تَعْمَلُـونَ– 'আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৬)*। চাই সে কর্ম ভাল হৌক বা মন্দ হৌক। ভাল করলে ভাল ফল পাবে এবং মন্দ করলে মন্দ ফল পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ– 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎ কর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার

১. *বুখারী হা/৪২৭৪।*
২. *তিরমিযী হা/২৫৩১।*
৩. *আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯।*
৪. *আক্বীদাহ ওয়াসিত্বিইয়াহ-শরহ ১৫০ পৃ.।*

বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*। এটা না থাকলে আল্লাহ কেবল ভাল-র স্রষ্টা হবেন। মন্দের স্রষ্টা আরেকজনকে মানতে হবে। যা স্পষ্ট শিরক।

যামাখশারীর উক্ত আক্বীদা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ স্থানে। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে।-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য তার রাসূলের। আর তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতামূলক কোন কাজই আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। সর্বোপরি কুফরী সকল সৎকর্ম বিনষ্ট করে দেয়। যেমন অন্যত্র এসেছে, قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ– 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা কাফেরদের স্বভাব। যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।

উপরোক্ত আয়াতে ঈমানদারগণকে 'কাফির' বলা ও তাদের 'সমস্ত আমল বিনষ্ট হওয়া' কথাগুলি অবাধ্য মুসলিমদের প্রতি কঠোর ধমকি হিসাবে এসেছে এবং অবাধ্যতা যে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ 'প্রকৃত কাফির ও মুরতাদ' বুঝানো হয়নি। কেননা আল্লাহ তাদেরকে 'মুমিন' বলে সম্বোধন করেছেন। আর তিনি মুমিনের কোন নেক আমল বিনষ্ট করেন না *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*। তবে যদি সে ঈমান আনার পরেও 'মুরতাদ' হয়ে যায়, তাহ'লে তার বিগত সকল নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যেমনটি অত্র আয়াতের শেষে এবং পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

মুহাম্মাদ ৩৩ আয়াতের শেষে বর্ণিত وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 'আর তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে বিনষ্ট করো না'-এর ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, لاَ تُحْبِطُوا الطَّاعَاتِ بِالْكَبَائِرِ كقوله تعالي يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِـيِّ ...أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ– 'তোমরা কবীরা গোনাহসমূহের মাধ্যমে তোমাদের সৎকর্মসমূহকে বিনষ্ট করো না। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না ...যাতে তোমাদের কর্মফল সমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। অথচ তোমরা বুঝতে পারবে না' *(হুজুরাত ৪৯/২)*।

এটি তাঁর মু'তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী ব্যাখ্যা। যাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের। সে একটি কবীরা গুনাহ করলেও তার যাবতীয় সৎকর্ম বিনষ্ট হবে। তারা ফাসেকদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার আক্বীদা পোষণ করেন। সেকারণ ফাসেকের ঈমান বা সৎকর্ম তাদের মতে কোন কাজে আসবে না *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের আক্বীদা হ'ল, কবীরা গোনাহগার মুমিন কাফের নয়। বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। কারণ আল্লাহ শিরক ব্যতীত বান্দার যেকোন গোনাহ মাফ করতে পারেন' *(নিসা ৪/৪৮)*।

কাফেরদের সঙ্গে জিহাদের মানদণ্ড :

আল্লাহ বলেন, قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّـذِينَ يُقَـاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ– 'তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা আল্লাহ সীমালংঘন কারীদের ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/১৯০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন সেনাদল প্রেরণ করতেন, তখন বলতেন, اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِـاللهِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلاَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ– 'তোমরা আল্লাহ্র নামে তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে। যুদ্ধ কর, কিন্তু গণীমতের মালে খেয়ানত করো না। চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুর অঙ্গহানি করো না। শিশুদের ও উপাসনাকারীদের হত্যা করো না'।[৫] ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত দেখতে পেয়ে রাসূল (ছাঃ) দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং নারী ও শিশুদের থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেন।[৬]

রাসূল (ছাঃ)-এর মাক্কী ও মাদানী জীবন পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরয। তবে সেটি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখনো নিরস্ত্র হবে, কখনো সশস্ত্র হবে। নিরস্ত্র জিহাদ মূলতঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত ও হক-এর উপরে দৃঢ় থাকার মাধ্যমে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে সশস্ত্র জিহাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ, পর্যাপ্ত সামর্থ্য, বৈধ কর্তৃপক্ষ এবং স্রেফ আল্লাহ্র ওয়াস্তে নির্দেশ দানকারী আমীরের প্রয়োজন হবে। নইলে ছবর করতে হবে এবং আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ–

৫. *মুসলিম হা/১৭৩১; আহমাদ হা/২৭২৮।*
৬. *বুখারী হা/৩০১৫।*

'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এগুলি করবে, তখন আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল'।[৭] যেমন মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে সকল নষ্টের মূল জেনেও রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যা করেননি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে।

অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়। এই যুদ্ধ কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে হবে না। কেননা উক্ত হাদীছটি অন্য বর্ণনায় এসেছে, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ... 'আমি আদিষ্ট হয়েছি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে'।[৮] অথচ চরমপন্থীরা মুসলমানদেরকেই হত্যা করে এবং তারা সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِى ذِمَّتِهِ– 'যে ব্যক্তি আমাদের তরীকায় ছালাত আদায় করে, আমাদের কেবলাকে কেবলা বলে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত খায়, সে ব্যক্তি 'মুসলিম'। তার (জান-মাল ও ইযযত রক্ষার জন্য) আল্লাহ ও তার রাসূলের দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করোনা'।[৯] এতে বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য ইসলামী আমলের মাধ্যমেই ব্যক্তি 'মুসলিম' সাব্যস্ত হবে।

অত্র হাদীছে শৈথিল্যবাদী মুরজিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা বলেন, ঈমানের জন্য কেবল স্বীকৃতিই যথেষ্ট। আমলের প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে বিদ'আতীদের কাফের না বলারও দলীল রয়েছে *(মিরক্বাত, মির'আত)*।

মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে পরস্পরে কাফের গণ্য করার ধারাবাহিক ইতিহাস :

উম্মতের মধ্যে প্রথম বিদ'আতের সূচনা হয় পরস্পরকে 'কাফির' বলার মাধ্যমে। খারেজীরা হ'ল উম্মতের প্রথম ভ্রান্ত ফের্কা, যারা কবীরা গোনাহগার মুসলিমকে 'কাফের' বলে এবং তাকে হত্যা করা সিদ্ধ বলে। এদের সাথে সাথেই সৃষ্টি হয় আরেকটি চরমপন্থী ভ্রান্ত ফের্কা শী'আ দল। যারা বলে, রাসূল (ছাঃ)-এর পরে মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবু যর গেফারী ও সালমান ফারেসী (রাঃ) ব্যতীত সকল ছাহাবী 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী।

প্রথম যুগের চরমপন্থী খারেজী ও শী'আদের অনুকরণে আধুনিক যুগে কয়েকজন চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে। যাদের যুক্তিবাদী লেখনীতে প্রলুব্ধ হয়ে বিভিন্ন দেশে ইসলামের নামে চরমপন্থী দলসমূহের উদ্ভব ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে এসব দলের যে আক্বীদা প্রচারিত হয়, তা হ'ল 'দ্বীন আসলে হুকূমতের নাম। শরী'আত ঐ হুকূমতের কানূন। আর ইবাদত হ'ল ঐ কানূন ও বিধানের আনুগত্য করার নাম'। তাদের মতে 'ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত, যিকর ও তাসবীহ সবকিছু উক্ত বড় ইবাদতের জন্য প্রস্তুতকারী অনুশীলনী বা ট্রেনিং কোর্স মাত্র'। তারা বলেন, ইসলাম কোন বণিকের দোকান নয় যে, ইচ্ছামত কিছু মাল কিনবে ও কিছু ছাড়বে। বরং ইসলামের হয় সবটুকু মানতে হবে, নয় সবটুকু ছাড়তে হবে'। তাদের ধারণায় 'আল্লাহ্র ইবাদত ও সরকারের আনুগত্য দু'টিই সমান। যদি ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি ইবাদত হুকূমত কায়েমের লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট এ সবের কোন ছওয়াব মিলবে না'। তারা বলেন, এই দাওয়াত যারা কবুল করবে না, তাদের অবস্থা হবে নবীযুগে ইসলামী দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী ইহূদীদের মত'।

তাদের উক্ত আক্বীদা বিগত যুগের চরমপন্থী খারেজী, শী'আ, মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত দলসমূহের অনুরূপ। সে যুগে তারা ছাহাবীদের 'কাফের' বলেছিল ও তাদের রক্ত হালাল করেছিল। এ যুগে এরা অন্য মুসলমানদের 'ইহূদী' অর্থাৎ কাফের ভাবছে ও তাদের রক্ত হালাল গণ্য করছে। সে যুগে যেমন যেকোন মূল্যে ক্ষমতা দখলই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল, এ যুগেও তেমনি ব্যালট বা বুলেট যেভাবেই হৌক ক্ষমতা দখলই তাদের মূল লক্ষ্য এবং এটাই হ'ল তাদের দৃষ্টিতে বড় ইবাদত।

বস্তুতঃ উপরোক্ত চিন্তাধারায় সবচেয়ে বড় ভুল হ'ল তিনটি : (১) সর্বাত্মক দ্বীন-এর ধারণা। ফলে তাদের মতে দ্বীনের কোন একটি অংশ ছাড়লেই সব দ্বীন চলে যাবে। (২) দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য পরিষ্কার না হওয়া এবং (৩) আল্লাহ্র ইবাদত ও সরকারের আনুগত্যকে এক করে দেখা'। এই দর্শনের ফলে ইসলামী সরকারের বিরোধিতা করা এবং অনৈসলামী বা অমুসলিম সরকারের আনুগত্য করা দু'টিই শিরকে পরিণত হয়। যাতে সরকার ও মুমিন জনগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবে। যেমনটি বর্তমানে অনেক স্থানে হচ্ছে।

একই ধারণা প্রচারিত হয় মিসরে। যারা খারেজীদের ন্যায় মুসলিম উম্মাহকে কাফের ও মুমিন দু'ভাগে ভাগ করে বলেন, 'লোকেরা আসলে মুসলমান নয় যেমন তারা দাবী করে থাকে। তারা জাহেলিয়াতের জীবন যাপন করছে। ... তারা ধারণা করে যে, ইসলাম এই জাহেলিয়াতকে নিয়েই চলতে পারে। কিন্তু তাদের এই ধোঁকা খাওয়া ও অন্যকে ধোঁকা দেওয়ায় প্রকৃত অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবে না। না এটি ইসলাম এবং না তারা মুসলমান'। তারা বলেন, 'কালচক্রে দ্বীন এখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহতে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। ...

৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২।*
৮. *নাসাঈ হা/৩৯৬৬।*
৯. *বুখারী হা/৩৯১।*

মানুষ প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে সর্বত্র মসজিদের মিনার সমূহে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করে কোনরূপ বুঝ ও বাস্তবতা ছাড়াই। এরাই হ'ল সবচেয়ে বড় পাপী ও ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তির (أثقلُ إثمًا وأشدُّ عذابًا يومَ القيامة) অধিকারী। কেননা তাদের কাছে হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরেও এবং তারা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে থাকার পরেও তারা মানুষপূজার দিকে ফিরে গেছে'। তারা বলেন, 'বর্তমান বিশ্বে কোন মুসলিম রাষ্ট্র নেই বা কোন মুসলিম সমাজ নেই'। তারা মুসলমানদের সমাজকে জাহেলী সমাজ এবং তাদের মসজিদগুলিকে 'জাহেলিয়াতের ইবাদতখানা' (مُعَابِدُ الْجَاهِلِيَّةِ) বলে আখ্যায়িত করেন'। তারা আল্লাহ্র ইবাদত ও সরকারের আনুগত্যকে সমান মনে করেন এবং অনৈসলামী সরকারের আনুগত্য করাকে 'ঈমানহীনতা' গণ্য করেন'। 'একটি বিষয়েও অন্যের অনুসরণ করলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে' বলে তারা ধারণা করেন। তারা বলেন, ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য হ'ল, ইসলাম বিরোধী শাসনের বুনিয়াদ সমূলে ধ্বংস করা এবং সে স্থলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কায়েম করা'।

বলা বাহুল্য, এইসব খারেজী ও শী'আপন্থী তাফসীরের কারণে মুসলিম উম্মাহ্র প্রায় সর্বত্র চরমপন্থী মতবাদ ছরিয়ে পড়েছে। যা বহু তরুণের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে। তারা অবলীলাক্রমে মুসলিম সরকার ও সমাজকে কাফের ভাবছে ও তাদেরকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দেওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। অথচ অন্তর থেকে কালেমা শাহাদাত পাঠকারী কোন মুমিন কবীরা গোনাহের কারণে কাফের হয় না। এটাই হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের সর্বসম্মত আক্বীদা। আর আক্বীদা পরিচ্ছন্ন না হ'লে কখনো আমল পরিচ্ছন্ন হয় না। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন সঠিক আক্বীদার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদের আমল শুদ্ধ করা।

ত্বাগূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ :

'ত্বাগূত' (الطاغوت) অর্থ শয়তান, মূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে, 'কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে অন্য কোন বাতিলের কাছে ফায়ছালা তলব করা'। মূলতঃ এটি হ'ল মুনাফিকদের স্বভাব *(নিসা ৪/৬০-৬১)*।

এক্ষণে কোন মুসলিম সরকার যদি কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া আইন অনুযায়ী দেশ শাসন করে, তবে সে সরকার মুনাফিক ও কবীরা গোনাহগার হবে। কিন্তু যদি সেটাকে আল্লাহ্র বিধানের চাইতে উত্তম বা সমান বা দু'টিই সিদ্ধ মনে করে ও জেনেবুঝে তাতে খুশী থাকে, তাহ'লে উক্ত সরকার প্রকৃত 'কাফের' হিসাবে গণ্য হবে। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে কোন মুসলিম ব্যক্তি বা সরকার কাফের সাব্যস্ত হলেই তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ফরয নয়।

ত্বাগূতের বিরুদ্ধে কর্তব্য :

উপরোক্ত অবস্থায় মুমিনের কর্তব্য হবে, (১) বৈধভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানো। (২) দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী পন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। (৩) বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা। (৪) সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা। (৫) সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবেনা। তাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।

উল্লেখ্য যে, মুনাফিকরা বড় কাফের হ'লেও তারা 'মুরতাদ' হবে না এবং তাদের উপর দণ্ডবিধি জারি হবে না। কেননা তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে। তবে আখেরাতে তারা কাফেরদের সাথেই একত্রে জাহান্নামে থাকবে *(নিসা ৪/১৪০)*। বরং তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে *(নিসা ৪/১৪৫)*।

পর্যালোচনা :

আধুনিক যুগে ভারতবর্ষ ও মিসরে প্রচারিত উপরোক্ত চরমপন্থী আক্বীদার অনুসারী দল সমূহ কবীরা গোনাহগার মুসলমানদেরকে মুসলমান হিসাবে মেনে নিতে চাননি। বরং তাদেরকে মুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজ বলে ধারণা করেছেন। এর ফলে তাঁরা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সাথে সাথে পথচ্যুত করেছেন তাদের অনুসারী অসংখ্য মুসলিম নর-নারীকে। অথচ এর কোন বাস্তবতা এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেও ছিল না। তখনও মুসলমানদের মধ্যে ভাল-মন্দ, ফাসিক-মুনাফিক সবই ছিল। কিন্তু কাউকে তাঁরা কাফির এবং মুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজ বলতেন না। সেকারণ আধুনিক বিদ্বানগণ এসব দল ও এদের অনুসারী দলসমূহকে এক কথায় *'জামা'আতুত তাকফীর'* (جَمَاعَةُ التَّكْفِيْرِ) অর্থাৎ 'অন্যকে কাফের ধারণাকারী দল' বলে অভিহিত করে থাকেন। অথচ এইসব চরমপন্থী আক্বীদার ফলে যিনি মারছেন ও যিনি মরছেন, উভয়ে মুসলমান। আর এটাই তো শয়তানের পাতানো ফাঁদ, যেখানে তারা পা দিয়েছেন।

অতএব মুমিনের কর্তব্য হবে চরমপন্থী তাফসীর সমূহ থেকে বিরত হওয়া ও তাদের সংগঠন থেকে দূরে থাকা। সর্বাবস্থায় আমর বিন মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের মৌলিক দায়িত্ব পালন করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের মধ্যপন্থী আক্বীদায় বিশ্বাসী হওয়ার ও সে মতে জামা'আতবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

[ইসলামের সঠিক আক্বীদা বিষয়ে জানার জন্য পাঠ করুন মাননীয় লেখকের (১) 'আক্বীদা ইসলামিয়াহ' (২) 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' (৩) 'জিহাদ ও ক্বিতাল' (৪) 'চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব' বই সমূহ। -সম্পাদক]

Contents

সমাজ সংস্কারে তাবলীগী ইজতেমা

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা : ‘তাবলীগ’ অর্থ প্রচার বা পৌঁছে দেওয়া। আর ‘ইজতেমা’ অর্থ জমায়েত বা সমাবেশ। ‘তাবলীগী ইজতেমা’ অর্থ দাওয়াতী সমাবেশ। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষে যে সমাবেশের আয়োজন করা হয় তাকেই তাবলীগী ইজতেমা বলে। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে বিগত ২৮ বছর যাবত তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। চলতি বছরের ইজতেমা হচ্ছে ২৯তম। রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় স্বল্প পরিসরে ১৯৯১ সালে যাত্রা শুরু হ’লেও প্রতিনিয়ত তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। ইজতেমার গুরুত্ব অনুধাবন করে ফী বছর মানুষের ঢল নামছে। দাওয়াতী অঙ্গনে এর প্রভাবও বৃদ্ধি পেয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের পরতে পরতে সংস্কারের ঢেউ লেগেছে। মানুষের আক্বীদায় ও আমলে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাবলীগী ইজতেমার গুরুত্ব তাই অপরিসীম। আলোচ্য নিবন্ধে সমাজ সংস্কারে তাবলীগী ইজতেমার ভূমিকা তুল ধরা হ’ল।-

দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব : দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ- ‘ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ’তে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়’ *(ফুছ্‌ছিলাত ৪১/৩৩-৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ‘আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম’।[১] তাছাড়া দাওয়াত দানকারী দাওয়াত কবুলকারীর সমপরিমাণ নেকীর হকদার হবেন।[২]

দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যম : তাবলীগ বা প্রচার হবে একমাত্র এলাহী বিধানের। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ‘হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ’তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহ’লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে শত্রুদের হামলা থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(মায়েদা ৫/৬৭)*।

দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর আপোষহীন বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে সূরা ইউসুফের নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ‘তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। সুতরাং দাওয়াত হ’তে হবে খালেছ অন্তরে মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে। আর হবে সম্পূর্ণরূপে শিরক ও বিদ‘আত মুক্ত। তাবলীগ করতে হবে জেনে-বুঝে, মূর্খতার সাথে নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ এই দু’টিই হবে দাওয়াতের উৎস। এর বাইরে কোন ভ্রান্ত কিচ্ছা-কাহিনী, পীর-মুরীদির উদ্ভট গল্প ও তথাকথিত ছূফীবাদের আক্বীদা বিধ্বংসী কোন প্রকার ভ্রান্ত তন্ত্র-মন্ত্রের দাওয়াত দেওয়া যাবে না। কেননা এ দু’টি উৎসই কেবল পথভ্রষ্টতা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করতে পারে। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ- ‘তোমাদের মধ্যে আমি দু’টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যতক্ষণ এ দু’টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কুরআন ও অপরটি তাঁর নবীর সুন্নাত তথা হাদীছ’।[৩]

প্রচলিত ইজতেমা ও সভা-সমাবেশের সাথে তাবলীগী ইজতেমার পার্থক্য : অসংখ্য ইসলামী দলের দেশ বাংলাদেশ। প্রত্যেক দলেরই বিভিন্ন নামে বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ওয়ায মাহফিল, ইসলামী জালসা, ইসলামী সম্মেলন, মহা সম্মেলন, ইসলামী সভা, ইসলামী সমাবেশ, বার্ষিক কনফারেন্স, ইজতেমা, বিশ্ব ইজতেমা, বার্ষিক ওরস ও দোয়ার মাহফিল, সীরাত সম্মেলন, আশেকে রাসূল সম্মেলন ইত্যাদি। প্রত্যেক দলই তাদের দলীয় নীতি-আদর্শ প্রচারের জন্য এই আয়োজন করে থাকে। প্রচলিত এসব সভা-সমাবেশের সাথে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলনে’র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ‘তাবলীগী ইজতমা’র রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হ’ল।-

বিষয় ও আলোচক নির্বাচন : ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তাবলীগী ইজতেমার অন্তত দুই মাস আগেই বক্তব্যের বিষয় নির্ধারণ ও আলোচক নির্বাচন করা হয়। যেন নির্ধারিত বিষয়টির উপর আলোচকগণ পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ

১. *বুখারী হা/২৭৯২; মুসলিম হা/১৮৮০; মিশকাত হা/৩৭৯২ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮, ২০৯ ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।*

৩. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬।*

করতে পারেন। আলোচক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইলমী যোগ্যতার পাশাপাশি দায়িত্বশীলতা ও তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতাকে আগ্রাধিকার দেওয়া হয়। নির্দেশনা প্রদান করা হয় পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও বিশুদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পেশ পূর্বক বক্তব্য প্রদান করতে।

আলোচকদের প্রতি নির্দেশনা : আলোচক ও বিষয় নির্বাচনের পর তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক/যুগ্ম আহ্বায়কের স্বাক্ষরে বক্তব্যের বিষয় ও আমীরে জামা'আত-এর পক্ষ থেকে নছীহতনামা উল্লেখপূর্বক আলোচক বরাবর লিখিত পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজনে বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাত্তও সরবরাহ করা হয়। আমীরে জামা'আতের বিশেষ নছীহতনামা হচ্ছে- '১. নিজেকে দ্বীনের একজন নিঃস্বার্থ দাঈ মনে করা এবং শ্রোতাদেরকে আখেরাতমুখী করা। ২. কাউকে কটাক্ষ না করা বা মনে আঘাত না দেওয়া এবং কোনক্রমেই কোন দলের নাম উল্লেখ করে তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা না বলা। ৩. ভাষা গাম্ভীর্যপূর্ণ ও মাধুর্যমণ্ডিত এবং বক্তব্য সারগর্ভ হওয়া। ৪. বক্তৃতার সারমর্ম হবে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়া। ৫. নির্ভরযোগ্য কিতাব ও সূত্র সমূহ হ'তে বিশুদ্ধ উদ্ধৃতি পেশ করা এবং কোন অবস্থায় যঈফ ও মওযূ হাদীছ না বলা বা অর্থহীন ও হাস্যকর গল্প না করা। ৬. কুরআন তেলাওয়াত ও হাদীছ পাঠ ছহীহ-শুদ্ধ হওয়া। ৭. বক্তৃতার মধ্যে কোন সঙ্গীত না বলা।'

গাম্ভীর্যপূর্ণ ও দলীলভিত্তিক আলোচনা : তাবলীগী ইজতেমার আলোচকদের ভাষা হয় গাম্ভীর্যপূর্ণ, বক্তব্য হয় দলীল ভিত্তিক। হাদীছ বলার ক্ষেত্রে তারা হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধির প্রতি খেয়াল রাখেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপরে মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[৪] আলোচকগণ কুরআনের আয়াত ও হাদীছ নম্বর উল্লেখ করে থাকেন। নির্ধারিত বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। যা শ্রোতাদের জন্য হয় ফলদায়ক ।

জাল-যঈফ বর্ণনা ও কিচ্ছা-কাহিনী বলে সময় নষ্ট না করা : কয়েক বছর আগের কথা। ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাচ্ছি। রামাযানের সাংগঠনিক সফর। বাসে চেপে বসতেই সুপারভাইজার বাসের এলসিডি মনিটরে একটি বক্তব্য চালু করে দিল। বেশ নামকরা বক্তা। 'ত' আদ্যাক্ষরের ঐ বক্তাকে নিজ যেলার সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হয়। শুনেছি একদিনের বক্তব্যের জন্য ৫০/৬০ হাযার টাকা গুনতে হয় আয়োজকদের। কণ্ঠও সুমধুর। রামাযান বিবেচনায় সুপারভাইজার হয়ত গান না দিয়ে ওয়ায লাগিয়েছে। সেকারণ বন্ধ করতে না বলে বরং শুনতে লাগলাম। বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে 'কবরের আযাব'। শ্রোতাদের হাসিয়ে-কাঁদিয়ে বক্তব্য দিয়ে চলেছেন। কুরআন-হাদীছের কোন উল্লেখ নেই। উদ্ভট সব কিচ্ছা-কাহিনী ও পীর-মুরীদির ফায়েয বিবৃত হচ্ছে লাগামহীনভাবে। এক পর্যায়ে তিনি কবরের সওয়াল-জওয়াবের একটি ঘটনা তুলে ধরলেন। অবাক বিস্ময়ে শুনতে লাগলাম। জনৈক পীরের মুরীদদের মর্যাদা ও ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে তিনি বললেন, 'ঐ পীরের একজন ভক্ত মুরীদ মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবরস্থ করা হ'ল। দাফন কার্য শেষ করে সকলে ফিরে আসার পর মুনকার-নাকীর প্রশ্ন করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। অতঃপর প্রশ্ন করতেই কিছু বুঝে উঠার আগেই তিনি মুনকার-নাকীরকে দুই থাপ্পড় লাগিয়ে দিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুনকার-নাকীর আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তোমার কোন বান্দার নিকটে আমাদেরকে পাঠিয়েছ যে, প্রশ্ন করতেই আমাদের উপর আক্রমণ করে বসল। আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কোন বেআদবী করেছিলে? তারা বলল, জি না। আল্লাহ বললেন, তোমরা কি তাকে সালাম দিয়েছিলে? তারা বলল, না। আল্লাহ বললেন, সে আমার খাছ বান্দা। তাকে সালাম না দিয়ে তোমরা চরম বেআদবী করেছ। থাপ্পড় মেরেছ তো ঠিকই করেছে। দ্রুত সালাম দিয়ে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নাও।' প্রিয় পাঠক! আপনারাই মন্তব্য করুন। দুর্ভাগ্য, প্রায় দেড় ঘণ্টার বক্তব্যে কোথাও তাকে কবরের আযাব সম্পর্কিত একটি কুরআনের আয়াত বা একটি হাদীছ পাঠ করতে শুনলাম না। এই হচ্ছে এদেশের তথাকথিত খ্যাতিমান বক্তাদের বক্তব্যের হালচিত্র।

কিন্তু তাবলীগী ইজতেমা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এখানে কোন আলোচকই বানাওয়াট কিচ্ছা-কাহিনী তো দূরের কথা হাদীছ বলার ক্ষেত্রে জাল বা যঈফ হাদীছ বলারও দুঃসাহস দেখান না। তাছাড়া বিষয়ের উপরে কুরআন-হাদীছের আলোচনা করেই তো শেষ করা যায় না, অতিরিক্ত কথা বলার সময় কোথায়?

আখেরী মুনাজাত নয়; মজলিস শেষের দো'আ : প্রচলিত বিশ্ব ইজতেমার মূল আকর্ষণ হচ্ছে 'আখেরী মুনাজাত'। যে মুনাজাতের জন্য সেদিন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমও শিথিল থাকে। এমনকি এ বছর (২০১৯) এসএসসি/দাখিল পরীক্ষা পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়। অনেক বেসরকারী/আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানও ছুটি ঘোষণা করে। অবিশ্বাস্য গেদারিং হয় ইজতেমাস্থল ও পাশ্ববর্তী এলাকা সমূহে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অনেকেই সেখানে গমন করেন এই মুনাজাতে শরীক হওয়ার জন্য। ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করার ফলে অনেকে স্ব স্ব বাসা/প্রতিষ্ঠান বা অফিস থেকেও মুনাজাতে অংশ নিচ্ছেন। অথচ এর কোন শারঈ ভিত্তি নেই। বিশ্ব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ইবাদত হজ্জ-এর ক্ষেত্রেও এমনটি কল্পনা করা যায় না। বিশ্বনবীর জীবদ্দশায় এরকম দো'আর কোন দৃষ্টান্ত নেই। এটি স্রেফ একটি বিদ'আতী আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের এই শরী'আতে নতুন কিছু সৃষ্টি

৪. *বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/৩৯৮।*

করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৫] যার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।[৬]

পক্ষান্তরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র তাবলীগী ইজতেমায় আখেরী মুনাজাত হয় না, তবে মজলিস শেষের সুন্নাতী দো'আ ও বিদায়কালীন দো'আ পাঠ করা হয়। যে দো'আ রাসূল (ছাঃ) পাঠ করেছেনে এবং শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) মজলিস শেষে পড়তেন سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ 'মহা পবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'।[৭] এর কারণ সম্পর্কে মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'কোন ব্যক্তি ভাল কথা বললে ঐ ভাল-র উপরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত করা হয়। আর কোন ব্যক্তি মন্দ কিছু করলে এই দো'আ তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়'।[৮]

তাছাড়া কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় রাসূল (ছাঃ) বলতেন, أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَ آخِرَ عَمَلِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ 'অর্থ : 'তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ আমল আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করলাম'।[৯] অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে, أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ- অর্থ: 'তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের শেষ আমল আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করলাম'।[১০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দো'আ চাইলে তিনি বলেন, زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ অর্থ : 'আল্লাহ আপনাকে তাক্বওয়ার পুঁজি দান করুন! আপনার গোনাহ মাফ করুন এবং আপনি যেখানেই থাকুন আপনার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন'।[১১] সুতরাং আহলেহাদীছ আন্দোলনের তাবলীগী ইজতেমা উপরোক্ত সুন্নাতী দো'আ পাঠের মাধ্যমে শেষ হয় এবং সারাদেশ থেকে সমবেত মেহমানদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিদায়ী দো'আ পাঠের মাধ্যমে বিদায় জানান।

সমাজ সংশোধনে তাবলীগী ইজতেমা : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর তাবলীগী ইজতেমা কোন গতানুগতিক ইজতেমা নয়। মানব রচিত কোন থিওরী প্রচার ও প্রসারের জন্যও এই আয়োজন নয়। এ ইজতেমার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই সমাজকে অহি-র বিধানের আলোকে সংশোধন করা। দিকভ্রান্ত মানবতাকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া এবং এর মাধ্যমে নিজেদের মুক্তির পথকে সুগম করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ: الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ- 'ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! 'গুরাবা' বা স্বল্পসংখ্যক কারা? তিনি বলেন, আমার পরে যারা লোকেরা (ইসলামের) যে বিষয়গুলি ধ্বংস করে, সেগুলিকে পুনঃ সংস্কার করে'।[১২] মূলতঃ এই সংস্কারের লক্ষ্যেই প্রতি বছরের এই বিশাল আয়োজন। শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ঘুণেধরা এই সমাজকে আল্লাহপ্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করানোর মাধ্যমে সমাজ সংশোধনই এই ইজতেমার মূল প্রতিপাদ্য। তাই সমাজ সংশোধনে এই ইজতেমার গুরুত্ব অপরিসীম।

শিরকমুক্ত ছহীহ আক্বীদা গঠনে : 'শিরক' শব্দের অর্থ শরীক করা। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্র সত্তা অথবা গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ 'আল্লাহ্র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি (আল্লাহ) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'।[১৩]

শিরক এমন এক জঘন্য পাপ, যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না *(নিসা ৪/৪৮)*। শিরক বান্দার পূর্বের আমল সমূহও বিনষ্ট করে দেয় *(আন'আম ৬/৮৮; যুমার ৩৯/৬৫)*। শিরকের পরিণতি জাহান্নাম *(মায়েদা ৫/৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَقِىَ اللهَ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[১৪] অথচ মুসলমানদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ শিরকী আক্বীদা বিষবাষ্পের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। মুসলমানদের উন্নত ললাট আজ অবনমিত হচ্ছে কবরে-মাযারে-দরগাহে। গায়রুল্লাহ্র নামে পশু যবহ হচ্ছে নিত্য। নযর-নিয়ায ও মানতের ক্ষেত্রেও চলছে একই অবস্থা। গাছের প্রথম ফল বা ফসলের প্রথম অংশ চলে যাচ্ছে মাযারে বা বাবার দরবারে। এমনকি বিবাহ-শাদী, ছেলে-মেয়ের পরীক্ষায় ভাল ফলাফল, রোগমুক্তি, সন্তানহীনের সন্তান সবই চাওয়া

৫. *বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
৬. *নাসাঈ হা/১৫৭৮।*
৭. *তিরমিযী হা/৩৪৩৩, নাসাঈ কুবরা হা/১০১৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৬৪; মিশকাত হা/২৪৩৩।*
৮. *তিরমিযী, নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০।*
৯. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৩৫।*
১০. *আবুদাঊদ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৩৬।*
১১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৭, 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অধ্যায়।*
১২. *আহমাদ হা/১৬৭৩৬; মিশকাত হা/১৫৯, ১৭০; ছহীহাহ হা/১২৭৩।*
১৩. *বুখারী হা/৪৪৪৭।*
১৪. *মুসলিম হা/২৬৬৩।*

হচ্ছে গায়রুল্লাহ্র নিকটে। অথচ এসবকিছু দেওয়ার একচ্ছত্র অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। তাবলীগী ইজতেমায় শিরকের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয় এবং প্রচলিত শিরক সমূহ উল্লেখপূর্বক শ্রোতাদেরকে সাবধান করা হয়। ফলে তারা শিরক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে তা থেকে নিজ পরিবার ও সমাজকে বাঁচাতে পারে।

বিদ'আতমুক্ত ছহীহ আমলের ক্ষেত্রে : 'বিদ'আত' অর্থ নতুন সৃষ্টি। ইবাদতের মধ্যে নেকীর উদ্দেশ্যে যা অতিরিক্ত করা হয়, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই বা যা কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়, সেটিই বিদ'আত। অন্য অর্থে সুন্নাতের বিপরীতটাই হ'ল বিদ'আত। আমল কবুলের জন্য অবশ্যই আমলটি বিদ'আত মুক্ত হ'তে হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে বিদ'আতকে বিদ'আত মনে করা হয় না। বরং সুন্নাত মনে করে করা হয়। এমনকি বিদ'আতকে এক অভিনব কায়দায় 'হাসানাহ' ও 'সাইয়্যেআহ' এই দুই ভাগে ভাগ করে হাসানার চোরাগলি দিয়ে সবধরনের বিদ'আতকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সমস্ত বিদ'আতই ভ্রষ্টতা, আর সমস্ত ভ্রষ্টতার পরিণতিই জাহান্নাম'।[১৫] মীলাদ-ক্বিয়াম, শবেবরাত, কুলখানী, চেহলাম ছাড়াও ইসলামের মৌলিক সকল ইবাদতের মধ্যেই মারাত্মকভাবে বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভাল-র দোহাই দিয়ে দলীলের কোনরূপ তোয়াক্কা না করে একশ্রেণীর অসাধু আলেম-ওলামা এগুলি সমাজে চালু করেছে। প্রকারান্তরে এরা রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া স্বচ্ছ দ্বীনকে নিজেদের খেয়াল-খুশী মত বিকৃত করেছে এবং হাশরের ময়দানের কঠিনতম সময়ে রাসূলের সুফারিশ ও হাওযে কাওছারের পানি পান থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ– 'আমি তোমাদের পূর্বে হাউযের (হাউযে কাউছার) নিকটে পৌঁছে যাব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে সে কখনও পিপাসিত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, এরাতো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি জান না তোমার (মৃত্যুর) পরে এরা কি সব নতুন নতুন কথা ও কাজ সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হও দূর হও, যারা আমার পরে দ্বীনের ভিতর পরিবর্তন এনেছে'।[১৬] প্রতি বছর তাবলীগী ইজতেমায় সুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। বিদ'আতের ক্ষতিকর দিক সমূহ তুলে ধরে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করা হয়। ফলে সাধরণ মানুষ পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় এখন বিদ'আতের ক্ষেত্রে বহুগুণ বেশী সচেতন।

কুসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ পরিবার ও সমাজ গঠনে : তাবলীগী ইজতেমার বক্তব্য এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়। সেইসব বক্তব্য শ্রবণ করে প্রতিনিয়ত বিপুলসংখ্যক দেশী ও প্রবাসী দ্বীনদার ভাই তাদের লালিত ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমল পরিবর্তন করে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলে ফিরে আসছেন। সেই সাথে তারা স্ব স্ব পরিবারে ও সমাজে এই দাওয়াত পৌঁছে দেন। ফলে এই বিশাল দাওয়াতী সমাবেশের মাধ্যমে এক নীরব বিপ্লব সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বাঁধ সাধে স্থানীয় মাযহাবী ও পীরপন্থী একশ্রেণীর অন্ধ আলেম-ওলামা। তারা নানাভাবে তাদের উপর নির্যাতন করে। এমনকি পরিবারকর্তা বা সমাজপতিদের উস্কে দেয়। ফলে ছহীহ দ্বীন গ্রহণ করার কারণে একপর্যায়ে তাদেরকে পরিবার ও সমাজ থেকে বিতাড়িত হ'তে হয়। কিন্তু এর পরও তারা একচুল পরিমাণও ছহীহ আমল থেকে বিচ্যুত হন না। কেননা তারা দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেন। যেকোন মূল্যে কুসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ পরিবার ও সমাজ গঠনে তারা বদ্ধপরিকর।

উপসংহার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশে শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারমুক্ত একটি জান্নাতী সমাজ গড়তে চায়। আর সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তেই 'আন্দোলন'-এর ১ম দফা কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রতি বছর এই তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে স্ব স্ব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এই ইজতেমার গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। আল্লাহ আমাদেরকে তাবলীগী ইজতেমার জ্ঞানগর্ভ দলীলভিত্তিক আলোচনা থেকে শিক্ষা লাভ করে তা নিজ পরিবার ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

পরিচালনায় : ১৩ বছরের অভিজ্ঞ মু'আল্লিম
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

বিঃ দ্রঃ * ২০১৯/২০২০ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।
* রামাযান মাস ব্যতীত সারা বছরে ৭০/৮০ হাযার টাকায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা : আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
পরিচালক, **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান**
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭।
(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনাল, লাইসেন্স নং ২০৪)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ ।

১৫. *নাসাঈ হা/১৫৭৮।*
১৬. *বুখারী হা/৬৫৮৩-৮৪; মুসলিম হা/২২৯০; মিশকাত হা/৫৫৭১।*

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার কল্যাণকামিতা

*শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম**

বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে ইসলাম সর্বজনস্বীকৃত আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। সেকারণ ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ধর্ম। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ সর্বশেষ ওহী আল-কুরআনে সকল সমস্যার সমাধান বর্ণিত হয়েছে। সমাজে শান্তি ও কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম বিভাগ হচ্ছে বিচার বিভাগ। যে সমাজে জনগণের ফরিয়াদ শুনে তার প্রতিকারের জন্য সঠিক বিচার ব্যবস্থা নেই, সে সমাজ কখনই মানুষের বসবাসোপযোগী সমাজ হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহ্র মনোনীত রাসূল ও কাযী বা বিচারক। বিচারক হিসাবে তিনি পৃথিবীতে যে ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার কল্যাণকামিতা সার্বজনীন।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে যে বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ থাকে। (ক) আইন বিভাগ (খ) নির্বাহী বা শাসন বিভাগ ও (গ) বিচার বিভাগ। সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইন প্রণয়ন করে থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এর কোন সুযোগ নেই। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আইনের উৎস মূলতঃ তিনটি। (১) পবিত্র আল-কুরআন (২) ছহীহ হাদীছ ও (৩) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ-

'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও মীযান। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে না দেখে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী' *(হাদীদ ৫৭/২৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ 'হুকুম দেওয়ার মালিক স্রেফ আল্লাহ। তিনি (তাঁর রাসূলের নিকট) সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী' *(আন'আম ৬/৫৭)*।

আল্লাহ আরও বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا 'নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না' *(নিসা ৪/১০৫)*। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলন, وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ 'আর যদি বিচার কর, তবে ইনছাফপূর্ণ বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন' *(মায়েদাহ ৪২)*।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি : ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিচার ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিদ্যমান। শরী'আতে যেকোন বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সিদ্ধান্তকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যা নিম্নের দায়িত্বগুলো পালন করে থাকে।

১. সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করা।
২. সমাজের সকল প্রকার ক্ষতিকর বিষয়গুলো প্রতিহত করা।
৩. সরকার ও জনগণের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা সাধন এবং শান্তি, স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা বিধানকল্পে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : সমাজে বসবাসরত জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মীমাংসার জন্য বিচারকার্য পরিচালনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা এ কাজটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার উপরই নির্ভর করে মানুষের মাঝে পারস্পরিক মিলমিশ, আন্তরিকতা, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের সকল প্রকার অধিকার, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। সেকারণ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানুষের শুধু বিচার নয়, প্রয়োজন সুবিচারের। আর ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল এটা সম্ভব। সেজন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

১. মানব সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ইনছাফ বা ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা।
২. ইনসানিয়াত বা মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাজ গঠন করা।
৩. সমাজে বিরাজিত সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের আগ্রাসন রোধ করা।

* *সহকারী অধ্যাপক (ইসলামী শিক্ষা), পাইকগাছা সরকারী কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।*

৪. জীবন ও স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করা।
৫. জীবন ও সম্মানের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৬. নাশকতামূলক সকল প্রকার কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করা।
৭. সর্বোপরি সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, অশ্লীলতার মূলে কুঠারাঘাত করা।

ইনছাফ বা ন্যায়বিচার মুসলমানদের কাছে ঈমান আনয়নের পর অবশ্য পালনীয় ফরয সমূহের মধ্যে একটি ফরয কাজ। কেননা আসমান ও যমীন ন্যায়বিচারের মাধ্যমে টিকে আছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে একজন ন্যায়বিচারক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাঁর নবীকে সুবিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ، 'আর আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করবে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কিছু বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে না ফেলে' *(মায়েদাহ ৫/৪৯)*।

কোন জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিমালার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তার ভিত্তি ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ– 'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। এ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে' *(ছাদ ৩৮/২৬)*।

ইসলামে বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও কর্মনীতি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

১. রাগান্বিত অবস্থায় বিচার না করা : চিকিৎসা বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ক্রোধের সময় রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায় এবং সে তখন ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করতে পারে না। এজন্য ইসলামী শরী'আতে রাগান্বিত অবস্থায় বিচার-ফায়ছালা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ– 'আবু বাকরাহ সিজিস্তানে অবস্থানকারী তার পুত্রকে লিখে পাঠান যে, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় লোকদের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করবে না। কেননা আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করবে না'।[১]

২. বাদী-বিবাদী উভয়ের কথা শ্রবণ করা : ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বাদী-বিবাদী উভয়ের কথা শ্রবণ করার পর বিচারক ফায়ছালা দিবেন। এক পক্ষের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে রায় প্রদান করতে শরী'আতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِى كَيْفَ تَقْضِى– 'তোমার নিকট যখন দু'জন লোক বিচারের জন্য আবেদন করে, তখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে না শুনেই প্রথম পক্ষের কথার উপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করবে না। তুমি খুব শীঘ্রই জানতে পারবে, তুমি কিভাবে ফায়ছালা করেছ'।[২] তিনি আরো বলেন, إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ 'তোমার নিকট যখন দু'জন লোক বিচারের জন্য বসে, তখন তুমি তাদের মাঝে ফায়ছালা করবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য শুনবে যেভাবে তুমি প্রথম পক্ষের কথা শুনেছ। যখন তুমি এরূপ করবে, তখন তোমার কাছে ফায়ছালার বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে'।[৩]

৩. বাদী-বিবাদী উভয়ের প্রতি বিচারকের সম আচরণ করা : ইসলামের দৃষ্টিতে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ বিচারকের নিকটে সম অবস্থানে থাকবে। বিচারক বসার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমতা বিধান করবেন। উভয়ের দিকে সমভাবে দৃষ্টিপাত করবেন। কোন অবস্থাতেই এক পক্ষকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। এটা এজন্য করতে হবে, বাদী-বিবাদী কোন পক্ষই যেন এ ধারণা না করে যে, বিচারক কোন এক পক্ষের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। এমন অবস্থা হ'লে বিচারকের নিকট থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহের সৃষ্টি হবে।

অনুরূপভাবে বিচারক আল্লাহ্র বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিচার-ফায়ছালা করার সময় ধনী-গরীব, ছোট-বড়, দাস-মনিব, রাজা-প্রজা এবং উচ্চ বর্ণ-নিম্ন বর্ণের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করতে পারবেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ الْمِائَةُ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً 'নিশ্চয়ই মানুষ এমন একশত উটের মত, যাদের মধ্য থেকে তুমি একটিকেও বাহনের উপযোগী পাবে না'।[৪]

---

১. *বুখারী হা/৭১৫৮; মুসলিম হা/৪৩৮২; আবূদাঊদ হা/৩৫৮৯; তিরমিযী হা/১৩৩৪।*
২. *তিরমিযী হা/১৩৩১; ছহীহুল জামে হা/৪৩৫।*
৩. *আহমাদ হা/৮৮২; ছহীহুল জামে হা/৪৭৮; ছহীহাহ হা/১৩০০।*
৪. *বুখারী হা/৬৪৯৮।*

এর অর্থ হ'ল ইসলামে সকল মানুষই সমান। যেমন একশত উটের মধ্যে সবগুলোর মর্যাদা সমান। তেমনি মানুষের মধ্যে ধনী-গরীব, সাদা-কালো, আশরাফ-আতরাফ সকলের মর্যাদা সমান।

৪. কোন পক্ষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ পূর্বক বিচার না করা : ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক যেন কোন অবস্থাতেই কোন পক্ষের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে বিচার কার্য পরিচালনা না করে সে বিষয়ে আল-কুরআনে কঠোর হুঁশিয়ারী ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ– 'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

৫. ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে বিচার না করা : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঘুষের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সতর্ক করা হয়েছে। কেননা ইসলামী শরী'আতে ঘুষ প্রথা আদান-প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম। তা গ্রহণ করে অন্যায় বিচার করা যেমন হারাম, তেমনি ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে নিজের পক্ষে রায় বাগিয়ে নেওয়াও হারাম। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ 'বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষ প্রদানকারীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাত করেছেন'।[৫]

৬. পদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করা : ইসলামে কোন দায়িত্ব বা পদ চেয়ে নেয়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। চাই তা প্রশাসনিক হোক বা বিচার বিভাগের হোক। যোগ্যতার মানদণ্ডে যোগ্যতম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অপর্ণের বিধান হ'ল ইসলামী বিধান। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকটে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উপদেশ দান করছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(নিসা ৪/৫৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুর রহমান বিন সামুরাহকে বললেন, يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، 'হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ! নেতৃত্ব বা পদ চেয়ে নিয়ো না। কেননা তোমার চাওয়ার কারণে যদি তা দেয়া হয়, তাহ'লে তা তোমার উপর ন্যস্ত করা হবে। আর যদি তা তোমার চাওয়া ব্যতীত প্রদান করা হয়, তবে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।[৬]

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য দান : বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সাক্ষ্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন বাদীর দাবী প্রমাণিত হ'তে পারে, অপরদিকে তেমনি সেটা বিবাদীর পক্ষে বা বাদীর দাবী অসত্যও প্রমাণিত হ'তে পারে। এজন্য বাদী ও বিবাদী বিচারকার্যে নিজ নিজ পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। কেননা বিচারের কাজটি সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের উপরেই নির্ভরশীল। সাক্ষীর সত্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিচারকার্য সঠিক হয়, মিথ্যা সাক্ষ্যের দরুন আবার অন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামে এ ব্যাপারটির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ ঘোষণা করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ কর না)। কেননা তোমাদের চাইতে আল্লাহ তাদের অধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ। আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ... 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

বর্ণিত আয়াতদ্বয়ে সাক্ষ্যদাতাকে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে ন্যায় বিচারের স্বার্থে সাক্ষ্যদাতাকে সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। এজন্য কুরআনের বক্তব্যের দৃষ্টিতে সাক্ষীদেরকে আল্লাহ্র সাক্ষী হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে; কোন বিশেষ পক্ষের সাক্ষী নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারককে যেমন ন্যায়পন্থী হওয়া যরূরী; তেমনি সাক্ষীকেও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। যায়দ

৫. তিরমিযী হা/১৩৩৬; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩, সনদ ছহীহ।

৬. বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৬৮০।

ইবনে খালিদ জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِى يَأْتِى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا 'তোমাদের কি আমি উত্তম সাক্ষীদের সম্পর্কে জানাব না? উত্তম সাক্ষী হ'ল সেই ব্যক্তি, যে সাক্ষ্য প্রদান করে তাকে সাক্ষ্যের জন্য আহ্বানের আগেই'।[৭]

অপরদিকে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে শরী'আতে কবীরাহ গুনাহ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে কবীরাহ গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।[৮]

পবিত্র কুরআনে যারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান না করে তাদেরকে আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ '(আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাহ তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না' *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*।

অনুরূপভাবে সাক্ষ্যদানে কোন কিছু গোপন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 'আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না। যে ব্যক্তি তা গোপন করে, তার হৃদয় পাপিষ্ঠ। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত' *(বাক্বারাহ ২/২৮৩)*।

বিচারকের পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা : ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের পদের গুরুত্বও অত্যন্ত বেশী। বিচারকের পদ, তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরতা আরোপ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ 'যে ব্যক্তি বিচারকের পদে বা যাকে জনগণের বিচারক নিযুক্ত করা হ'ল, সে যেন বিনা ছুরিতে যবেহ হ'ল'।[৯]

ইবনে বুরায়দাহ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ 'বিচারক তিন প্রকার। একপ্রকার বিচারক জান্নাতী এবং অপর দু'প্রকার বিচারক জাহান্নামী। জান্নাতী হ'ল সেই বিচারক, যে সত্যকে জেনে-বুঝে তদানুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে। আর যে বিচারক সত্যকে জানার পর স্বীয় বিচারে যুলুম করে সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক অজ্ঞতাবশত ফায়ছালা দেয় সেও জাহান্নামী'।[১০]

বিচারক বিচারকার্যে কঠোর প্রচেষ্টার পর যথাযথ সমাধানে উপনীত হোন অথবা ভুল করেন উভয় অবস্থাতেই প্রতিদান পাবেন। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ 'যদি কোন বিচারক যথাযথ চিন্তা-গবেষণার পর সঠিক বিচার করেন তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। আর যদি গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণার পরও যদি তিনি ভুল করেন তবুও তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার'।[১১]

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের মর্যাদা অত্যন্ত বেশী। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا 'নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণ বিচারকগণ (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র নিকটে নূরের মিম্বরসমূহে মহামহিম দয়াময় প্রভুর ডান পার্শ্বে মিম্বরের উপর অবস্থান করবেন। তাঁর উভয় হাতই ডান হাত। যারা তাদের শাসনকার্যে তাদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে'।[১২]

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত : ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আল্লাহ্র বিধানানুযায়ী রায় বাস্তবায়নে দুর্বলতা প্রকাশ কিংবা দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন তো দূরের কথা মনে তা উদ্রেক হওয়াও নিষিদ্ধ। ব্যভিচারীদের শাস্তি কার্যকর করণে মহান আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ- 'ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের প্রত্যেককে তোমরা একশ' বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্র এই বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি যেন তোমাদের হৃদয়ে কোনরূপ দয়ার উদ্রেক না হয়; যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের এই শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' *(নূর ২৪/২)*।

ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সুফারিশ করা এবং সেই সুফারিশ গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনে

৭. *মুসলিম হা/১৭১৯; আবুদাঊদ হা/৩৫৯৬; মিশকাত হা/৩৭৬৬।*
৮. *বুখারী হা/২৬৫৩-৫৪; মুসলিম হা/৮৭।*
৯. *আবূদাঊদ হা/৩৫৭১-৭২; তিরমিযী হা/১৩২৫।*
১০. *আবূদাঊদ হা/৩৫৭৩।*
১১. *বুখারী হা/৭৩৫২; মুসলিম হা/১৭১৬; আবূদাঊদ হা/৩৫৭৪।*
১২. *মুসলিম হা/১৮২৭; নাসাঈ হা/৫৩৭৯; মিশকাত হা/৩৬৯০।*

Contents

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ 'তোমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর হওয়ার যোগ্য অপরাধ পারস্পরিক পর্যায়ে ক্ষমা করতে পার। অন্যথা এ ধরনের অপরাধের অভিযোগ আমার নিকটে পৌঁছলে অবশ্যই তার শাস্তি বাস্তবায়িত হবে'।[১৩]

এ প্রসঙ্গে মাখযূমিয়া নাম্নী কুরাইশ বংশের এক মহিলার চুরি সংক্রান্ত ঘটনা উল্লেখযোগ্য। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, মাখযূমিয়া চুরি করে অপরাধী সাব্যস্ত হ'লে কুরাইশরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে কে এ ব্যাপারে সুফারিশ করবে সে বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর পক্ষে এ কাজ সম্ভব। তাই তিনি (উসামা) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে দণ্ড মওকূফের ব্যাপারে সুফারিশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত ধমকের সুরে বললেন, أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ 'হে উসামা! তুমি কি মহান আল্লাহ ঘোষিত নির্ধারিত শাস্তি মওকূফের সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করলেন যে, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করত। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত তাহ'লে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম'।[১৪]

বিশ্ব মানবতার কল্যাণে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী আদালতের রায় তথা আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা কঠোর তা এ ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় শাস্তি (দণ্ড) বাস্তবায়নের ক্ষমতা : ইসলামী শরী'আতের বিধান মোতাবেক রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে কোন অবস্থাতেই কোন রায় বাস্তবায়ন করা যাবে না। শাস্তি (হদ্দ) বা দণ্ডবিধি কার্যকর করার ক্ষমতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের। যে কেউ যখন তখন যেখানে ইচ্ছা এই বিধান কার্যকর করলে একটি দেশের প্রশাসনিক অবকাঠামো ধ্বংস হবে। সাথে সাথে সুষ্ঠু সমাজের স্বাভাবিক সুখ-শান্তি বিপর্যস্ত হবে। ফলে শাস্তির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। অর্থাৎ অপরাধীকে শাস্তি দানের মাধ্যমে অন্যদের শিক্ষা প্রদান পূর্বক সমাজ থেকে অপরাধ সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হবে। ফলে পরবর্তীতে শাস্তির মূল উদ্দেশ্য- সমাজের শান্তি-শৃংখলা ও সমৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ সাধিত হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'লে সমাজের সর্বস্তরে সার্বিক শান্তি ও কল্যাণের ফলগুধারা প্রবাহিত হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সমাজে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করুন- আমীন!!

১৩. আবূদাঊদ হা/৪৩৭৬; নাসাঈ হা/৪৮৮৫; মিশকাত হা/৩৫৬৮; ছহীহাহ হা/১৬৩৮।
১৪. বুখারী হা/৬৭৮৭, ৬৭৮৮; মুসলিম হা/৪৩০২, ৪৩০৩; আবূদাঊদ হা/৪৩৭৩, ৪৩৭৪, ৪৩৭৫।

তারেক আর্ট

১। ডিজাইন ব্যানার প্রিন্ট ২। পিভিসি প্রিন্ট
৩। প্যানাফ্লেক্স প্রিন্ট ৪। লাইটিং বোর্ড প্রিন্ট
৫। ভিনাইল স্টিকার প্রিন্ট ৬। রিফলেকটিভ স্টিকার প্রিন্ট

তারেক আর্ট এন্ড ডিজিটাল প্রিন্ট

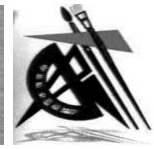

ঠিকানা
নিউ মার্কেট রোড গোরহাঙ্গা মসজিদ সংলগ্ন (উত্তর পার্শ্বে), রাজশাহী।
০১৭১২-৯৯২২২৩

E-mail : tarekartbd@gmail.com

হজ্জ ও ওমরাহ বুকিং চলছে

আমরা আপনার সাধ্য অনুযায়ী, হজ্জ ও ওমরাহ পালনে সকল প্রকার সুবিধা নিশ্চিত করব ইনশাআল্লাহ

উত্তরবঙ্গ হজ্জ কাফেলা
হজ্জ ও ওমরাহ পালনে বিশ্বস্ত সহযোগী
এজেন্সি : আল-আকসা ট্রাভেলস, হজ্জ লাইসেন্স নং-১৪৩৫

বৈশিষ্ট্য সমূহ :
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
হজ্জে যাওয়ার আগে বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
নিজস্ব গাইড দ্বারা পরিচালনা ও দেশী খাবার পরিবেশন।
আগে নিয়ে যাওয়া এবং কাছাকাছি রাখার ব্যবস্থা।
নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা মেডিকেল চেকআপ।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী হাজীদের হজ্জ করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রংপুর অফিস
মোছতফা বিন আকবর
মোবাইল : ০১৭৩০-৪২৬৮৬৫
আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
মোবাইল : ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২
আল-আমীন ফার্মেসী, সেন্ট্রাল রোড (কাস্টমস মসজিদ সংলগ্ন), রংপুর।

দিনাজপুর অফিস
মুহা: মঞ্জুরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৭১৬-২১০২০৬
প্রেসক্লাব রোড, নতুন বাজার, পার্বতীপুর।
মুহা: আবুল বাশার শুভ
মোবাইল : ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮
বিরামপুর।

ঢাকা অফিস
নাদীম বিন সিরাজ, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮৮৪-৭৪০৭১৪
নূরুল আলম সরকার, উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১-৪৭৯৪৪৬
Email:uttarbanggohajjkafela@gmail.com
www.facefook.com/uttarbanggohajjkafela

Contents

শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মূলনীতি

*মূল : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি তাঁর রাসূলকে সত্য পথের দিশা ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি এ দ্বীনকে অন্য সকল (বাতিল) দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। সেই সাথে করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর। যিনি সত্য দ্বীনের পথে প্রমাণসহ আহ্বানকারী এবং মানব কল্যাণে নিবেদিত একটি শ্রেষ্ঠ জাতি গঠনের জন্য একটি দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) ও তার কার্যধারার নির্মাণকারী। আল্লাহ্র দিকে আহ্বান এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাই সে জাতির কর্তব্য। আল্লাহ্র প্রশংসা এজন্যও যে, তিনি এই উম্মতের একটি দলকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, যারা আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাঁর পথে জিহাদ করে বিজয়ী হয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না। এমনি করে এই হকপন্থীদের মধ্যকার শেষ যুগের একজন দাজ্জালকে হত্যা করবে। আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে এই বিজয়ী সাহায্যপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত রাখেন।

প্রিয় পাঠক! আমি ইতিপূর্বে মহান আল্লাহ্র সাহায্য ও সহযোগিতায় 'শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা' (مشروعية العمل الجماعي) নামে একটি বই লিখেছি। তাতে আমি দলগত কাজের শারঈ বৈধতার পিছনে বাস্তবমুখী অনেক দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছি, যা চিন্তাশীলদের জন্য যথেষ্ট হবে বলে আমি আশাবাদী। এসকল দলগত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে বহু ফরযে কিফায়া বাস্তবায়ন সম্ভব। এরূপ ফরযে কিফায়ার উদাহরণ হিসাবে আমি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, শিক্ষা-শিখন ব্যবস্থা, ইসলাম প্রচারের কাজ, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ ও পরিচালনা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছি। এ কাজগুলো করা কেন বৈধ আমি সে কথাও আলোচনা করেছি। যা জানলে চোখ-কান খোলা প্রতিটি মুসলিম তাতে লিপ্ত হ'তে সহসাই পিছপা হবে না। যেখানে মুসলিমদের ইয্যত-আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, কুরআনের বিধি-বিধান অকার্যকর করে দেওয়া হচ্ছে, মুসলিম সন্তানেরা অনৈসলামী পরিবেশে বেড়ে উঠছে, শত্রুরা আমাদের মাতৃভূমি দখলে নিতে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আমাদের নারী, শিশু ও পবিত্র ভূমিগুলোর দখলকে বৈধ ভাবছে, সেখানে মুসলমানদের নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। তাদের জন্য এখন আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে দলবদ্ধ হয়ে মুসলিম জাতির উপর কাফির বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা। নচেৎ তারা সকলেই পাপী ও অপরাধী গণ্য হবে। কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের এই আক্রমণ প্রতিহত করা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া মোটেও সম্ভব হবে না। এজন্যই 'যা ব্যতীত কোন ওয়াজিব বাস্তবায়ন করা যায় না তা করা ওয়াজিব' (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) সূত্রে জামা'আত গঠন করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এ আলোচনাও করেছি যে, মুসলিমদের দুঃখ-কষ্টে মর্মপীড়া অনুভবকারী কিছু মানুষ তাদের উদ্ধারকল্পে কেউ কেউ প্রচারমূলক দল, আবার কেউবা সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব দল ও সংস্থার কোন কোনটি মাশাআল্লাহ আমভাবে উপকার ও কল্যাণপ্রদ ভূমিকা রাখছে। আবার অনেকগুলো ভালো-মন্দের মিশেলে কাজ করছে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরও ক্ষমা করবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল দয়াময়।

কিন্তু আমি খুবই বিস্ময় বোধ করছি তাদের কথায়, যারা জিহাদ ও দাওয়াতের জন্য দল গঠন এবং সেবা ও কল্যাণের নিমিত্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠা সাইয়েদুল মুরসালীনের আদর্শের পরিপন্থী গণ্য করে তা করা অবৈধ বলে ফৎওয়া দিচ্ছে। তাদের দাবী, এ কাজ না করেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), না উম্মতের পূর্বসূরী পূত-পবিত্রজনেরা, না সৎকর্মশীল আলেমরা। এমনকি ইসলামী সরকারও যদি কোথাও কায়েম থাকে তবুও তাদের হিসাবে ঐ সরকারের ছত্রছায়ায় এগুলো করা জায়েয হবে না। তাদের কথা মতে, এসব কাজ বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য টেনে আনে। আর বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য তো সাক্ষাৎ আযাব। তারা দাওয়াতদাতা এরূপ কিছু দলের দোষ-ত্রুটি খুঁজে খুঁজে বের করে তা সব জায়গায় প্রচার করছে। আর বলছে, দেখ, এই হচ্ছে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত ও দ্বীনের সাহায্যের নামে দলবাজির কুফল।

মহান আল্লাহ্রই সকল প্রশংসা। মাশাআল্লাহ আমি তাদের কথিত সকল সন্দেহের খোলাখুলি জবাব দিয়েছি। তন্মধ্যে একটি জবাব এই যে, মুসলমানরা কোন সেবামূলক কিংবা কল্যাণধর্মী অথবা তাক্বওয়ার কাজে জামা'আত গঠন করে তার অধীনে একতাবদ্ধ হ'তে পারবে না মর্মে কোন নিষেধাজ্ঞা না কুরআনে এসেছে, না হাদীছে, না পূর্বসূরী নেককার কোন ব্যক্তির যবানে। তাহ'লে কীভাবে তোমরা এমন সিদ্ধান্ত দিতে পারলে যার পিছনে না কুরআনের, না সুন্নাহর, না পূর্বসূরী কোন নেককার ব্যক্তির কথার সনদ রয়েছে? বরং কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সবগুলোই তো কল্যাণ ও তাক্বওয়াধর্মী কাজে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা এবং জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার দিকে জোরালো আহ্বান জানিয়েছে। যাতে করে দ্বীন বুলন্দ হয় এবং ধরা পৃষ্ঠে আল্লাহ্র কথা সবার উপরে স্থান পায়। আর বাতিল ও তার অনুসারীরা দূর হয়ে যায়।

** কুয়েতের প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান।*

*** ঝিনাইদহ।*

আমি এ কথাও বলেছি যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ দলেবলে ব্যতীত একাকী যুদ্ধ-জিহাদ করা যায় বলে জানতেন না। চাই সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন সর্বজনমান্য শাসকের অধীনে হোক- যার পিছনে জোটবদ্ধ হ'তে তারা এক পায়ে খাড়া কিংবা বিশেষ কোন নেতার দ্বারা সংগঠিত দলের কর্মী হিসাবে হোক। অবশ্য নেতার অধীনে যুদ্ধ কেবল তখন হবে, যখন কোন শাসক থাকবে না অথবা থাকলেও তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হবেন। আমি দলবিশেষের অধীনে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে দু'জনের উদাহরণ দিয়েছি। এক. শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ), যার নেতৃত্বে কিভাবে তাতারদের বিরুদ্ধে একটি মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করেছিল এবং কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তার জিহাদের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে বহুসংখ্যক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তারা তাঁর আদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী যুদ্ধ করত। (এ সম্পর্কে শায়খুল ইসলামের উক্তিসমূহ আমি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনা করেছি)।

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব আধুনিক সালাফী চিন্তাধারা ও জামা'আতবদ্ধভাবে কাজ করার ইমাম :

এই শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, যিনি বর্তমান যুগের সালাফী চিন্তাধারার ইমাম পদে বরিত। তিনি আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য একটি কর্মীবাহিনী গঠন করেছিলেন। এজন্য তিনি তৎকালীন ইস্তাম্বুলের মুসলিম খলীফা কিংবা মক্কাস্থ তার প্রতিনিধি শরীফ পাশা অথবা নজদ ও জাযীরা অঞ্চলের কোন আমীরের অনুমতি গ্রহণের কোন তোয়াক্কা করেননি। তখনকার দিনে আরবে অজ্ঞতা, শিরক, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপাচার ছেয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী বিধি-বিধান রাষ্ট্র ও সমাজে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। তাইতো শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব একটি জামা'আত বা দল গঠন করেছিলেন। তিনি তাদের থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার ও বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। বলতে গেলে তিনি ছোট্ট পরিসরে পরিপূর্ণ একটি রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি খাড়া করেছিলেন। যার সূচনা করেছিলেন তাওহীদের প্রতি দাওয়াত এবং ইসলাম প্রচার ও তার বিধি-বিধান শিক্ষাদানের মাধ্যমে। আর শেষ করেছিলেন ঈমান-আক্বীদা ও জান-প্রাণ রক্ষার্থে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধের মাধ্যমে। তিনি কিন্তু তার কর্মতৎপরতার কোন পর্যায়েই সমসাময়িক খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি এবং তিনি একাই একটি ইসলামী দলও ছিলেন না। যদিও তার শত্রুরা তার বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগই করে থাকে। তিনি এসব অভিযোগ থেকে আসলেই মুক্ত ছিলেন। তিনি তো ছিলেন জাগ্রত জ্ঞান সহকারে যুক্তি-প্রমাণ সহ আল্লাহ্র পথে দাওয়াতদাতা। কুরআন ও সুন্নাহতে যেভাবে দলবদ্ধভাবে দাওয়াত দেওয়ার কথা আছে তিনি সেভাবেই দাওয়াতী কাজ করেছিলেন। ইসলামের স্বার্থ রক্ষা এবং আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র কথা সবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরার নিয়তে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। আজ আমরা তার দাওয়াতী কাজ ও জিহাদের ফল ভোগ করছি। কিন্তু যদি তিনি আজকের যুগের শিক্ষকদের মত তার গ্রাম হুরাইমালা অথবা দিরইয়াতে মসজিদের একজন ইমাম কিংবা কোন দরবারের শায়খ বা পীর সেজে বসে থাকতেন, তাহ'লে আজকের ইসলামী বিশ্ব শিরক-কুফরে ছেয়ে যেত, ধ্বংস ও বরবাদী ইসলামের গলা টিপে ধরত। প্রিয় পাঠক! আপনারা এ ইতিহাস ভালোভাবে পড়ুন, তাহ'লে জানতে পারবেন কি সাংঘাতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি ইসলামী দেশে একেবারে জেঁকে বসা জাহিলী তথা অনৈসলামী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন! কিন্তু তা কখনই সম্ভব হ'ত না, যদি তিনি একটা জামা'আতবদ্ধ দাওয়াতী উদ্যোগ গ্রহণ না করতেন।

অথচ অবাক হ'তে হয় যে, এই মহান শায়খেরই কিছু করিৎকর্মা ছাত্র যারা একদিন তার দাওয়াতের আলোয় আলোকিত হয়েছিল এবং আল্লাহ্র ফযলে ও তার জিহাদের কল্যাণে তাওহীদপন্থী হ'তে পেরেছিল। তারাই তাদের দাওয়াতের দুশমনদের ন্যায় বলে বেড়াচ্ছে যে, যে কেউই দাওয়াত ও জিহাদের জন্য দল গঠন করবে সেই খারেজী-মু'তাযিলা হয়ে যাবে। সংগঠনের নিয়ম-নীতি আল্লাহ্র দ্বীনে নেই এবং দল গঠনও ইসলামের আওতায় পড়ে না।

বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না যে, এসব ছাত্রের কেউ কেউ সমকালীন শাসকদেরকে এমন সব অধিকার প্রদান করেছে, যা না ছিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযমকে প্রদান করা হয়েছে, না ইতিহাসের যুগ পরিক্রমায় মুসলিম জনগণের কেউ তা জানতে পেরেছে এবং না নির্ভরযোগ্য বিদ্বানদের বই-পুস্তকে তা সন্নিবেশিত হয়েছে। আর তা এই যে, 'সমকালীন ইমাম বা শাসকের অনুমতি না নিয়ে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা জায়েয নেই এবং অমুসলিম বাহিনী যদি কোন ইসলামী দেশ আক্রমণ করে বসে তবুও শাসনকর্তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা জায়েয হবে না'।

আফসোস! এরা শাসনকর্তাকে স্বয়ং প্রভুর আসনে বসিয়ে দিয়েছে! ফলে তাদের মতে, শাসক যা আইনসম্মত বলবে, তাই হক এবং যা বেআইনী ও নিষিদ্ধ বলবে, তাই বাতিল। আর যেসব বিষয়ে সে নীরব থাকবে সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতে হবে- কোন কথা বলা যাবে না। তাদের দৃষ্টিতে মুসলিম শাসনকর্তা যদি দ্বীনের কোন বিধান কিংবা মুসলিমদের জনকল্যাণকর কোন কাজ পরিত্যাগ করে তাহলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য তা আমলের যোগ্য ভাবা যাবে না এবং তা থেকে পুরোপুরি চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে, যাতে আমীরুল মুমিনীনের (?) মনে ক্রোধের উদ্রেক না হয়।

সারকথা, শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ইসলামের সাহায্য করার মানসে যে নীতিমালা গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল একটি জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা। তিনি এবং ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ মিলে দাওয়াত ও জিহাদের এক বরকতময় বীজ রোপণ করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে আরব উপদ্বীপ শিরক ও বাতিলের আবর্জনা মুক্ত হয়েছিল এবং সেখান থেকে সারা বিশ্বে শারঈ অনুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এ কাজে তিনি সমকালীন খলীফার অনুমতির অপেক্ষা করেননি। তৎকালে যার খিলাফত পশ্চিমে মধ্য ইউরোপ ও আটলান্টিক মহাসাগর, পূর্বে ইরান, উত্তরে মধ্য এশিয়ার ক্রিমিয়া ও কৃষ্ণ সাগর এবং দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যার পতাকাতলে তৎকালে বিশ কোটির অধিক লোক তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল।

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব তার ইসলামী কাজের তৎপরতা নজদের এমন একটি গ্রাম থেকে শুরু করেছিলেন, যার জনসংখ্যা দেড় হাযারের ঊর্ধ্বে ছিল না। এই গ্রামের চার পাশে যারা বাস করত তাদের সকলেই তাদের দৃষ্টিতে এই নতুন ব্যবস্থার বিরোধী ছিল এবং তার শত্রুতা করেছিল। তারা এ ধারাকে মুসলিম উম্মাহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং মুসলমানদের কাফির আখ্যায়িত করণ বলে অভিহিত করেছিল। এই দাওয়াতকে নস্যাৎ করার জন্য তারা একের পর এক আক্রমণ করেছিল। অথচ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিম জাতির উপকার সাধনে ঐ সময় থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের কার্যধারা থেকে মহৎ কোন কার্যধারা দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি। অদ্যাবধি আমরা এই দাওয়াতের বরকতের মাঝে বসবাস করছি।

এই ছিল আমার কথার ভূমিকা, যার মাধ্যমে আমি আমার মূল আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো ভালো মনে করেছি। সেই আলোচনা হ'ল নিম্নোক্ত প্রশ্নের জবাব প্রদান : দ্বীনের সাহায্যার্থে মুসলমানদের উপর জামা'আত বা সংঘবদ্ধ হয়ে দ্বীনী কাজ করা যখন বিগত দিনের ন্যায় আজও ফরয আছে, তখন কি হবে এই কার্যধারার মূলনীতি এবং কী হবে তার ক্বয়েদা-কানূন। সম্মুখপানে আমরা মহান আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে সে আলোচনা শুরু করছি।

[চলবে]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

পড়! বিকশিত হও জ্ঞানের সুবাস ছড়িয়ে দাও।

পড় প্রকাশ

পুস্তক প্রকাশক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
facebook.com/poroprokash
poroprokash@gmail.com
Mobail: 01511808900

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

আপনি কি কম খরচে ওমরাহ করতে চান? তাহ'লে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন।

সাশ্রয়ী প্যাকেজ

- ১০ দিন ৬০,০০০ টাকা (ট্রানজিট বিমান)
- ১৫ দিন ৬৪, ০০০ টাকা (ট্রানজিট বিমান)

ভি. আই. পি প্যাকেজ

- ১০ দিন ৮০,০০০ টাকা (ঢাকা-জেদ্দা-মদীনা-ঢাকা; সঊদী এয়ার লাইন্স)
- ১৫ দিন ৮৫,০০০ টাকা (ঢাকা-জেদ্দা-মদীনা ঢাকা; সঊদী এয়ার লাইন্স)

সকল প্যাকেজ খাবার ছাড়া। কেউ খেতে চাইলে ১০ দিনের জন্য ৫,৭০০ টাকা এবং ১৫ দিনের জন্য ৮,৫০০ টাকা প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে। এ সুযোগ রামাযানের পূর্ব পর্যন্ত।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

Contents

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' মুসলিম সমাজে একটি বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা। ৩৭ হিজরীতে ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে রাজনৈতিক ফিৎনার জন্ম হয়, তা সময়ের পরিক্রমায় সুদূর প্রসারী ধর্মীয় ফিৎনার রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে হক্বপন্থী ও বাতিলপন্থী দ্বৈরথ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত দল-উপদলগুলো কালক্রমে নানা বৈশিষ্ট্যগত অভিধায় পরিচিত হ'তে থাকে। 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' হ'ল অনুরূপই একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, যা প্রাচীন কাল থেকে বাতিলপন্থী যাবতীয় দল-উপদলের বিপরীতে ইসলামের সত্য ও সঠিক রূপকে ধারণকারী হক্বপন্থী দলের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এই পরিভাষার নানা অপপ্রয়োগও দেখা যায়। কেননা ফেরকায়ে নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসাবে প্রসিদ্ধ হওয়ায় এই জামা'আতে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় এমন অনেক দল, যারা প্রকৃতপক্ষে এই জামা'আতের গৃহীত নীতি ও আদর্শ বিবর্জিত। ফলে সাধারণ মানুষের নিকটে পরিভাষাটি সম্পর্কে প্রায়শই ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়। এই বিভ্রান্তি নিরসনে বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' দলটির পরিচিতি এবং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ সবিস্তার আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

'আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত' পরিভাষাটির বিশ্লেষণ :

পরিভাষাটি বিশ্লেষণ করলে মূলতঃ দুটি শব্দ বা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। (১) সুন্নাত (২) জামা'আত। নিম্নে শব্দ দু'টির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বিশ্লেষণপূর্বক আনুসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল-

(ক) সুন্নাত :

(১) سُنَّة (সুন্নাহ) শব্দটি سَنَّ মূল ধাতু থেকে فُعْلَةٌ-এর ওযনে مَفْعُوْلَةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ الطريقة والسيرة বা পথ-পদ্ধতি ও আচার-প্রথা।[১]

পারিভাষিক সংজ্ঞায় 'সুন্নাত'-এর বেশ কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ :

ক. মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায়, ما أثر عن النبي صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها 'রাসূল (ছাঃ)-এর যে সকল কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি, সৃষ্টিগত গুণাবলী এবং চারিত্রিক গুণাবলী, আচার-আচরণের বিবরণ বিধৃত হয়েছে, সেটা নবুয়তপূর্ব জীবনে হোক বা পরবর্তী জীবনে হোক সবই সুন্নাহ'।[২] এই অর্থে সুন্নাহ এবং হাদীছ পরস্পর সমর্থক। তাঁরা সুন্নাতকে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের সামষ্টিক নাম হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

খ. উছূলবিদগণের পরিভাষায়, ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير 'যে সকল কথা, কর্ম ও অনুমোদনকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধিত করা হয় তা-ই সুন্নাহ।'[৩]

তারা সুন্নাতকে আল্লাহ্র কিতাবের পর শরী'আতের ২য় দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এ মর্মেই সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। তাদের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী পূর্ববর্তী রাসূলগণের আমল, রাসূল (ছাঃ)-এর নবুয়তপূর্ব কর্মকাণ্ড এবং ছাহাবায়ে কেরামের আমলসমূহ সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৪] যদিও পরবর্তী আহনাফদের কেউ কেউ ছাহাবায়ে কেরামের আমলকে এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেছেন[৫] এবং আল্লামা শাত্বেবী একে জোরালো সমর্থন দিয়েছেন। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনের মত খুলাফায়ে রাশেদীন বা ছাহাবায়ে কেরামের আমলও শরী'আতের অকাট্য দলীল, সেটা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হোক বা না হোক। যেমন মদ্যপানের হদ্দ, বন্ধক রাখা, কুরআন একত্রিতভাবে সংকলন করা, কুরআনের একটি কির'আতকে সর্বজনীনতা প্রদান করা প্রভৃতি বিষয়। এ মর্মেই রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ 'তোমরা আমার ও আমার সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর'।[৬] অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত বিষয়াদিও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।[৭]

তবে জমহূর ওলামায়ে কেরামের মতে, ছাহাবায়ে কেরামের আমল যদিও শরী'আতের একটি স্বতন্ত্র দলীল এবং সুন্নাত সংশ্লিষ্ট বিষয়, তবে সরাসরি সুন্নাতের অংশ নয়।[৮]

গ. ফকীহ ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায়, ما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب 'ফরয বা ওয়াজিব নয়, এমন যে সকল বিষয়াদি রাসূল (ছাঃ) থেকে

১. *ইবনে মানযূর, লিসানুল আরাব, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২২৫; আয-যুবায়দী, তাজুল আরূস, ৩৫ খণ্ড, পৃ. ২২৯; মুহাম্মাদ আর-রাযী, মুখতারুছ ছিহাহ, পৃ. ৩২৬।*

২. *ড. মুছত্বফা আস-সিবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীঈল ইসলামী, পৃ. ৪৭।*

৩. *তাহের আল-জাযায়েরী, তাওজীহুন নাযর ইলা উছূলিল আছর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০; আবুল হাসান আল-আমেদী, আল-ইহকাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯।*

৪. *আব্দুল গণী আব্দুল খালেক, হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ, পৃ. ৬৯।*

৫. *যেমন আল মানার, নূরুল আনওয়ার, ক্বমারুল আক্বমার প্রণেতাগণ এবং ফখরুল ইসলাম বাযদুভীর সকল অনুসারীবৃন্দ। দ্র. হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ, পৃ. ৬৯।*

৬. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫।*

৭. *আশ-শাত্বেবী, আল মুওয়াফাক্বাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯৩।*

৮. *আব্দুল গণী আব্দুল খালেক, হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ, পৃ. ৭০।*

সাব্যস্ত হয়েছে তাই সুন্নাত।[৯] এটাই অধিকাংশ মাযহাবের গৃহীত মত।

ইবনুল হুমাম বলেন, ما واظب النبي صلي الله عليه وسلم علي فعله مع ترك ما بلا عذر 'রাসূল (ছাঃ) যা নিয়মিত করতেন, তবে কোন ওযর ছাড়াই কখনো তা পরিত্যাগ করেছেন সে সকল আমলকে সুন্নাত বলে'।[১০]

ক্বাযী বায়যাভী বলেন, ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه 'যা করাটা প্রশংসনীয়, তবে বর্জন করা নিন্দনীয় নয়'।[১১]

অর্থাৎ ফকীহদের নিকট সুন্নাত বলতে শরী'আতের মধ্যস্থ সাধারণ কোন ভাল অভ্যাস (الطريقة والعادة), পসন্দনীয় কাজ (المستحب والمندوب), ইচ্ছাধীন কাজ (التطوع) বা বৈধ কাজ (الزيادة والمباح) অর্থাৎ ফরয ইবাদতের বাইরে অতিরিক্ত সব আমলই বুঝায়। উল্লেখ্য যে, সুন্নাতের সাধারণ সংজ্ঞা তথা সুন্নাতকে শরী'আতের উৎস হিসাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছ এবং উছূলবিদদের সাথে ফকীহদের কোন পার্থক্য নেই। তবে তারা শরী'আতের হুকুমের মধ্যে কোনটি আবশ্যক এবং কোনটি সাধারণ ইচ্ছাধীন তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য এই বিশেষ সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেছেন। এটি রাসূল (ছাঃ) থেকেই প্রমাণিত। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامَهُ وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ 'নিশ্চয়ই এই রামাযান মাসে আল্লাহ তোমাদের উপর ছিয়ামকে ফরয করেছেন। আর আমি মুসলমানদের উপর কিয়ামকে (তারাবীহর ছালাত) সুন্নাত হিসাবে চালু করলাম'।[১২] অনুরূপ তাবেঈ মাকহূলও মন্তব্য করেন, 'সুন্নাত দুই প্রকার। (১) যা পালন করা অপরিহার্য এবং পরিত্যাগ করা কুফরী। (২) যা পালন করা ফযীলতপূর্ণ তবে পরিত্যাগ করলে সমস্যা নেই'।[১৩]

ঘ. আক্বীদাগত পরিভাষায়, সুন্নাত শব্দটি البدعة তথা নবাবিষ্কৃত আমলের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়ে থাকে, فلان علي السنة 'লোকটি সুন্নাতের উপর রয়েছে', যখন সে বিশ্বাস, বুঝ, শরী'আত গ্রহণ এবং আমলের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনার হুবহু অনুসরণের চেষ্টা করে। এর বিপরীতে বলা হয়- فلان علي البدعة 'লোকটি বিদ'আতের উপর রয়েছে', যখন সে সুন্নাতের বিপরীত কাজ করে। ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের পর ফিৎনা ছড়িয়ে পড়লে মুসলিম সমাজে বিদ'আত এবং প্রবৃত্তিপরায়ণতার সূচনা হয়। ফলে ওলামায়ে কেরাম সুন্নাতের অনুসারী এবং বিদ'আত ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের মধ্যে পার্থক্য করতে শুরু করেন। যেমন বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (১১০হিঃ) বলেন, لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم 'মুসলমানরা (প্রাথমিক যুগে) সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু ফিৎনা সংঘটিত হওয়ার পর তারা বলতে লাগলেন, তোমাদের লোকদের নাম বল (অর্থাৎ যাদের সূত্রে বর্ণনা করছ)। যদি দেখা যেত তারা সুন্নাতের অনুসারী, তবে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত; আর যদি তারা বিদ'আতের অনুসারী হ'ত, তবে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[১৪]

এই অর্থটি আরও স্পষ্ট হয় রাসূল (ছাঃ)-এর বহুল প্রসিদ্ধ হাদীছ- مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[১৫] অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট হ'ল নতুন আমল, আর সকল বিদ'আত বা নতুন আমলই ভ্রষ্টতা'।[১৬]

ইবনু শিহাব যুহরী বলেন, بلغنا عن رجال من أهل العلم، أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة 'বিদ্বানদের ব্যাপারে আমার কাছে পৌঁছেছে যে, তারা বলতেন, সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরাতেই মুক্তি রয়েছে'।[১৭] এই অর্থেই মদীনা নগরীকে তৎকালীন সময়ে دار السنة বলা হ'ত, যেহেতু সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের সংরক্ষণ ও অনুশীলন সর্বাধিক ছিল। মদীনার এই আলোকজ্জ্বল ভূমিকার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত কেবল শারঈ মর্যাদাই পায়নি বরং সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবেও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত না, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৮] ফলে বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার বিপরীতে সুন্নাতকে

৯. ড. মুছত্বফা আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীঈল ইসলামী*, পৃ. ৪৮।
১০. শামসুদ্দীন ইবনু আমীরিল হাজ্জ, *আত-তাক্বরীর ওয়াত তাহবীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩।
১১. তাজুদ্দীন আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ শারহুল মিনহাজ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।
১২. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৬৬০, ১৬৮৮; আব্দুর রহমান ইবনু আওফ থেকে বর্ণিত।
১৩. সুনান দারেমী, হা/৬০৯; সনদে দুর্বলতা থাকলেও মর্ম ছহীহ।
১৪. মুকাদ্দামাতু মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫।
১৫. বুখারী, হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১।
১৬. মুসলিম হা/৮৬৭।
১৭. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, *আয-যুহদু ওয়ার রাক্বায়েক্ব*, হা/৮১৭, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮১।
১৮. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮।

আঁকড়ে ধরার এই আদর্শই হাদীছ সংরক্ষণ আন্দোলনে একটি বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। সেই সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর সালাফে ছালেহীনের পদাংক অনুসরণ, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণেরই অপর নাম হয়ে গেল। এই অনুসরণকারীদের নাম হয়ে গেল 'সালাফী', যারা সুন্নাতের পুনর্জীবন এবং বিদ'আতের অপনোদনে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করলেন।[১৯]

এজন্য হিজরী তৃতীয় শতকের ওলামায়ে কেরাম 'আস-সুন্নাহ' শিরোনামে বহু গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে আক্বীদা বিষয়ক আলোচনা এবং বিদ'আতীদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন সন্নিবেশিত হয়েছিল। যেমন- আহমাদ বিন হাম্বল সংকলিত 'উছূলুস সুন্নাহ', আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল, আবু বকর ইবনুল আছরাম, ইবনু আবী আছেম, মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল রচিত 'আস-সুন্নাহ', ইবনু জারীর ত্বাবারী রচিত 'ছরীহুস সুন্নাহ', ইমাম বারবাহারীর 'শারহুস সুন্নাহ' প্রভৃতি।

ইবনু রজব বলেন, পরবর্তীকালের অধিকাংশ বিদ্বান সুন্নাহ শব্দটি বিশেষভাবে আক্বীদার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। কেননা আক্বীদাই দ্বীনের মূল বিষয়। আর এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারীরা চরম বিপর্যয়ে নিমজ্জিত।[২০]

সুতরাং এই অর্থে সুন্নাত হ'ল বিদ'আতীদের বাতিল আক্বীদার বিপরীতে কিতাব ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত ছহীহ আক্বীদা। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, সুন্নাত হ'ল তা-ই যার অনুসরণ করা অপরিহার্য, যার অনুসারীরা প্রশংসিত এবং বিরোধীরা নিন্দিত। আর তা হ'ল আক্বীদা, ইবাদত এবং দ্বীনের অন্যান্য সকল বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর আচরিত নীতি। বিশুদ্ধ হাদীছসমূহে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কর্ম সম্পাদন কিংবা নিষেধাজ্ঞার যে বিবরণ জানা যায় এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণ যে নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তা থেকে সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।[২১]

সারকথা : সুন্নাতের উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে মুহাদ্দিছগণের গৃহীত সংজ্ঞাটিই সার্বজনীন। কেননা তা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে শামিল করে। পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরাম যারা সুন্নাতের সংকলন ও সংরক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন, সকলেই সুন্নাতকে মূলতঃ এই অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। তবে বিশেষ ব্যবহার হিসাবে অন্য অর্থগুলোও চালু রয়েছে।

(খ) জামা'আত :

الجماعة শব্দটির উৎপত্তি হ'ল الجمع মূলধাতু থেকে। অর্থ বস্তুসমূহের একত্রিকরণ।[২২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ 'আমি ব্যাপকার্থবোধক বাক্যসমূহ সহকারে প্রেরিত হয়েছি'।[২৩] অর্থাৎ এমন বাক্যসমূহ যাতে শব্দসংখ্যা কম, অর্থ ব্যাপক।

الجماعة শব্দের অর্থ বহু সংখ্যক মানুষ অথবা এমন এক দল মানুষ যারা একক লক্ষ্যে সংগঠিত।[২৪] এর দ্বারা মূলতঃ একটি ঐক্যবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ দল উদ্দেশ্য। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, জামা'আত হ'ল ঐক্যবদ্ধতা, যা বিচ্ছিন্নতার বিপরীত। তবে একটি ঐক্যবদ্ধ দলের জন্যই জামা'আত শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[২৫] এই অর্থেই আরবী الإجماع শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ঐক্যমত পোষণ করা। কোন মাসআলায় আলেমদের ঐক্যমতকে الإجماع বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থে জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্বাবারী পূর্বসূরীদের বেশ কিছু অভিমত একত্রিত করেছেন। আর তা হ'ল- (১) মুসলমানের মধ্যে বড় দল। (২) ফিরকায়ে নাজিয়ার মানহাজ তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের গৃহীত নীতির অনুসারী ইমাম ও বিদ্বানগণ। (৩) ছাহাবীগণ। (৪) কোন শারঈ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণকারী বিদ্বানগণ।[২৬] ইমাম শাত্বেবী অনুরূপ উল্লেখ করার পর পঞ্চম আরেকটি মত বৃদ্ধি করেছেন। তা হ'ল- মুসলমানদের জামা'আত, যখন তারা কোন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়।[২৭]

উপরোক্ত মতামতগুলি একত্রিত করলেযে অর্থ দাড়ায়, তা হ'ল- (১) এখানে জামা'আত অর্থ এমন দল, যেটি হক্বের অনুসারী এবং বিদ'আত পরিত্যাগকারী। এটা হ'ল সত্য পথ যার উপর পরিচালিত হওয়া এবং যার অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। এটাই হ'ল ছাহাবীগণ এবং তাদের পথের অনুসারীদের গৃহীত নীতি ও মানহাজ, যা 'মা আনা আলাইহে ওয়া আছহাবিহী' (আমি (রাসূল ও আমার ছাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত)-এর সঠিক রূপ। এই দলের অনুসারীর সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক, এদেরই অনুসরণ অপরিহার্য। এই সংজ্ঞা ইলমী বা বুদ্ধিবৃত্তিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللهِ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ 'জামা'আত হ'ল যা আল্লাহ্র আনুগত্যের অনুবর্তী হয়, যদিও তুমি একাকী হও না কেন'।[২৮] (২) জামা'আত হ'ল এমন দল যেটি কিতাব ও সুন্নাত মোতাবেক পরিচালিত একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। যাতে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থাকা অপরিহার্য এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, সুন্নাতের বিপরীতে কোন ঐক্যবদ্ধতা এখানে ধর্তব্য নয়। যেমন খারেজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য দলসমূহ। এই সংজ্ঞাটি রাজনৈতিক

১৯. *ড. ছুবহী ছালেহ, উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ৭-৯।*
২০. *ইবনু রজব, জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৩।*
২১. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।*
২২. *ইবনু ফারেস, মু'জামু মাক্বায়ীসীল লুগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৯।*
২৩. *মুসলিম হা/৫২৩।*
২৪. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।*
২৫. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭।*
২৬. *ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৭।*
২৭. *আশ-শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩।*
২৮. *হিবাতুল্লাহ আল-লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১।*

অর্থেই বেশী ব্যবহৃত হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহ্র বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত।[২৯]

মোদ্দাকথা উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, জামা'আত শব্দের মধ্যে মৌলিক কিছু উপাদান থাকা আবশ্যক। যেমন তাতে একতাবদ্ধ বহু সংখ্যক মানুষ থাকবে, তা ভ্রষ্টতা ও ধ্বংস হওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করবে এবং তা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। ওলামায়ে কেরাম 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' বলতে যে দলটিকে বুঝিয়ে থাকেন, তাতে উপরোক্ত সকল উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। *[চলবে]*

---

২৯. *ড. মুহাম্মাদ ইউসরী, ইলমুত তাওহীদ ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, পৃ. ২১-২২।*

নিঃসন্তান বন্ধ্যাদের জন্য সু-খবর

যে সমস্ত মহিলার গর্ভে সন্তান হয় না এবং সন্তান নেওয়ার আশায় বিভিন্ন চিকিৎসা করেছেন কিন্তু কোন ফল পাননি, তাঁদের হতাশার কারণ নেই। এখানে নিঃসন্তান বন্ধ্যাদের চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং অগণিত নিঃসন্তান দম্পতি কয়েক মাসের চিকিৎসাতেই সন্তান লাভ করতেছেন। সন্তানহীনারা অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। যারা স্তন, জরায়ু টিউমার কিংবা ক্যান্সারে ভুগছেন। সুফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

যোগাযোগ : ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
ডি,এইচ,এম,এস (ঢাকা); রেজিঃ নং-৫২৮৬
নিঃসন্তান বন্ধ্যা সমস্যার গবেষক ও চিকিৎসক (৩৯ বছরের অভিজ্ঞ)
কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।
মোবাইল: ০১৭১৮-৬৯০৫৭১, ০১৫৫৮-৭১৩৩০১।
বিঃদ্রঃ ডাকযোগেও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী

এখানে কেজি স্কুল, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ভোকেশনাল, বি.এম, উন্মুক্তসহ কুরআন শরীফ ও ইসলামী যাবতীয় বই সুলভ মুল্যে বিক্রয় করা হয়।
মোবাইল: ০১৮২৩-৫৫২০৮৯, ০১৯৪৭-২৬৩১৯৯, ০১৭৯৫-২৮০৫০১।

সমবায় সুপার মার্কেটের দক্ষিণ দিকে, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

স্কুল ও মাদরাসার সকল শ্রেণীর সাজেশন, মডেল টেস্ট, হ্যান্ডনোট, বুলেটিন পাওয়া যায়।

জিলানী ডেকোরেটর

এখানে বিবাহ, ওয়ালীমা, ইফতার মাহফিল, ওয়ায মাহফিল সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ ওয়াহিদ উদ্দীন (মুকুল)
নওদাপাড়া, টেক্সটাইল মোড় (বাইপাস সংলগ্ন আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল ০১৭৩৬-৯৮৯৩৮০, ০১৯৬০-৫৪৫৪৯১

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)
(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)
প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।
উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩ (বিকেল ৪টা - রাত ৮টা), E-mail : alawonbd@gmail.com

মেসার্স মায়ের দো'আ নার্সারী

প্রোপ্রাইটর : বায়েজিদ

- মোবাইল : ০১৭২৪-২৬৭৫২৪
- মোবাইল : ০১৯০৩-৪২৪৫৯০

আম, কুল, লিচু সহ সকল প্রকার ফুল ও ফল গাছের চারা পাওয়া যায়।

নওদাপাড়া, আম চত্বর (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর সামনে) বিমান বন্দর রোড, রাজশাহী।

Contents

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সাথে একটি শিক্ষণীয় বিতর্ক

*মূল (উর্দূ) : মির্যা হায়রাত দেহলভী**
*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ ***

[মির্যা হায়রাত দেহলভী (১৮৫০-১৯২৮খৃঃ) একজন প্রখ্যাত ভারতীয় আহলেহাদীছ বিদ্বান। যিনি শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ 'হায়াতে তাইয়েবা'-এর প্রণেতা ছিলেন। এটি শাহ ছাহেবের জীবনীর উপর কৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে তিনি শাহ ছাহেবের জীবনের নানা দিক-বিভাগ ও ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি একটি চিত্তাকর্ষক বিতর্কের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যেটি শাহ ইসমাঈল শহীদ এবং মাওলানা ফযলে হক্ব খয়রাবাদী (১৭৯৭-১৮৬১খৃঃ)-এর শিষ্যদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। বিতর্কটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মহোদয়ের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক উর্দূ থেকে অনুবাদ করে পাঠকদের উদ্দেশ্যে পত্রস্থ করা হ'ল।-অনুবাদক]

ফযলে হক খয়রাবাদীর পরিচয় :

মৌলভী ফযলে হক ছাহেবের পিতা মৌলভী ফযলে ইমাম ছাহেব একজন দরিদ্র মুসলমান ছিলেন। দরিদ্রতায় জর্জরিত থাকলেও তিনি ইসলামের হুকুম-আহকাম পালনে মোটামুটি অভ্যস্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি শিক্ষিতও ছিলেন। মৌলভী ফযলে হক ছাহেব একজন উচ্চ পর্যায়ের যুক্তিবাদী ছিলেন। এটা প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি যেভাবে মানতেকের কিতাব 'ছাদরা' পড়াতেন, শহরে তাঁর মত কেউই তা পড়াতে পারত না। এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছাত্রদের পড়ানোর ক্ষেত্রে এতটাই নিয়মতান্ত্রিক ছিলেন যে, অপরিহার্য নয় এমন সময়েও পড়াতে ভুল করতেন না। অর্থাৎ যখন তিনি লোকজনের মধ্যে অবস্থান করতেন তখনও সবক পড়াতে কার্পণ্য করতেন না। তিনি বড় মাপের সাহিত্যিক ও উঁচু দরের কবিও ছিলেন। এমনকি তাঁর নুকতাবিহীন অসংখ্য আরবী কাছীদাও রয়েছে। সেসব কাছীদার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটা অনুমান করা যায় যে, লেখক বা কবি একজন অনন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও প্রতিভার একটা বড় অংশ তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, অধিকাংশ কবিতা আরবদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দমুক্ত। আর কিছু নাহুবী বা ব্যাকরণগত ভুলও রয়েছে। অবশ্য কবিতার বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্বের ব্যাপারে কোন সমালোচনা নেই। আমরা এখানে সেই কবিতাগুলি লিখে দেখাতাম। কিন্তু যখন 'তেরাহ ছদী' (تیرہ صدی) বা '১৩শত শতাব্দী'[১] বইয়ে সকল হাশিয়া (যেগুলি মৌলভী ফযলে হক ছাহেব মানতেকের কিতাব সমূহের উপর আরোপ করেছিলেন) এবং কবিতাগুলির সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং মাওলানা সাইয়েদ আহমাদ রামপুরী যেগুলি বিন্যস্ত করেছেন, সেগুলি নিয়ে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

যাহোক এ কথা মানতেই হবে যে, মৌলভী ফযলে হক ছাহেব বিদ্যাবত্তা, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং উলূমে আরাবিয়াতে (মা'কূলাত) পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। আর এটাও প্রশংসনীয় ছিল যে, দরসী কিতাবসমূহ, গণিত, মানতেক (যুক্তিবিদ্যা) ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে তিনি এতটাই দক্ষ ছিলেন যে, স্বীয় মাযহাবের প্রতি ঝোঁক সত্ত্বেও তিনি তার সূক্ষ্মদর্শী ও উৎসাহী ছাত্রদের মন ভরিয়ে দিতেন। এটি প্রশংসার যোগ্য যে, মৌলভী ছাহেবের আধুনিক মন-মানসিকতা এবং তীক্ষ্ণ মেধা তাঁকে দ্বীনী আলেম হিসাবে সীমাবদ্ধ করেনি। বরং তার অনন্য যুক্তি দক্ষতা ও যুক্তিবাদী প্রজ্ঞা তাকে ইংরেজদের অধীনে চাকুরীতে নিয়োজিত করেছিল। হয়ত পূর্বে তিনি কোন পদে নিয়োজিত ছিলেন, তবে শেষাবধি তিনি সেরেস্তাদার (দফতরী) হয়েছিলেন। আর এই পদে থেকে তিনি এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি, দাপট ও ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন যা এ যুগে ডেপুটি কমিশনারের রয়েছে। তার বাড়ীতে দেন-দরবারের জন্য মানুষের ভীড় লেগে থাকত এবং সম্মান ও আয়েশের সাথে জীবন অতিবাহিত হ'ত। যদিও এটা প্রশংসনীয় যে, মৌলভী ছাহেব সরকারী কাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও ছাত্রদেরকে পড়াতেন এবং মৌলভী মুফতী ছদরুদ্দীনের মত নিজের অবসর সময়ের কিছু না কিছু অংশ ছাত্রদের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

শাহ ছাহেবের সাথে ফযলে হক খয়রাবাদীর দ্বৈরথ :

ফযলে হক খয়রাবাদীর জীবন-জীবিকা নিয়ে আমাদের সমালোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি মৌলভী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু (সমালোচনা এজন্য করতে হয় যে) ইংরেজ সরকারের চাকুরীজীবী হয়ে তিনি নিজেকে আলেমদের গণ্ডি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। লোকেরা যখন মাওলানা ইসমাঈল শহীদের বক্তব্য সমূহের উপর নতুন নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন এবং শহরে খামাখা সমালোচনার ঢেউ উঠল; তখন মৌলভী ছাহেবও সেদিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তিনিও তার সেরেস্তাদারীর মঞ্চ থেকে আল্লামা ইসমাঈল শহীদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়া পসন্দ করলেন। আমাদের বলার সুযোগ নেই যে, লোকজনের ছড়ানো গুজবের ব্যাপারে মৌলভী ছাহেবের কি ধারণা ছিল বা তিনি সাধারণ জনতার আজেবাজে কথাকে কতটুকু সঠিক মনে করতেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগের প্রথম পরীক্ষাটি আপতিত হয়েছিল শাহ ইসমাঈল শহীদের উপর। যিনি নিশ্চিতরূপে তাঁর উপর আরোপিত ঐ সকল

** শাহ ইসমাঈল শহীদ-এর জীবনীগ্রন্থ 'হায়াতে ত্বাইয়েবাহ'-এর লেখক।*
*** জুনিয়র গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, রাজশাহী।*
১. মৌলভী মরহূম আমীর আহমাদ ছাহেব মৌলভী ফযলে হক ছাহেবের গ্রন্থ সমূহ (হাশিয়া সমূহ), কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ের উপর ১৩শ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এবং এই পুস্তিকার নামকরণ করেছেন 'তেরাহ ছাদী' (১৩শত ভুল)। মাওলানা শিবলী নু'মানী এই বিশাল সংখ্যক অভিযোগের জবাব দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুযোগ হয়নি।

অপবাদ হ'তে পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন। নতুন নতুন ষড়যন্ত্র হ'তে লাগল। আর প্রতিদিন এ ব্যাপারে শলাপরামর্শ হ'তে লাগল যে, যেভাবেই হোক মওকামত ইসমাঈল শহীদকে অপমানিত করতে হবে। রেজিডেন্টের (ভারতে ব্রিটেনের রাণীর প্রতিনিধি) কর্ণকুহরেও এ কথা প্রবেশ করানো হ'ল যে, মাওলানা শহীদের ওয়াযের ফলে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতদসত্ত্বেও পরিবেশ ভালই ছিল। কেননা ফযলে হক খয়রাবাদী ছাহেবের ক্রোধ তখন ততটা উচ্চমাত্রার ছিল না। তিনি স্রেফ এটিকে একটি সাধারণ বিষয় মনে করে খুব একটা জোরও দিচ্ছিলেন না।

মুনাযারার সূচনা :

একদিন মাওলানা শহীদ যখন নিজ বাড়ীতে ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন তখন খয়রাবাদী ছাহেব কতিপয় ছাত্রকে বাহাছ করার জন্য পাঠান। তিনি তাদেরকে পাঠ্যপুস্তক সমূহের পৃষ্ঠাও দেখিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে এটাও শিখিয়ে দিলেন যে, যদি গণ্ডগোল বেঁধে যায় তবুও তোমরা থামবে না। আমি সব বন্দোবস্ত করব। বাহাছের জন্য আসা এই ছাত্রদের প্রধান ছিল আব্দুছ ছামাদ নামের একজন বাঙ্গালী। সম্ভবত ফযলে হক ছাহেবের ছাত্রদের মধ্যে সে অসাধারণ মেধাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। সে কখনো কখনো সম্মানিত ব্যক্তিদেরও কিছু মনে করত না। আল্লাহ প্রদত্ত তার মেধা ও বুঝানোর ক্ষমতা তাকে এতটা আলোড়িত করেছিল যে, সে বড় বড় ব্যক্তিদের ভুল ধরতেও সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা করত না। সংখ্যায় তারা আট-দশজন ছিল যারা মাওলানা শহীদের সাথে বাহাছ করতে এসেছিল।

আমরা বলতে পারি না যে, শাহ ইসমাঈল শহীদ তাঁর তর্কবাগীশ বন্ধু খয়রাবাদী সম্পর্কে কতটুকু ওয়াকিফহাল ছিলেন। তবে বিভিন্নভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে, শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে খয়রাবাদী ছাহেবই হ'লেন তার এক নম্বর বিরোধী।

যখন বাহাছকারী দলটি পৌঁছল তখন ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) বুখারী পড়াচ্ছিলেন। এই ছাত্ররা চুপচাপ বসে দরস শোনা এবং পড়ানো শেষ হওয়ার পর আলোচনা করার পরিবর্তে একটি ফিৎনামূলক কথা ছুঁড়ে দিল যে, 'আপনি আমাদের সাথে বাহাছ না করা পর্যন্ত কোন ছাত্রকে পড়াবেন না। আপনার কথায় জাহেলরা প্রভাবিত হয় এবং আপনাকে আলেম মনে করে আপনার কথা মেনে নেয়'।

এটা এমনই বেআদবীপূর্ণ ও অভদ্রচিত আক্রমণ ছিল যে, দুর্বল থেকে দুর্বলতম ব্যক্তিও ক্রোধে জ্বলে উঠবে। আর প্রিয় শহীদ তো তখনো যুবকই ছিলেন। অযাচিত এই হস্তক্ষেপে স্বভাবতই প্রিয় শহীদ ছাহেব মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত 'যে রাগ দমন করে ও ক্ষমা করে দেয়'- আয়াতটি তার রাগকে প্রশমিত করে দেয়। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীলতা ও নম্রতার সাথে এই জবাব দিলেন যে, 'আমি যে কাজ করছি তা সঠিকভাবে হোক বা না হোক, তোমাদের উচিত হ'ল চুপ থাকা। যখন আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব শেষ করব তখন তোমরা আমাকে যেকোন প্রশ্ন করতে পার'।

এই জবাব ধারণাতীতভাবে সংযত ছিল। এরপরও কিভাবে এটা সম্ভব ছিল যে, এই সংযত উত্তর তাদের প্রবল হিংসার আগুনকে হিমশীতল করে দিতে পারে? না পারেনি। তারা আরো কঠোরতার সাথে জবাব দিল যে, 'আমরা আপনাকে এই কাজ থেকে এজন্য বাধা দিচ্ছি যাতে মানুষ অন্ধকার ও গোমরাহীর মধ্যে পতিত না হয়। আর হানাফী হওয়ার কারণে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হ'ল, আমরা কখনো ঐ কাজ করতে দিব না। বিশেষ করে আমাদের চোখের সামনে, যাতে আল্লাহ্র দ্বীনে ফাটল সৃষ্টি না হয়'।

তাদের এই সীমাহীন উত্তপ্ত বাক্যবাণ ইসমাঈল শহীদের ছাত্রদেরকে উত্তেজিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। যদি উস্তাদের প্রভাববিস্তারী গলার স্বর তাদেরকে বাধা না দিত, তাহ'লে অবশ্যই মাথা ফাটাফাটি হয়ে যেত। আর সেই চড়া ও প্রভাব বিস্তারকারী আওয়াযটি ছিল এরূপ যে- তোমরা মোটেই ক্রুদ্ধ হবে না। তারা তো আমাকে কিছুই বলেনি। যতটা আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধীরা অভদ্র ভাষায় তাকে সম্বোধন করত। অথচ তিনি উফ শব্দটিও উচ্চারণ করতেন না। বরং তিনি এই দো'আ করতেন যে, 'আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন'। তোমরা কি সেই ঘটনাটি ভুলে গেছ যে, এক ঋণদাতা ইহূদী এসে রাসূল (ছাঃ)-এর চাদর ধরে টানাটানি শুরু করেছিল এবং এমন অভদ্র ভাষায় নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ঋণের টাকা চেয়েছিল যে, ওমর (রাঃ) এতে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'সে তো আমার চাদর টানল। তুমি কেন রেগে যাচ্ছ?'। ছাত্ররা এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে ঢেউ-তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় শান্ত হয়ে গেল। তারা মূর্তির মত স্বীয় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকের দিকে তাকাতে লাগল।

মুনাযারা[২] :

এরপর আল্লামা শহীদ (বাহাছ করতে আসা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে) বললেন, 'ভাইয়েরা! তোমাদের যা মন চায় প্রশ্ন কর'। তারা সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল, আমরা শুধু আপনার কাছে এটাই জানতে চাই যে, আপনি ইমাম আবূ হানীফাকে কেমন মনে করেন? তিনি বললেন, 'তাকে একজন যবরদস্ত ফক্বীহ এবং মুসলমানদের গর্ব মনে করি'।

ছাত্ররা : তাঁর ফিক্বহী মাসায়েল কি আপনি গ্রহণ করেন বা মানেন?

ইসমাঈল শহীদ : অধিকাংশই তো গ্রহণ করি। কিন্তু কিছু মাসআলা যেগুলি হাদীছে আছে...। তিনি কথা শেষ না করতেই তারা বলে উঠল যে, 'আপনি এতটাই বুঝেন যে, আপনি আবূ হানীফার কিছু ফিক্বহী মাসআলাকে অপসন্দ এবং অধিকাংশকে পসন্দ করার ইখতিয়ার রাখেন'?

ইসমাঈল শহীদ : না, কখনই না। আমি এটা দাবী করিনি। বরং এটা বলছি যে, ইমামে আযম (রহঃ)-এর কাছে যে

২. *'সার দিলী'-গ্রন্থের ৩৫৫ হ'তে ৪০১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই দীর্ঘ মুনাযারা বা সুওয়াল-জওয়াবের আলোচনাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে।*

হাদীছ পৌঁছেনি এবং যেখানে তিনি স্বীয় রায় বর্ণনা করেছেন আর তার বিপক্ষে হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হ'ল, আমরা নবীর হাদীছের উপর অগ্রণী হয়ে ইমামে আযম (রহঃ)-এর রায়কে গ্রহণ করব না।

ছাত্ররা : যারা এর বিপরীত কাজ করে তাদেরকে আপনি কি বলবেন?

ইসমাঈল শহীদ : এ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমি কোন কিছু চিন্তা করিনি। আমার ধারণা সঠিক হোক বা না হোক, এরপরও আমি এতটুকু বলতে চাই যে, তারা ঠিক কাজ করে না। কেননা ইমাম ছাহেব নিজেই বলেছেন, 'যদি আমার মতের বিপক্ষে কোন হাদীছ পাওয়া যায়, তাহ'লে তুমি আমার সেই মতকে মানবে না'।[৩]

ছাত্ররা : ইমামে ছাহেব কি হাদীছ জানতেন না?

ইসমাঈল শহীদ : জানবেন না কেন? কিন্তু সেসময় হাদীছ জালকরণের এমন গযবপূর্ণ সময় ছিল যে, লোকেরা তাৎক্ষণিকভাবে হাদীছ গ্রহণ করতে ভয় করত। সেকারণ তিনি অধিকাংশ মাসআলা রায়ের দ্বারা সমাধান করতেন।

ছাত্ররা : এর ফলে কি তিনি দোষী সাব্যস্ত হবেন?

ইসমাঈল শহীদ : না। আদৌ নয়। তিনি প্রত্যেকটি মিথ্যা অপবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। হ্যাঁ, যদি তিনি এটা বলতেন যে, ছহীহ হাদীছ পাওয়ার পরও তোমরা আমার কথার উপরই আমল করে যাবে তাহ'লে অভিযোগ করা যেত। কিন্তু যেহেতু তিনি এটা বলেননি সেহেতু কোনভাবে তার উপর যে অপবাদ আরোপ করবে, সে মিথ্যুক হিসাবে পরিগণিত হবে।

এই প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে এমন কোন কথা ছিল না যাতে বাহাছকারীদের বা প্রশ্নকারীদের চাহিদা পূরণ হয়নি। এতদসত্ত্বেও যেহেতু তখনও তাদের চক্ষু রাগে লাল হয়েছিল এবং তারা ক্রোধে থরথর করে কাঁপছিল, সেহেতু তারা অসংলগ্ন প্রশ্ন করতে লাগল।

ছাত্ররা : এমন মাসায়েলও কি আছে যেগুলিতে ইমাম ছাহেব অন্য তিনজন ইমামের উপর অগ্রাধিকার লাভ করতে পারেন?

ইসমাঈল শহীদ : এর জবাব প্রদানের জন্য আমি এখনও প্রস্তুত নই।

ছাত্ররা : তাহ'লে আপনার কিইবা জানা আছে? আপনি তো একেবারেই কিছু জানেন না।

ইসমাঈল শহীদ : আমি এখন পর্যন্ত নিজের বিদ্যাবত্তার দাবী করিনি। তোমরা আমাকে যেটা বলছ, সেটা পরিষ্কার তোমাদের বাড়াবাড়ি।

ছাত্ররা : বাড়াবাড়ি নয়। আমাদের মাযহাব এই যে, ইমামে আ'যম অন্য তিনজন ইমামের চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ। আর আমরা একে প্রমাণ করতে সক্ষম।

ইসমাঈল শহীদ : এমনটা হ'তে পারে। আর তোমরা তা প্রমাণও করতে পার। কিন্তু আমার কাছে যেহেতু চার জন সম্মানিত ইমামের যোগ্যতা পরিমাপক কোন মানদণ্ড নেই, সেহেতু কিভাবে আমি আমার মতামত দিতে পারি? আমি চারজনকেই সম্মান করা আবশ্যক মনে করি। আর এটাই আমার মাযহাব যে, তারা ইসলাম এবং মুসলমানের জন্য যা কিছু খিদমত করেছেন মহান আল্লাহ সেগুলির বড় পুরস্কার তো তাদেরকে দিয়েই থাকবেন। কিন্তু এর বিপরীতে আমাদের স্কন্ধে তাদের এতটাই ইহসান রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের উপর থাকবে যে, তারা এ থেকে বিমুক্ত হ'তে পারবেন না। তথা তাদের ইহসান সর্বদাই অব্যাহত থাকবে।

এটা শুনে ছাত্ররা চুপ হয়ে গেল। এখন তাদের বেশী কঠোরতা করারও সুযোগ থাকল না। আব্দুছ ছামাদ বাঙ্গালী সবার পক্ষ থেকে স্রেফ শিশুসুলভ অসংলগ্ন প্রশ্ন করছিল এবং দাঁতভাঙ্গা অথচ মনজয়কারী জবাব পাওয়ার পরও তার মন শান্ত হচ্ছিল না। সে ভাবতে ভাবতে ঐতিহাসিক প্রশ্নসমূহ করতে লাগল। সে বলল, 'আপনি বড় আলেম। আপনার বংশও বড়ই মর্যাদাপূর্ণ। আপনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। আপনি এটা তো বলুন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-কে ছিলেন? তিনি কোথায় থাকতেন? তিনি কোন্ কোন উস্তাদ-এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন? আর কারা কারা তাঁর ছাত্র ছিলেন? কিছুটা তো জানা হোক যে, আপনি ইমামদের সম্পর্কে কতটুকু অবগত।

আল্লামা শহীদ : (মুচকি হাসির ভঙ্গিতে) এই দীর্ঘ আলোচনা করার জন্য তুমি আমাকে অযথা কষ্ট দিচ্ছ। বইপত্রে এর বিশদ বিবরণ পড়ে রয়েছে। সেগুলি দেখলে এসবের বিবরণ সব খুব সুন্দরভাবে জানা যাবে।

ছাত্ররা : ক্রুর হাসি হেসে তারা বলল, আমরা তো জানিই যে, বইপত্রে সবকিছু লেখা আছে। আমরা তো এটা দেখতে চাই যে, আপনিও কিছু জানেন কি-না। নাকি এমনিতেই আমরা আপনার মিথ্যা ইলমের প্রশংসা শুনি।

ইসমাঈল শহীদ : (জোরালো হাসি দিয়ে বললেন) তোমরা যদি আমার পরীক্ষা নিতে এসে থাক তাহ'লে তোমাদেরকে প্রথমেই পুরস্কারের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিৎ। কেননা আমি যদি তোমাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই তাহ'লে তোমাদেরকে অবশ্যই পুরস্কার দিতে হবে। আর যদি তোমরা স্রেফ উপকৃত হওয়ার জন্য জানতে চাও, তাহ'লে তোমাদের এত কঠোর হওয়া উচিৎ হচ্ছে না। এভাবে কঠোরতার সাথে বাতচিৎ করা ছাত্রদের আচরণ নয়।

মাওলানা শহীদের এই বক্তব্য আব্দুছ ছামাদ বাঙ্গালীকে ঘাবড়িয়ে দিল। এবার সে কিছুটা লজ্জিত হ'ল। কিন্তু তার মনের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হচ্ছিল। এজন্য সে নিজের যিদ ও প্রশ্ন করা হ'তে বিরত হচ্ছিল না। তবে সে অনেক নরম হয়ে গেল এবং মাওলানা শহীদের নম্র আচরণ তার মনে

---

৩. *ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মূল বক্তব্যটি হ'ল, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'। দ্রঃ ইবনু আবেদীন, শামী হাশিয়া রাদ্দুল মুহতার ১/৬৭; আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৩০।-অনুবাদক।*

ধরল। অতঃপর তার এই সাহস হ'ল না যে, সে (মাওলানা শহীদকে) বলবে, আমি আপনার পরীক্ষা নিতে এসেছি। বরং তখন সে কিছুটা নম্রস্বরে বলল, আচ্ছা ইস্তেফাদার জন্যই আপনি আমার প্রশ্নগুলির জবাব দিন।

ইসমাঈল শহীদ : এতে কোন সমস্যা নেই। অত্যন্ত আনন্দচিত্তে আমি তোমাদের আদেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত আছি। এ কথা বলে তিনি সেসব ঐতিহাসিক প্রশ্নগুলির জবাব দিতে লাগলেন।

তিনি বললেন, ইমাম আবূ হানীফার আসল নাম নু'মান। উপনাম আবূ হানীফা। উপাধি 'ইমামে আ'যম'। তার বংশপরিক্রমা এরূপ- 'নু'মান বিন ছাবেত যূতী বিন মাহ বিন আসকার বিন খুফইয়ান ইবনু শাহ। তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছাবেত প্রথমে হযরত আলী (রাঃ)-এর খেদমতে কূফায় হাযির হন। অনারবী উপঢৌকন ছাড়া তিনি ডিমের অমলেট নিজের বাবুর্চি দ্বারা রান্না করিয়ে আলী (রাঃ)-এর খেদমতে পেশ করেন। হযরত আলী (রাঃ) ডিমের অমলেট এবং অনারবী উপঢৌকন পেয়ে খুব খুশী হন এবং ছাবেতের কল্যাণের জন্য দো'আ করেন। যখন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বড় হ'লেন তখন তিনি ইমাম শা'বী (রহঃ)-এর উৎসাহে ইলম অর্জনের প্রতি মনযোগী হন। এটি খুব জটিল আলোচনা যে, তিনি নিজ চোখে কোন ছাহাবীকে দেখেছিলেন এবং তাবেঈ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন কি-না। যেহেতু আমি এ বিষয়ে সমালোচনা করতে চাই না সেহেতু ইতিহাসের গ্রন্থ সমূহের উপর নির্ভর করে এটা বলতে পারি যে, তিনি শৈশবকালে ছাহাবী আনাস (রাঃ)-কে দেখেছিলেন। যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম ছিলেন। ইমাম ছাহেবের শৈশব ও তারুণ্যের সময়টা একটি দুর্যোগপূর্ণ সময় ছিল। এমন সময় বিভিন্ন কারণে তিনি ইলমে কালামের দিকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু সঙ্গী-সাথীর উৎসাহে হাম্মাদ (রহঃ)-এর দরসের হালাকায় শামিল হয়েছিলেন। হাম্মাদ ১২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বস্তুত তখনও আবূ হানীফা হাদীছ শাস্ত্রে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেননি। এরপরও তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সমকালীন প্রয়োজনীয় ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েল যাচাই-বাছাই করতেন।

এরপর তিনি কাতাদা (রহঃ)-এর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সালমান ও সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ)-এর কাছে হাদীছ পড়েন। সুলায়মান ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের অন্যতম হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর গোলাম এবং মদীনার সাতজন ফকীহ্র মধ্যে তিনি স্বীয় জ্ঞান-গরিমায় দ্বিতীয় স্থানে। এরপর বৈরূত শহরে (যেটি দামেশকের বন্দরে অবস্থিত) তিনি আওযাঈর নিকট হাদীছের দরস গ্রহণ করেন। এরপর হযরত ইমাম বাকের (রহঃ)-এর দরসের মজলিসে অংশগ্রহণ করার বড় সৌভাগ্য অর্জন করেন। যখন তিনি ব্যাপক প্রসিদ্ধি অর্জন করলেন এবং তার হাযার হাযার ছাত্র তৈরী হয়ে গেল তখন কূফার গভর্ণর ইয়াযীদ বিন হুবায়রা তাকে সেরেস্তাদার এবং অফিসার নিয়োগ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ইয়াযীদ তাকে অনেক বুঝান এবং মৌখিকভাবে ধমক দেন। কিন্তু তিনি তার অস্বীকৃতির উপরই অটল থাকেন। নিরাশ হয়ে গভর্ণর তাকে বেত্রাঘাত করেন। অনন্তর তিনি বেত্রাঘাত খেয়েও অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের উপরই অবিচল ছিলেন। প্রতিদিন ইয়াযীদ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-কে তার সামনে ডেকে পাঠাতেন এবং সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণের কথা বলতেন এবং অন্য পাশে বেত রেখে দিয়ে বলতেন, 'এই দায়িত্ব গ্রহণ কর। নতুবা বেত মওজূদ রয়েছে'। তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) বলতেন, 'আমি যখন অস্বীকার করেছি তখন আমাকে মেরে ফেললেও আমি (এই দায়িত্ব) গ্রহণ করব না। আমার দ্বারা এটা কখনোই হবে না যে, তুমি একজন মুসলিমকে হত্যা করার হুকুম দিবে এবং আমি তাতে সীলমোহর মেরে দিব'। যখন তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন তিনি (গভর্ণর) ইমাম ছাহেবকে ছেড়ে দিলেন। তিনি মুক্তি পাওয়া মাত্রই মক্কা মু'আয্যামায় চলে যান এবং ১৩৭ হিজরী পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। বরং এ মর্মে একটি বর্ণনাও এসেছে যে, তিনি ৩৮ বছর সেখানেই অতিবাহিত করেন।

যখন ১৩২ হিজরীতে বনূ উমাইয়া বংশের শাসন শেষ হয়ে যায় এবং শাসনক্ষমতা রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধরদের হাতে আসে তখন আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ প্রথম শাসক হন। তিনি খুবই কম সময় শাসনকার্য পরিচালনার পর মৃত্যুবরণ করেন।

তারপর তার ভাই মানছূর খেলাফতের আসনে আসীন হন। কিন্তু তিনি কূফার পরিবেশ খেলাফতের প্রতিকূল দেখে বাগদাদে নতুন রাজধানীর ভিত্তি স্থাপন করেন। মানছূরের সাথে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর কঠিন শত্রুতা ছিল। তিনি তাকে হত্যা করতে চাইতেন। শত্রুতার কারণ স্রেফ এটা ছিল যে, তিনি ইবরাহীমের পরিচালিত বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম ছাহেব মানছূরের এই খুনী মনোভাব সম্পর্কে অনবগত ছিলেন না। যখন তিনি এটা দেখলেন যে, মানছূর বাগদাদে চলে গিয়েছেন তখন তিনি মক্কা হ'তে কূফায় চলে আসেন। কিন্তু মানছূর তার রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তর করলেও কূফায় তার হুকূমত চলছিল। তিনি দ্রুত আবূ হানীফাকে বাগদাদে ডেকে পাঠান এবং শহরে প্রবেশের পরের দিনই দরবারে হাযির হওয়ার হুকুম দেন। দরবারে রবী' নামক একজন ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফাকে নিয়ে আসলেন। তিনি দারোয়ান ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে দরবারে পেশ করার সময় তিনি বলেছিলেন, 'ইনি বর্তমানে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আলেম'। মানছূর তাঁকে হত্যা করার ছুতো খুঁজছিলেন। কিন্তু এরপরও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতাসূলভ মানসিকতা তাকে ইমাম আবূ হানীফার ইলমের কদর করতে বাধ্য করে। এজন্যই তিনি

তাকে বিচারক পদ গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন'।

ইমাম ছাহেব দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বললেন যে, 'আমি এই পদে আসীন হওয়ার যোগ্যতা রাখি না'। মানছূর ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং বললেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ'। ইমাম ছাহেব বললেন, 'যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহ'লে আমার কাযী হওয়ার যোগ্যতা না থাকার দাবী সত্য। কেননা মিথ্যুক ব্যক্তি কাযী হিসাবে নিয়োগ পেতে পারেন না'। অতঃপর ইমাম ছাহেব অনেকগুলি কারণ বর্ণনা করলেন যে, 'এই কারণগুলির জন্য আমি কাযীর পদ গ্রহণ করতে পারি না'। মানছূর কসম খেয়ে বললেন, 'অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে'। এর জবাবে ইমাম ছাহেবও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কসম খেয়ে বললেন, 'আমি কস্মিনকালেও এই দায়িত্ব গ্রহণ করব না'। রবী' রেগে গিয়ে কাঁপতে লাগলেন এবং উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন যে, আবূ হানীফা! তুমি আমীরুল মুমিনীনের বিপরীতে কসম খাচ্ছ! ইমাম ছাহেব জবাব দিলেন, হ্যাঁ। কেননা আমীরুল মুমিনীনের আমার চেয়ে কসমের কাফফারা আদায় করা অনেক সহজ।

যখন এই প্রত্যুত্তর আসল তখন মানছূর তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন। চার বছর তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৫০ হিজরীর ১৯শে রজব তিনি কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম আবূ হানীফার যদিও অসংখ্য ছাত্র ছিল। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত।

মাওলানা ইসমাঈল শহীদ এ পর্যন্ত পৌঁছতেই আব্দুছ ছামাদ তার পায়ে পড়ল। সে কঠোরতার সাথে যা কিছু বলেছিল, সেজন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইল। সে তাঁর কঠিন ভক্ত হয়ে গেল। আর তার সাথে যারা এসেছিল সবাই তাঁর (শহীদ) আনুগত্য কবুল করল। মৌলভী ফযলে হক খয়রাবাদী ছাহেব যখন এ ঘটনা জানলেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হ'লেন এবং তিনি মাওলানা ইসমাঈল শহীদকে কষ্ট দেয়ার জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা আঁটা শুরু করলেন।[৪]

৪. *হায়াতে তাইয়েবাহ (লাহোর : ১৯৫৮, ৩য় সংস্করণ), পৃঃ ৯৮-১১১।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম

রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।

দীর্ঘ ৪১ বছর ধরে দক্ষতা ও সুনামের সাথে আপনাদের পাশে

এম এন টেইলার্স
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট (২য় তলা), রাজশাহী। ফোন- (০৭২১) ৭৭৫৭৭৫

তাবলীগী ইজতেমা'১৯ সফল হোক

'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

আমাদের সেবাসমূহ

★ ক্বওমী-আলিয়া ★ স্কুল-কলেজ ★ ভার্সিটি, চাকুরী বিষয়ক বই ★ সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক। ★ দেশী-বিদেশী আতর, টুপি ও জায়নামায প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

১ম শাখা : রাণী বাজার, (মাদরাসা মার্কেটের উত্তর গলি), রাজশাহী। ওয়াডার : ০১৭০৮-৫২৪৫২৫।

২য় শাখা : সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী। মোবাঃ ০১৭৩৭-১৫২০৩৬।

অভিযোগ : ০১৭৩০৯৩৪৩২৫

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৯ সফল হোক!

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল

তিন তারকা মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল। রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মানদীর বাম তীর সংলগ্ন গণকপাড়া সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এ অবস্থিত।

(১) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কক্ষ (২) ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও সিকিউরিটি (৩) কম্প্লীমেন্টারী সকালের নাস্তা ও দৈনিক নিউজ পেপার (৪) সিকিউরিটি ক্যামেরা (৫) ইন্টারনেট সার্ভিস (৬) জেনারেটর দ্বারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ (৭) জরুরী চিকিৎসা (৮) মানি চেঞ্জিং ও সেফটি লকার (৯) রেস্টুরেন্ট (১০) কনফারেন্স হল (১১) হোটেলের নিজস্ব পরিবহণ (১২) রুফটপ গার্ডেন ও সানবার্থ (১৩) কার পার্কিং (১৪) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (১৫) লন্ড্রি সার্ভিস (১৬) সেলুনের বিশেষ ব্যবস্থা (১৭) ভিসা/ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্টের ব্যবস্থা (১৮) হোটেল থেকে ভ্রমণের সুব্যবস্থা (১৯) ড্রাইভার এ্যাকোমেডেশন।

ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৫৬২৫, মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

আবহাওয়া দূষণ রোধে সবুজ উদ্ভিদ

বিদ্যমান উন্নয়ন ধরন (উৎপাদন, আহরণ, প্রবৃদ্ধি, ভোগ) দিয়ে বিশ্ব এক মহাবিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে রক্ষা পেতে গেলে উন্নয়নের ধারার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ কার্বন-নিঃসরণমুখী উন্নয়ন করে না। চীন নিজ দেশে এখন উন্নয়নের ধরনে কয়লাকেন্দ্রিকতা কমাচ্ছে, কিন্তু বাড়াচ্ছে আফ্রিকায়। ভারত তার প্রতিবেশী দেশসমূহে এবং আফ্রিকায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বেশী উৎসাহী। উদ্দেশ্য, নিজ দেশে কার্বন-নিঃসরণের মাত্রা কমানো। কিন্তু বিশ্ব, সমুদ্র, নদী, বায়ুমণ্ডল সব তো অভিন্ন। যেখানেই ক্ষতি হোক না কেন তা সবার কাছেই গিয়ে পৌঁছাবে। আমাদের পৃথিবীটা এক দিনে উষ্ণ হয়নি। এর পেছনে তেল, কয়লাসহ জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের উচ্চমাত্রা শুধু নয়, মুনাফাকেন্দ্রিক উৎপাদন ও ভোগের নির্বিচার বৃদ্ধিও যুক্ত। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি উপাদান হ'ল সমরাস্ত্র খাতের ভয়ংকর বিকাশ। মানুষ ও পরিবেশকে ভয়াবহভাবে খুন করার যাবতীয় আয়োজন হয় এই খাতের প্রয়োজনে; নিত্য নতুন গবেষণা, বিনিয়োগ এবং উত্তেজনা-সংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে। প্যারিস ঘোষণায় জলবায়ু বিপর্যস্ত দেশগুলোকে ১০ হাযার কোটি ডলার অর্থ যোগান দেওয়ার একটা অনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে। এই সঙ্গে এই অঙ্কটাও মাথায় রাখা দরকার যে, বিশ্বে প্রতিবছর সমরাস্ত্র খাতে খরচ হয় এর ১০ গুণ বা ১০ লাখ কোটি ডলারেরও অধিক অর্থ। যার প্রতিটি টাকা মানুষ ও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রকৃতি সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও, গড়ে প্রতি মিনিটে পৃথিবীর বুক থেকে ২১ হেক্টর বনভূমি আমরা উজাড় করছি; ৩৫,০০০ টন পেট্রোলিয়াম পোড়াচ্ছি; ১২,০০০ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশিয়ে দিচ্ছি; ৫০,০০০ টন উর্বর পরিমৃত্তিকা বাতাস অথবা পানিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বে প্রতি ঘণ্টায় ৬৮৫ হেক্টর ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে, ৫৫ জন মানুষ কীটপতঙ্গ নাশক দ্রব্যাদিজাত বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে; ৬০ জন মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। জৈব পরিবেশের বিনষ্টের কারণে আগামী ২০২০ সাল নাগাদ প্রতি ২০ মিনিটে ১টি করে প্রাণী পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। এছাড়াও প্রতিদিন ২৫,০০০ মানুষ পানির অভাবে মারা যায়, ৩৬০টি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে ১০ টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়, উত্তর গোলার্ধে এসিড বৃষ্টির কারণে ২,৫০,০০০ টন সালফিউরিক এসিড নির্গত হয়, প্রায় ১৪০টি প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে, প্রায় ১,৪০,০০০ নতুন যানবাহন পথে নামছে, অশোধিত ১২,০০০ ব্যারেল খনিজ তেল মহাসাগরের পানিতে মিশছে এবং এসবই মানুষের ভোগের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

প্রকৃতি হচ্ছে বিনাশযোগ্য অসংখ্য উপাদানের সমষ্টি। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা আছে। কিন্তু তা মানুষের আগ্রাসী ভূমিকার কারণেই নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনে আরও অবনতি হয়েছে। পাশাপাশি যুদ্ধ, সহিংসতা, দখল ও গণহত্যায় বিশ্বের মানবিক পরিবেশ আরও অবনতির শিকার হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, বেড়েছে বঞ্চনা আর অনিশ্চয়তাও। সেজন্য দুনিয়াজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন এখন সন্ত্রাসীর মতোই বড় একটি বিপদ।

বাংলাদেশের সীমিত জমি, তারপরও রেন্ট-সিকারদের আওতায় যাচ্ছে বন-জঙ্গল, পাহাড়, জলাভূমি, বিল-খাল এমনকি নদী। খোদ রাজধানীতে বুড়িগঙ্গা, পাশে তুরাগ, বালু নদীর একই দৃশ্য। জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট কারণে নদী ও তার পরিবেশ বিপন্ন হ'লে বাংলাদেশের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে। নদী হারানোর সর্বনাশ ১/২ বছরে, ১/২ দশকে বোঝা যায় না। অথচ এই নদীর পরিবেশ বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের অস্তিত্বের অবলম্বন। এগুলো কেবল নদী নয়, আমাদের সবার, দেশ ও মানুষের প্রাণ। প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে পৃথিবীর প্রতিটি উদ্ভিদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশিক মূল্য রয়েছে। যেমন একটি পরিপক্ক উদ্ভিদ প্রায় ৩১,৫০০ ডলার মূল্যের অক্সিজেন উৎপাদন করতে পারে; প্রায় ৬২,২০০ ডলার মূল্যের বায়ু দূষণ রোধ করতে পারে; প্রায় ৩৭,৫০০ ডলার মূল্যের পানিকে বিভিন্ন প্রকারের দূষণ হ'তে রক্ষা করতে করে এবং ৩১,৫০০ ডলার মূল্যের ভূমি দূষণ রোধ করতে পারে। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচী বা ইউএনইপি থেকে বলা হয়েছে, টেকসই উন্নয়নের জন্যে একটি শহরের মোট ২৫% উন্মুক্ত ভূমি থাকা প্রয়োজন। সাধারণত এই উন্মুক্ত ভূমি বলতে সবুজ এবং জলজ ভূমির একটা সহাবস্থানকে বোঝায়। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের ১.৭৪% আসে সবুজ বনজসম্পদ হ'তে। একটি সবুজ উদ্ভিদ- তার পরিচয় ব্যতিরেকেই উগান্ডাতে যে ভূমিকা পালন করছে- কাতারেও সেই একই ভূমিকা রাখছে। যেমন মানুষের খাদ্য হওয়া, পশু পাখির আশ্রয়স্থল; বায়ু, পানি, শব্দ এবং মাটি দূষণ রোধ এবং সর্বোপরি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। এজন্য উদ্ভিদ বপনের কোন বিকল্প নেই ।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের দীর্ঘ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছে যে, আমরা এমন এক বিশ্ব কল্পনা করি, যেখানে প্রতিটি দেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ভোগ করবে এবং সবার জন্য শোভন কাজের নিশ্চয়তা থাকবে। এমন এক বিশ্ব, যেখানে ভোগ ও উৎপাদনের ধরন এবং সব প্রাকৃতিক সম্পদ বাতাস থেকে জমি, নদী, ভূগর্ভস্থ পানি থেকে সাগর মহাসাগর ব্যবহারের ধরন হবে টেকসই। আমরা এমন এক বিশ্ব কল্পনা করি, যেখানে গণতন্ত্র, সুশাসন ও আইনের শাসনের সঙ্গে সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষা হবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র ও ক্ষুধার নিরসন ঘটবে। এমন এক বিশ্ব, যেখানে উন্নয়ন ও প্রযুক্তির ব্যবহার হবে জলবায়ু সংবেদনশীল, যেখানে জীববৈচিত্র গুরুত্ব পাবে। এমন এক বিশ্ব, যেখানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় করে বাঁচবে এবং যেখানে বন্য প্রাণী ও অন্যান্য জীবিত প্রজাতি রক্ষা পাবে। প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি হ'তে দেশের বিপর্যয় কমাতে বাতাস, পানি, মাটি ও খাদ্যের অর্থনীতির সাথে পরিবেশ নিরাপত্তার সমন্বয় করতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

আলো ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং, ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং সর্বপ্রকার খাবার সরবরাহ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৯ সফল হোক

রাণীবাজার (ভাংড়িপট্টির সন্নিকটে)
রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-১১৭০৬৮

দুর্নীতি ও ঘুষ : কারণ ও প্রতিকার

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

উপক্রমণিকা :

দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্পের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার প্রধান অন্তরায় হ'ল দুর্নীতি। এমন কোন সেক্টর নেই যা দুর্নীতির হিংস্র থাবায় আক্রান্ত হয়নি। এক কথায় বলতে গেলে দুর্নীতি দেশ ও সমাজকে অক্টোপাসের ন্যায় আঁকড়ে ধরে আছে। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হ'ল- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত টানা পাঁচ বার বিশ্বের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে পরিচিত লাভ করা।[১] যা জাতির জন্য ছিল চরম অবমাননাকর। পরবর্তীতে দুর্নীতির সূচকে অন্যান্য দেশ এগিয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ এক নম্বরে না থাকলেও দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশের পয়েন্ট আগের মতই আছে। ফলে বাস্তবতা হ'ল দুর্নীতি আগের চেয়েও বহুগুণ বেড়ে গেছে।

ঘুষ দুর্নীতির অন্যতম অনুসঙ্গ। ঘুষ আদান-প্রদানকে 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪'-এ দুর্নীতির ধারাসমূহের মধ্যে এক নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] এ থকে প্রতীয়মান হয় যে, ঘুষ দুর্নীতির সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম অনুসঙ্গ। মহান আল্লাহ দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যের সম্পদ গ্রাস করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন *(নিসা ৪/২৯)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন'।[৩] কেননা ঘুষের মাধ্যমে অন্যের অধিকার হরণ করা হয়, অন্যের প্রতি যুলুম করা হয়। আর এতে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বস্তরে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তাই প্রতিটি নাগরিকের উচিত ঘুষ-দুর্নীতির প্রকৃতি, কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। এ প্রবন্ধে উক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

দুর্নীতির পরিচয় ও প্রকৃতি :

'দুর্নীতি' শব্দটি নেতিবাচক শব্দ। এটি ইতিবাচক শব্দ 'নীতি' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে 'দুর্নীতি' হ'ল- নীতিবিরুদ্ধ, কুনীতি ও অসদাচরণ।[৪] সংসদ অভিধানে বলা হয়েছে, 'দুর্নীতি' হ'ল কুনীতি, কুরীতি, ন্যায় ও ধর্ম-বিরুদ্ধ আচরণ ও নীতি বিগর্হিত কর্মকাণ্ড।[৫] এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল Moral degeneration, a Malpractice, a Corruption, Perversion, Wickedress etc.[৬]

Social Work Dictionary-তে Corruption তথা দুর্নীতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Corruption is in political and public service administration, the abuse of office for personal gain usually through bribery, extortion, influence pedding and special treatment given to some citizens and not to others. 'রাজনৈতিক ও সরকারী প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব বা ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অফিস-আদালতকে ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য অপব্যবহার করাকে বুঝায়'।[৭]

Oxford Advanced Learners Dictonary-তে এসেছে, Willing to use their power to do dishonest or illegal things in return money or to get an advantage. 'ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ ক্ষমতা, অর্থ প্রাপ্তি বা কোন অবৈধ সুযোগ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অসৎ বা কোন অসঙ্গত কাজে ব্যবহার করাকে বলা হয় দুর্নীতি'।[৮]

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এ নিম্নোক্ত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সমূহকে দুর্নীতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১। ঘুষ আদান-প্রদান ২। সরকারী কর্মচারীকে অপরাধে সহায়তা করা ৩। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোন মূল্যবান বস্তু বিনামূল্যে গ্রহণ (ধারা ১৬৫) ৪। কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রদর্শন ৫। কোন সরকারী কর্মচারীর বেআইনীভাবে কোন ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত হওয়া ৬। কোন ব্যক্তিকে শাস্তি বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্য করা ৭। অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র প্রস্তুত (ধারা ২১৮) ৮। অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ (ধারা ৫০৩) ৯। মৃত্যুকালে আত্মসাৎকরণ (ধারা ৪০৪) ১০। অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ (ধারা ৪০৫) ১১। অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করা (ধারা ৪২০) ১২। নথি জালকরণ (ধারা ৪৬৬) ১৩। খাঁটি দলীলকে জাল হিসাবে ব্যবহারকরণ (ধারা ৪৭১) ১৪। হিসাব বিকৃতিকরণমূলক কর্মকাণ্ড (ধারা ৪৭৭-ক) ১৫। দুর্নীতিতে সহায়তা করা, ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা ইত্যাদি।[৯]

---

১. *ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃঃ ৪১১।*

২. *ড. মোঃ আনছার আলী খান, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন (ঢাকা : ১ম প্রকাশ ২০০৪), পৃঃ ১১।*

৩. *আবূদাঊদ হা/৩৫৮০; তিরমিযী হা/১৩৩৭; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; আহমাদ হা/৬৫৩২; ইরওয়া হা/২৬২০; ছহীহুল জামে' হা/৫১১৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২১১।*

৪. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৫শ' মুদ্রণ, ২০১২), পৃঃ ৬১৪।*

৫. *সংসদ অভিধান (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ ১৯৮৭), পৃঃ ৩৩৯।*

৬. *Samsad Bengali-English Dictionary (Calcuta : Shahitya Samsad, 1988), p. 443.*

৭. *Upendranath Tagor, Corruption in Ancient India. গৃহীত : মো. আতিকুর রহমান, বাংলাদেশে প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি (ঢাকা : আল-কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃঃ ৩৩৫।*

৮. *A.S. Horn by, Oxford advanced Learners Dictonary (New York : Oxford University press. 1993), P. 244.*

৯. *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪, পৃঃ ১১-১২।*

ঘুষের পরিচয় ও প্রকৃতি :

আভিধানিক অর্থে ঘুষ হ'ল- উৎকোচ, অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিক, bribe.[১০] ঘুষের আরবী প্রতিশব্দ হ'ল الرِّشْوَةُ (আর-রিশওয়াতু)।[১১] যার অর্থ ঘুষ, উৎকোচ।[১২]

পারিভাষিক অর্থ – مَا يُعْطى لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ أَوْ إِبْطَالِ حَقٍّ 'যা কোন ন্যায্য অধিকার (হক্ব)-কে বাতিল করার জন্য অথবা কোন বাতিল (নাহক্ব)-কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রদান করা হয় তাই ঘুষ'।[১৩]

ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, الرشوة هي ما يرفع من مال إلى ذي سلطان أو وظيفة عامة ليحكم له أو على خصة بما يريد هو أو ينجز له عملا أو يوخر لغريمه عملا وهلم جرة– 'ঘুষ (রিশওয়াত) ঐ বস্তু, যা কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তি অথবা অন্য কোন সাধারণ কর্মচারীকে দেয়া হয়ে থাকে, যাতে তিনি ঘুষদাতার পক্ষে অথবা তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফায়ছালা প্রদান করেন অথবা তার জন্য অন্যায়ভাবে কোন কাজ সম্পাদন করে দেন বা তার প্রতিপক্ষের জন্য কোন কাজকে বিলম্বিত করে দেন ইত্যাদি'।[১৪]

দুর্নীতির ধরন :

দুর্নীতি একটি চলমান অপরাধ। বাংলাদেশের এমন কোন সেক্টর পাওয়া যাবে না যেখানে দুর্নীতি নেই। এককথায় বলতে গেলে দেশের প্রতিটি সেক্টর আপাদমস্তক দুর্নীতিতে জর্জরিত। তবে একেক সেক্টরের দুর্নীতির ধরন একেক রকম। নিম্নে কতিপয় ক্ষেত্রের বর্ণনা পেশ করা হ'ল।-

১. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে :

উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণ। বর্তমানে এর রকমারী উপনাম রয়েছে। যেমন- বখশিশ, হাদিয়া, হাত খরচ, অফিস খরচ, চা-পান খরচ, মিষ্টি খাওয়ার টাকা, বসকে খুশি ইত্যাদি। এগুলো না দিলে ফাইল চলে না, ফাইলে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি ধরা পড়ে। এছাড়াও রয়েছে সরকারী অর্থ অপচয় ও আত্মসাৎ। স্বজনপ্রীতি, আপনজনকে পদোন্নতি বা বদলী, বিদেশে ট্রেনিং-এর সুযোগ প্রদান ইত্যাদি।

নিয়োগ বাণিজ্য, মিথ্যা ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, ব্যক্তি স্বার্থে নিয়োগবিধি ইচ্ছা মাফিক পরিবর্তন-পরিবর্ধন, অন্যায় সেবা দান, দালাল চক্রের মাধ্যমে সেবা দান, অধীনস্তদের নিকট থেকে মাসোহারা গ্রহণ ইত্যাদি।

২. আইন-শৃংখলার ক্ষেত্রে :

নিরপরাধ মানুষকে গ্রেফতার, গ্রেফতার ও ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়। বিভিন্ন সেক্টর থেকে চাঁদা আদায়, অর্থের বিনিময়ে বা সরকারী দলের লোক হওয়ায় অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া বা গ্রেফতার না করা, অপরাধীকে অপরাধ করার সুযোগ দেয়া, আদালতে অসত্য বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা, ৪৪ ধারায় গ্রেফতার করে পূর্বের বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখানো, নিরপরাধ জানা সত্ত্বেও রিমাণ্ডের নামে অমানবিক নির্যাতন, নিরপরাধ মানুষের পকেট, গাড়ী, বাড়ী বা প্রতিষ্ঠানে মাদক বা অস্ত্র রেখে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে গ্রেফতার করা ইত্যাদি। ২০১৭ সালের টিআইবির জরিপে দেশের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্তরি ভাগ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে। তাদের দুর্নীতির পরিমাণ ৭২.৫%।[১৫]

৩. শিক্ষা খাতে :

ইংরেজীতে বলা হয়, Education is the backbone of a nation. 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। মেরুদণ্ডহীন প্রাণী যেমন দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। কিন্তু সে শিক্ষা হ'তে হবে নৈতিক শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বলা হয়ে থাকে, নৈতিকতাহীন শিক্ষা কুশিক্ষার নামান্তর। উদ্বেগের বিষয় হ'ল, দেশের শিক্ষাখাত ঘুষ-দুর্নীতি তথা অনৈতিকতায় জর্জরিত। এটি গোটা জাতির জন্য অশনি সংকেত। শিক্ষাখাতে দুর্নীতি বর্তমানে 'ওপেন সিক্রেট'। যে দেশের খোদ শিক্ষামন্ত্রী কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ খেতে অনুপ্রাণিত করে সে দেশের শিক্ষা খাতের ঘুষ-দুর্নীতি কতটা ভয়াবহ হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বিগত ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের এক সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'আপনারা খাবেন, কিন্তু সহনশীল হয়ে খাবেন। কেননা আমার সাহস নেই বলার যে, আপনারা ঘুষ খাবেন না'।[১৬] উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেছেন, নানা জায়গায় এরকম হইছে, সব জায়গাতে হইছে। খালি যে অফিসার চোর তা না, মন্ত্রীরাও চোর, আমিও চোর'।[১৭]

গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে মহোৎসব হয়ে গেল তা সত্যিই লজ্জাকর। জাতিকে মেধাশূন্য করার এটি ছিল সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। মেডিকেল, বুয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাসহ প্রায় প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষা ও নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এমনকি প্রাইমারী সমাপনী পরীক্ষার সময়ও দেখা গেছে কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রীরা সন্ধ্যার পর পড়ার টেবিল ছেড়ে কম্পিউটার ও ফটোকপির দোকানে পরের দিনের প্রশ্নের জন্য ভিড় করছে। এর চেয়ে চরম দুর্নীতি আর কি হ'তে পারে? এছাড়াও শিক্ষাখাতে উল্লেখযোগ্য দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে, পরীক্ষায় নকল করা এবং নকলে

১০. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃঃ ৩৮৯।*
১১. *আল-মুনজিদ ফীল লুগাহ ওয়াল আ'লাম (বৈরূত, দারুল মাশরিক ৪৩তম সংস্করণ ২০০৮ইং), পৃঃ ২৬২।*
১২. *আব্দুল হাফিয বালয়াভী, মিছবাহুল লুগাত (ঢাকা : থানভী লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ ১৪২৪ হিঃ/২০০৩), পৃঃ ১৯১।*
১৩. *আল-মুনজিদ, পৃঃ ২৬২; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (দিল্লী : নাদিয়াতুল কুরআন কুতুবখানা, ১৪২৭ হিঃ/২০০৭), পৃঃ ৩৪৭।*
১৪. *ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, পৃঃ ৩২।*
১৫. *দৈনিক যুগান্তর, ৩০শে আগষ্ট ২০১৮।*
১৬. *দৈনিক যুগান্তর, ২৭শে ডিসেম্বর ২০১৭।*
১৭. *পরিবর্তন, 'শিক্ষাখাতে দুর্নীতির বেসাতি', ২৮শে ডিসেম্বর ২০১৭।*

সহযোগিতা করা। ক্লাসে ভালভাবে না পড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট বা কোচিং করতে বাধ্য করা, ক্লাস ফাঁকি দেয়া, কারোর প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হয়ে প্রাপ্য নম্বরে কম-বেশী করা। স্বজনপ্রীতি, দলীয় বিবেচনা অথবা ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য লোককে নিয়োগ দেয়া, প্রতিষ্ঠানের অর্থ তছরুফ করা, জাল পরীক্ষা সনদ বা জাল শিক্ষক নিবন্ধন সনদ তৈরী করে চাকুরী করা বা এদেরকে নিয়োগ দেয়া, উচ্চ শিক্ষার নামে বছরের পর বছর ক্লাস থেকে দূরে থাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নামে মোটা অংকের ঘুষ বাণিজ্য। শিক্ষক নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, একাডেমিক অনুমতি ও স্বীকৃতি, শাখা খোলার অনুমোদন, এমপিওভুক্তি, মিনিষ্ট্রি অর্ডার, জাতীয়করণ, সার্টিফিকেট সত্যায়ন, সাময়িক অথবা দ্বি-নকল সনদ ও নম্বরপত্র প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ড, আঞ্চলিক, যেলা ও উপযেলা শিক্ষা অফিসগুলো যেন ঘুষের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কথিত আছে শিক্ষা অধিদফতর ও শিক্ষা বোর্ড এবং তাদের অধঃস্তন অফিস সমূহের ইটও নাকি ঘুষ খায়। টিআইবির রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষাখাতে দুর্নীতির হার ৪২.৯%।[১৮]

৪. স্বাস্থ্য খাতে :

স্বাস্থ্যখাতে বদলি, পদোন্নতি থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই ঘুষ-দুর্নীতি, লুটপাট সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইদানিং সবচেয়ে বেশী হরিলুট চলছে কেনাকাটা, নিয়োগ ও টেন্ডারে। হাসপাতালের সরঞ্জামসহ নানা কিছু কেনাকাটার ক্ষেত্রে রীতিমত তো পুকুরচুরির ঘটনাও ঘটছে অহরহ। গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য মতে, এখাতে অ্যাডহক চিকিৎসক ও তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ১ থেকে ৬৫ লাখ টাকা, বদলির ক্ষেত্রে ১০ হাযার থেকে ১০ লাখ টাকা, পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে।[১৯]

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁস, অসদুপায় অবলম্বন বা ঘুষের বিনিময়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি, কমিশন বা ঘুষের বিনিময়ে প্রেসক্রিপশনে নিম্নমানের ঔষধ লেখা, মেডিকেল টেস্ট থেকে কমিশন নেয়া, অপ্রয়োজনীয় টেস্ট দেয়া, সরকারী হাসপাতালগুলোতে ভাল চিকিৎসা সেবা না দিয়ে রোগীকে প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে প্ররোচিত করা, নিয়মিত ও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সরকারী হাসপাতালে রোগী না দেখা, বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে রোগী সংগ্রহের জন্য দালাল নিয়োগ করা, কৌশলে দীর্ঘদিন রোগীর চিকিৎসা করা, সরকারী হাসপাতালে ওটি চার্জ নেয়া, কেবিন বা সিটের জন্য ঘুষ নেয়া, সরকারী হাসপাতালের যন্ত্রপাতি চুরি করা অথবা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ আত্মসাৎ করা বা নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা, সরকারী ঔষধ চুরি করা, ময়নাতদন্ত বা পোস্টমর্টেমের মিথ্যা রির্পোট দেয়া, রোগী মারা যাওয়ার পরেও আইসিইউতে রেখে চার্জ আদায় করা, মাত্রাতিরিক্ত চার্জ আদায় করা, ভেজাল ঔষধ বিক্রি এবং নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য আদায় ইত্যাদি। টিআইবির রির্পোটে স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির হার ৪২.৫%।[২০]

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র :

মজুদদারী, কালোবাজারী, চোরাচালানী, ফটকাবাজারী, মুনাফাখোরী, ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, প্রতারণা, দালালী, ওযনে কমবেশী করা, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ভ্যাট-ট্যাক্স ফাঁকি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজী, খাদ্যে ফরমালিন ও কেমিকেল মেশানো, ভালো খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যের সাথে নিম্নমানের পণ্য মিশ্রণ, পণ্যের দোষ গোপন করা, আমদানী-রফতানীতে কাস্টমস ও বন্দরগুলোতে ঘুষ বাণিজ্য ও মালামাল খালাসে দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি।

৬. ব্যাংকিং খাতে :

ঘুষ, জালিয়াতী, দুর্নীতি ইত্যাদিতে ব্যাংকিং খাতও পিছিয়ে নেই। বরং সাম্প্রতিককালে ব্যাংকিং খাতে ঘটে যাওয়া কেলেংকারীগুলো সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে হয়ত প্রমাণিত হবে দুর্নীতিতে ব্যাংকিং খাত শীর্ষে রয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্নীতি হ'ল যে, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য প্রকাশ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী ব্যাংকসমূহের সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস' (বিএবি) প্রস্তাব পেশ করেছে। দুর্নীতি লালনকারীদের এ জঘন্য প্রস্তাবের বিরোধিতা করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুযযামান বলেছেন, 'প্রস্তাবটি শুধু উটপাখি সম আচরণের বহিঃপ্রকাশই নয়, এটি ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম, দুর্নীতি, জালিয়াতির তথ্য গোপন রেখে এসবের সুরক্ষা দেয়া ও আরো বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির অপপ্রয়াস। কোন অবস্থায়ই এ ধরনের জনস্বার্থবিরোধী প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না'।[২১]

ব্যাংকিং খাতের দুর্নীতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- ঘুষের বিনিময়ে ঋণদান, ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ বিতরণ, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, চেক জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং, অর্থ পাচার, অন্য ব্যাংকের খেলাপি ক্রয়, সিআইবি রিপোর্ট ও গ্রাহকের আবেদনের আগেই ঋণ অনুমোদন, একই পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের নামে কোটি কোটি টাকা ঋণদান, শাখার বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও ঋণ অনুমোদন, ঋণ খেলাপির নামে পুনরায় ঋণ অনুমোদন, খেলাপি ঋণের সূদ মওকূফ, ঋণ খেলাপির বিরুদ্ধে মামলা না করা বা ইচ্ছাকৃতভাবে মামলাকে দীর্ঘায়িত করা ইত্যাদি, সাম্প্রতিকালের শেয়ার বাজার কেলেংকারী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা দেশের অন্যান্য দুর্নীতিকে ম্লান করে দিয়েছে এবং ব্যাংকিং সেক্টরের প্রতি মানুষের আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

---

১৮. দৈনিক যুগান্তর, ৩০শে আগস্ট ২০১৮।
১৯. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৬।
২০. দৈনিক যুগান্তর, ৩০শে আগস্ট ২০১৮।
২১. অন লাইন নিউজ বিজনেস পোর্টাল, 'অর্থসূচক' ২রা এপ্রিল ২০১৮।

৭. রাজনীতিতে দুর্নীতি :

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে রাজনীতি ও দুর্নীতি একে অপরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, রাজনীতি ও দুর্নীতি যেন যমজ ভাই। মূলতঃ এদেশের অনেক রাজনীতিবিদ নিজেদের স্বার্থে দুর্নীতিকে সযত্নে লালন করে চলেছেন। তারা যদি দুর্নীতিতে না জড়ান বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেন তাহ'লে দুর্নীতি অনেকাংশেই বন্ধ হয়ে যাবে। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক বক্তব্যে বলেছেন, 'আমরা রাজনীতিকরা যদি দুর্নীতি মুক্ত থাকি, তবে দেশের দুর্নীতি অটোমেটিক্যালি অর্ধেক কমে যাবে'। ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্ট অনুষ্ঠানে দুদক কমিশনার এএফএম আমীনুল ইসলাম বলেছেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব। রাজনীতিবিদরা যদি সত্যিকার অর্থে চান তাহ'লে যেকোন মুহূর্তে দুর্নীতিরোধ করা যায়। কথাগুলো ধ্রুব সত্য। কারণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন রাজনীতিবিদরা। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার পর্যন্ত রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। যদি ধরি একজন মন্ত্রীর কথা, তিনি যদি দুর্নীতিতে না জড়ান তাহ'লে ঐ মন্ত্রণালয়ের সচিবের পক্ষে সম্ভব হবে না দুর্নীতি করা। আর মন্ত্রী ও সচিব যদি দুর্নীতিমুক্ত থাকেন এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেন তাহ'লে মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাহস হবে না দুর্নীতি করার। এভাবে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ যদি চান তাহ'লে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। কিন্তু এগুলো হ'ল স্বপ্নের কথা, বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ সরিষার মধ্যেই ভূত বিদ্যমান।

তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনীতিকে দুর্নীতির 'আঁতুড়ঘর' বললেও হয়ত অত্যুক্তি হবে না। কেননা দেশের প্রতিটি সেক্টর কোন না কোন মন্ত্রীর অধীনস্ত। এ দেশের রাজনৈতিক ক্যাডারেরা প্রভাব খাটিয়ে প্রায় প্রতিটি সেক্টর থেকেই চাঁদাবাজি করে। উইকিপিডিয়ায় রাজনৈতিক দুর্নীত (Political Corruption) বলতে অবৈধ ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহারকে বোঝানো হয়। সরকারী পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির কোন কাজকে কেবলমাত্র তখনই রাজনৈতিক দুর্নীতি বলা হয়, যখন সেটি তার দাপ্তরিক কাজের সাথে সরাসরি সংশিষ্ট থাকে। এটি আইনের ছদ্মবেশে করা হ'তে পারে বা প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে করা হ'তে পারে। রাজনৈতিক দুর্নীতির মধ্যে আছে ঘুষ, চাঁদাবাজি, চাটুকারিতা, স্বজনপ্রীতি, সংকীর্ণতা, পৃষ্ঠপোষকতা, প্রভাব বিস্তার, রাজনৈতিক যোগাযোগ ভিত্তিক সুবিধা লাভ (graft) এবং অর্থ আত্মসাৎ। দুর্নীতির কারণে মাদক পাচার, হুন্ডি, মানব পাচার ইত্যাদির মত জঘন্য অপরাধও সহজ হয়। রাজনৈতিক দমন-নিপীড়ন যেমন পুলিশী নিপীড়নকেও রাজনৈতিক দুর্নীতি হিসাবে গণ্য করা হয়।[২২]

২২. *উইকিপিডিয়া, ১৬ই এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত।*

রাজনৈতিক দুর্নীতির মধ্যে আরো রয়েছে, অযোগ্য লোককে নিয়োগদান, হাট-বাজার, নদী-নালা, টোল আদায় ইত্যাদি নিজেদের লোককে ইজারা দান, সন্ত্রাসী, অস্ত্রবাজি, টেন্ডারবাজি, মামলাবাজি, চোরাচালানী, কালোবাজারি, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা, হল দখল, সরকারী ভূমি দখল প্রভৃতি।

৮. সামাজিক দুর্নীতি :

দুর্নীতি এখন ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পরিবার ও সমাজ জীবনকেও গ্রাস করেছে। এখন শুধু প্রশাসনের লোকেরাই দুর্নীতি করছে না, দুর্নীতি করছে পাড়া, মহল্লা ও গ্রামের উঠতি মাস্তান, মাতব্বর থেকে জনপ্রতিনিধি পর্যন্ত সকলেই। ঘুষ বা উৎচোক দুর্নীতির প্রধান হাতিয়ার। একে এখন আর ঘৃণার চোখে দেখা হয় না। ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে সমাজের কেউ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেলে তাকে কেউ সন্দেহের চোখে বা অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। বরং অবৈধ অর্থ-সম্পদ বাড়ার সাথে সাথে সমাজে তার সম্মানও সমানতালে বেড়ে যায়। সমাজের মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, মাহফিল সর্বত্রই তাদেরকে সভাপতি ও অতিথি হিসাবে আসন দেয়া হয় বড় বড় অনুদান পাওয়ার লোভে। আগের দিনে কেউ সূদখোর ঘুষখোর দুর্নীতিবাজ লোকের সাথে মেয়ে বিয়ে দিত না বা আত্মীয়তা করত না। আর এখন উপরি আয়ের ঘুষখোর বর পেলে কনের বাবা আনন্দে বগল বাজান। এভাবে সামাজিকভাবে ঘুষ ও দুর্নীতিকে লালন করা হচ্ছে। দুর্নীতি করা ও দুর্নীতিবাজদের আশ্রয়-প্রশয় দেয়া ও সম্মান করা সমান অপরাধ।

৯. বিবিধ দুর্নীতি :

উল্লিখিত খাত সমূহ ছাড়াও দুর্নীতির আরো খাত রয়েছে। যেমন তথ্য সন্ত্রাস, হলুদ সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতার অন্তরালে দেশ ও জাতি বিরোধী কর্মকাণ্ড তথা ব্ল্যাকমেইল করে উৎকোচ আদায়, ঘুষের বিনিময়ে বা রাজনৈতিক কারণে সত্য সংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকা, সরকারী সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি চুরি ও অপচয়, আয়কর, বিক্রয়কর ও শুল্ক ফাঁকি, ত্রাণের অর্থ ও সামগ্রী আত্মসাৎ, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্টসহ সরকারী স্থাপনা নির্মাণে পুকুর চুরি, নদী দখল করে উভয় পাড়ে স্থাপনা নির্মাণ, পাহাড় ও গাছপালা কেটে বন উজাড়, পাহাড়ী প্রাণী বিক্রি ও পাচার, মানব পাচার, অর্থ পাচার, দেশীয় প্রযুক্তি পাচার, অন্যের ভূমি ও সম্পদ দখল, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া ইত্যাদি। চাঁদবাজী, টেন্ডারবাজী, মামলাবাজী ও টোলবাজী ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্নীতি নিয়েছে সন্ত্রাসী রূপ, যাকে বলা চলে সন্ত্রাসী দুর্নীতি।

টিআইবির রিপোর্টে বাংলাদেশের ঘুষ ও দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র :

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক পরিচালিত 'সেবাখাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৭ সালে সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ৬৬.৫% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, খানাপ্রতি বার্ষিক গড় ঘুষের

পরিমাণ ২০১৫ সালের ৪ হাযার ৫৩৮ টাকা থেকে এক হাযার ৩৯২ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে দাঁড়িয়েছে ৫ হাযার ৯৩০ টাকা।

জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০১৫ সালের ৮ হাযার ৮২১.৮ কোটি টাকা থেকে এক হাযার ৮৬৭.১ কোটি টাকা বা ২১.২% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ হাযার ৬৮৮.৯ কোটি, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৪% এবং বাংলাদেশের জিডিপির ০.৫%। জরিপে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাতগুলো যথাক্রমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭২.৫%), পাসপোর্ট (৬৭.৩%), বিআরটিএ (৬৫.৪%), বিচারিক সেবা (৬০.৫%), ভূমিসেবা (৪৪.৯%), শিক্ষা (সরকারী ও এমপিওভুক্ত) (৪২.৯%) এবং স্বাস্থ্য (৪২.৫%)।

ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের মূল কারণ হিসাবে 'ঘুষ না দিলে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায় না' এই কারণটি চিহ্নিত করেছে জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৮৯% খানা, ২০১৫ সালে যার হার ছিল ৭০.৯%। এর মাধ্যমে ধারণা করা যায় যে, দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৩]

২০১৫ সালের টিআইবির রিপোর্টে অনুযায়ী সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হচ্ছে পাসপোর্ট বিভাগ। প্রায় ৭৭ শতাংশ মানুষকে এখান থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হ'তে হয়েছে।

এ খাতের পরের অবস্থানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ সংস্থায় দুর্নীতির শিকার হন ৭৪.৬ শতাংশ, শিক্ষায় ৬০.৮ শতাংশ মানুষ। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পাসপোর্ট, বিচারিকসহ অন্তত ১৬টি খাতের সেবা পেতে বছরে ৮ হাযার ৮২১ কোটি ৮০ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয় বলে টিআইবির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

টিআইবির প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০১৫ সালে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ৮ হাযার ৮২১ কোটি ৮০ লাখ টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় দুর্নীতির শিকার হন ৭৪ দশমিক ৬ শতাংশ, শিক্ষায় ৬০ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ। উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর দুর্নীতি ও ঘুষের বোঝা অনেক বেশী। সেবা খাতে ২০১৫ সালের জাতীয় প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ৩ দশমিক ৭ শতাংশ ও জিডিপির শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ। সর্বশেষ ২০১২ সালে সেবা খাতের দুর্নীতি জরিপের তুলনায় এবার ১ হাযার ৪৯৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা বেশী ঘুষ দিতে হয়েছে। ২০১২ সালের তুলনায় এবার মানুষের দুর্নীতির শিকারের হার প্রায় ১ শতাংশ ও ঘুষের শিকারের হার ৬ শতাংশ। মানুষ দুর্নীতির শিকার ও ৭৬ দশমিক ১ শতাংশ মানুষকে ঘুষ দিতে হয়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। এ ছাড়া শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার ৭৬ দশমিক ১ শতাংশ মানুষকে ঘুষ দিতে হয়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। এছাড়া শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির প্রকোপ বেশী ও ঘুষের শিকারও হ'তে হয় বেশী। খানা জরিপে উঠে এসেছে, ঘুষ না দিলে কাঙ্ক্ষিত সেবা পান না ৭১ শতাংশ খানার সদস্য।[২৪]

দুর্নীতিতে বাংলাদেশের চিত্র :

দুর্নীতিতে বাংলাদেশ ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ১ম, ২০০৬ সালে ৩য়, ২০০৭ সালে ৭ম, ২০০৮ সালে ১০ম, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩ ও ২০১৫ সালে ১৩তম, ২০১০ সালে ১২তম ২০১৩ সালে ১৬তম, ২০১৪ সালে ১৪তম, ২০১৬ সালে ১৫তম এবং ২০১৭ সালে ১৭তম অবস্থানে ছিল।[২৫]

আন্তর্জাতিক হিসাবে দুর্নীতিতে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭তম। আর দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয়। এছাড়া এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৩১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে।[২৬] *[চলবে]*

---

২৩. *দৈনিক যুগান্তর, আগস্ট ২০১৮।*

২৪. *বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩০শে জুন ২০১৬।*

২৫. *ঢাকা টাইমস, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮; বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট, ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮।*

২৬. *বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট, ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮।*

নূর গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স

আত-তাহরীক-এর বিশেষ সংখ্যা উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা

প্রথম শাখা : ২১২-২১৩ আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

দ্বিতীয় শাখা : ১০-১১ ভূঁইয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা) আর.ডি.এ মার্কেট রোড, রাজশাহী।

তৃতীয় তলা : ২৭১, ২৭২ আরডিএ মার্কেট, রাজশাহী।

প্রোঃ আব্দুল জব্বার

মোবা : ০১৯১১-৯৭১৪৩২; ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯।

গোলাপ ডেকোরেটর

এখানে বিভিন্ন সম্মেলন, ইফতার মাহফিল, ওয়ায মাহফিল, বিবাহ, ওয়ালীমা সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

তাবলীগী ইজতেমা'১৯ সফল হোক

প্রোঃ মুহাম্মাদ গোলাপ হোসেন

নাড়ুয়ামালা, উপযেলা-গাবতলী, বগুড়া।

মোবাইল : ০১৭১৮-৬৫৮০৭৪

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

হুযায়ফা (রাঃ) ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাহাবী। ফিক্বহ ও হাদীছ ছাড়াও ক্বিয়ামত পর্যন্ত যে সকল ফিৎনা নাযিল হবে সে সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মুনাফিকদের সম্পর্কেও তাঁর জানা ছিল। এ কারণে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপন জ্ঞানের অধিকারী বা 'ছাহিবুস সির্র' বলা হ'ত। হুযায়ফা বলেন, অতীতে পৃথিবীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা সবই রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেছেন।[১] এই জলীলুল কদর ছাহাবীর জীবন চরিত নিম্নে আলোচিত হ'ল।-

নাম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর আসল নাম হুযায়ফা, ডাক নাম আবু আব্দিল্লাহ।[২] লকব বা উপাধি হচ্ছে 'ছাহিবুস সির্র'।[৩] তার পিতার নাম হুসাইল মতান্তরে হিসল ইবনু জাবির। পিতার উপাধি হচ্ছে আল-ইয়ামান। তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে- হুযায়ফা ইবনু হিসল বা হুসাইল ইবনে জাবের ইবনে আমর ইবনে রবী'আ ইবনে জারওয়াহ ইবনিল হারেছ ইবনে মাযেন ইবনে ক্বাতী'আহ ইবনে আবস ইবনে বাগীয ইবনে রীছ ইবনে গাতফান ইবনে সা'দ ইবনে ক্বায়েস আইলান ইবনে মুযার ইবনে নাযর ইবনে মা'আদ ইবনে আদনান আল-আবসী।[৪] তিনি গাতফান গোত্রের আবস শাখার সন্তান। এজন্য তাঁকে আল-আবসীও বলা হয়। তাঁর মাতার নাম রিবাব বিনতু কা'ব ইবনে আদী ইবনে আব্দিল আশহাল। তিনি মদীনার আনছার গোত্র আউসের আব্দুল আশহাল শাখার কন্যা।[৫] ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, হুযায়ফা একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাহাবী।[৬]

হুযায়ফার পিতা হুসাইল ছিলেন মূলতঃ মক্কার বনী আবস গোত্রের লোক। ইসলামপূর্ব যুগে তিনি নিজ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়াছরিবে আশ্রয় নেন। সেখানে বনী আব্দুল আশহাল গোত্রের সাথে প্রথমে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন এবং পরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। মদীনার আনছার গোত্রসমূহের আদি সম্পর্ক মূলতঃ ইয়ামানের সাথে। হুসাইল তাদের মেয়ে বিয়ে করায় তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর পরিচয় দিত 'আল-ইয়ামান' বলে। এজন্য হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান বলা হয়।[৭] এ ইয়ামান আব্দুল আশহাল গোত্রে বিয়ে করেন। সেখানে তাঁর নিম্নোল্লেখিত সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেন- ১. হুযায়ফা, ২. সা'দ, ৩. ছাফওয়ান, ৪. মুদলিজ ও ৫. লায়লা। তারা ইতিহাসে ইয়ামানের বংশধর নামে খ্যাত।

আল-ইয়ামানের মক্কায় প্রবেশে যে বাধা ও ভয় ছিল ধীরে ধীরে তা দূর হয়ে যায়। তিনি মাঝে-মধ্যে মক্কা ও ইয়াছরিবের মধ্যে যাতায়াত করতেন। তবে তিনি বেশী থাকতেন ইয়াছরিবে। এদিকে রাসূল (ছাঃ) মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে হুযায়ফার পিতা আল-ইয়ামান বনী আবসের এগারো ব্যক্তিকে সংগে করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (ছাঃ) তখনও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেননি। সুতরাং হুযায়ফা মূলের দিক থেকে মক্কার। তবে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন।[৮]

ইসলাম গ্রহণ :

হুযায়ফা (রাঃ)-এর পিতা আল-ইয়ামান মক্কায় ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বনু আবস গোত্রের দশম ব্যক্তি।[৯] হুযায়ফা (রাঃ)-এর মাও প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে হুযায়ফা মুসলিম পিতা-মাতার কোলে বেড়ে ওঠেন এবং প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হন। তাকে রাসূল (ছাঃ) হিজরত ও নুছরাতের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দান করেন। হুযায়ফা (রাঃ) নুছরাতকে বেছে নেন।[১০]

ভ্রাতৃ সম্পর্ক :

রাসূল (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় আসার পর মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার রীতি চালু করেন। রাসূল (ছাঃ) হুযায়ফা ও আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।[১১]

রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্য :

হুযায়ফা (রাঃ) ছিলেন ঐসকল ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্যকে আবশ্যিক করে নিয়েছিলেন। তিনি রাসূলের সান্নিধ্যে থেকে দ্বীনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ইলম হাছিল করেন। হুযায়ফা (রাঃ)-এর মা তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে থাকতে উৎসাহিত করতেন। এমর্মে তিনি বলেন, আমার মা আমাকে প্রশ্ন করেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট তুমি কখন যাবে? আমি বললাম, আমি এতদিন যাবত তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়া পরিত্যাগ করেছি। এতে তিনি আমার উপর রাগান্বিত হন। আমি তাকে বললাম, নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে আমাকে মাগরিবের ছালাত আদায় করতে

---

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব ২/১৯৩।
২. খায়রুদ্দীন যিরিকলী, আল-আ'লাম ২/১৭১।
৩. বুখারী হা/৩৭৪৩, ৬২৭৮; আল-আ'লাম ২/১৭১।
৪. আল-ইছাবাহ ১/৩১৭; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইসতি'আব, ১/৯৮।
৫. আবু বকর আল-ইছফাহানী, রিজালু ছহীহ মুসলিম, ১/১৪৫; আল-ইসতি'আব, ১/৯৮।
৬. আল-ইছাবাহ ১/৩১৭; আল-ইসতি'আব, ১/২৭৭।
৭. শাযারাতুয যাহাব ১/৪৪; আল-ইছাবাহ ১/৩১৭; তাহযীবুত তাহযীব ২/১৯৩।
৮. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৪/১২২।
৯. ইবরাহীম মুহাম্মাদ আল-আলী, হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান আমীনু সির্রে রাসূলিল্লাহি, (দিমাশক : দারুল কলাম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রীঃ/১৪১৭ হিঃ), পৃঃ ২৯।
১০. তাহযীবুত তাহযীব ২/১৯৩; আল-ইছাবাহ ২/৪৪; আল-ইসতি'আব ১/৯৯।
১১. হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২/৩৬২; সীরাতু ইবনে হিশাম ১/৫০৬।

ছেড়ে দিন। তাহ'লে আমি তার কাছে আমার ও আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করব। অতএব নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আমি হাযির হয়ে তাঁর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি নফল ছালাত আদায় করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি এশার ছালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন এবং আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম। তিনি আমার আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে, হুযায়ফা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার কি দরকার, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ও তোমার মাকে ক্ষমা করুন'।[১২]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ :

ক. বদর যুদ্ধ : হুযায়ফা (রাঃ) বদর যুদ্ধে যোগদান করেননি। এ যুদ্ধে হুযায়ফা ও তাঁর পিতার যোগদান না করার কারণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, আমার বদরে যোগদানে কোন বাধা ছিল না। তবে আমার আব্বার সাথে আমি তখন মদীনার বাইরে ছিলাম। আমাদের মদীনায় ফেরার পথে কুরাইশ কাফিররা পথরোধ করে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? বললাম, মদীনায়। তারা বলল, তাহ'লে নিশ্চয়ই তোমরা মুহাম্মাদের কাছেই যাচ্ছে? আমরা বললাম, আমরা শুধু মদীনায় যাচ্ছি। তাছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশেষে তারা আমাদের পথ ছেড়ে দিল এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে যে, আমরা মদীনায় গিয়ে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কোনভাবে সাহায্য করব না। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কুরাইশদের নিকট কৃত অঙ্গীকারের কথা বলে জিজ্ঞেস করলাম, এখন আমরা কি করব? তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ কর। আর আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইব।[১৩]

খ. ওহোদ যুদ্ধ : হুযায়ফা (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধে তাঁর পিতার সাথে যোগদান করেন। এ যুদ্ধে তাঁর বৃদ্ধ পিতা মুসলিম সৈনিকদের হাতে শাহাদত বরণ করেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ-

ওহোদ যুদ্ধের সময় তাঁর পিতা আল-ইয়ামান ও ছাবিত ইবনু ওয়াক্শ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। যুদ্ধের আগে নারী ও শিশুদের একটি নিরাপদ দুর্গে রাখা হয়। আর এই দুই বৃদ্ধকে রাখা হয় ঐ দুর্গের তত্ত্বাবধানে। যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন আল-ইয়ামান সঙ্গী ছাবিতকে বললেন, তোমার বাপ নিপাত যাক! আমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছি? পিপাসিত গাধার স্বল্পায়ুর মত আমাদের সবার আয়ুও শেষ হয়ে এসেছে। আমরা খুব বেশী হ'লে আজ অথবা কাল পর্যন্ত বেঁচে আছি। আমাদের কি উচিত নয়, তরবারি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে চলে যাওয়া? হ'তে পারে, আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-এর সাথে আমাদের শাহাদত দান করবেন। তাঁরা দু'জন তরবারি হাতে নিয়ে দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে যুদ্ধের এক পর্যায়ে পৌত্তলিক বাহিনী পরাজয় বরণ করে পালাচ্ছিল। তখন শয়তান চেচিয়ে বলে ওঠে, মুসলমানরা এসে পড়েছে। একথা শুনে পৌত্তলিক বাহিনীর একটি দল ফিরে দাঁড়ায় এবং মুসলমানদের একটি দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল-ইয়ামান ও ছাবিত দু'দলের তুমুল সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে যান। পৌত্তলিক বাহিনীর হাতে ছাবিত শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু হুযায়ফার পিতা আল-ইয়ামান শহীদ হন মুসলমানদের হাতে। মুসলমানরা তাকে চিনতে না পারায় এবং যুদ্ধের ঘোরে এমনটি ঘটে যায়। হুযায়ফা কিছু দূর থেকে পিতার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে চিৎকার করে ওঠেন, 'আমার আব্বা, আমার আব্বা' বলে। কিন্তু সে চিৎকার কারো কানে পৌঁছেনি। যুদ্ধের শোরগোলে তা অদৃশ্যে মিলিয়ে যায়। ইতিমধ্যে নিজ সঙ্গীদের তরবারির আঘাতে ঢলে পড়েন তিনি। হুযায়ফা (রাঃ) পিতার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে শুধু একটি কথা উচ্চারণ করেন, 'আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাধিক দয়ালু'।[১৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধে মুশরিকগণ যখন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পড়ল, তখন ইবলীস চীৎকার করে (মুসলমানগণকে) বলল, হে আল্লাহর বান্দাগণ! পিছনের দিকে লক্ষ্য কর। তখন অগ্রগামী দল পিছন দিকে ফিরে (শত্রুদল মনে করে) নিজদলের উপর আক্রমণ করে বসল এবং একে অন্যকে হত্যা করতে লাগল। এমন সময় হুযায়ফা (রাঃ) পিছনের দলে তাঁর পিতাকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমার পিতা, আমার পিতা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! কিন্তু তারা কেউই বিরত হয়নি। অবশেষে তাঁকে হত্যা করে ফেলল। হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। (রাবী হিশাম বলেন,) আমার পিতা উরওয়াহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! এ কথার কারণে হুযায়ফা (রাঃ)-এর মধ্যে তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত কল্যাণের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল'।[১৫]

রাসূল (ছাঃ) হুযায়ফাকে তাঁর পিতার 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য দিতে চাইলে তিনি বললেন, আমার আব্বা তো শাহাদতেরই প্রত্যাশী ছিলেন, আর তিনি তা লাভ করেছেন। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, আমি তাঁর দিয়াত বা রক্তমূল্য মুসলমানদের জন্য দান করে দিলাম। এতে রাসূল (ছাঃ) দারুণ খুশী হ'লেন।[১৬]

গ. আহযাব বা খন্দক যুদ্ধ : হুযায়ফা (রাঃ) খন্দক যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কুরাইশরা এমন তোড়জোড় করে ধেয়ে আসে যে, মদীনায় ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। মদীনার চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত কুরাইশরা ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেন এবং মদীনার

---

১২. *তিরমিযী হা/৩৭৮১; নাসাঈ হা/১৯৩; মিশকাত হা/৬১৭১; তা'লীকুর রাগীব হা/৭০৮২, সনদ ছহীহ।*

১৩. *মুসলিম হা/১৭৮৭; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ২/১৫৩; তাহযীবুত তাহযীব ২/১৯৩; আল-ইছাবাহ ২/৪৪।*

১৪. *হাকেম হা/৪৯০৯, সনদ ছহীহ; সীরাতু ইবনে হিশাম ২/৮৭; হায়াতুছ ছাহাবা ১/৫১৯; ছুওয়ারুন মিন হায়াতিছ ছাহাবা ৪/১২৫-১২৭।*

১৫. *বুখারী হা/৩২৯০, ৩৮২৪, ৪০৬৫, ৬৬৬৮, ৬৮৮৩, ৬৮৯০।*

১৬. *মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৪৯০৯; সীরাতু ইবনে হিশাম ২/৮৭; হায়াতুছ ছাহাবাহ ১/৫১৯; ছুওয়ারুন মিন হায়াতিছ ছাহাবা ৪/১২৫-১২৭।*

প্রতিরক্ষার জন্য খন্দক খনন করেন। এক রাতে এক অভিনব ঘটনা ঘটে গেল। আর তা মুসলমানদের জন্য এক অদৃশ্য সাহায্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কুরাইশরা মদীনার আশ-পাশের বাগানগুলিতে শিবির স্থাপন করে আছে। হঠাৎ এমন প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করল যে, রশি ছিড়ে তাঁবু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। হাঁড়ি-পাতিল উল্টে-পাল্টে গেল এবং হাড় কাঁপানো শীত আরম্ভ হ'ল। আবু সুফিয়ান বলল, আর উপায় নেই, এখনই স্থান ত্যাগ করতে হবে।[১৭]

রাসূল (ছাঃ) কুরাইশ বাহিনী নিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তিনি কোন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে রাতের অন্ধকারে কাউকে কুরাইশ বাহিনীর অভ্যন্তরে পাঠিয়ে তাদের খবর সংগ্রহের ইচ্ছা করলেন। আর এ দুঃসাহসী অভিযানের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত হুযায়ফাকে নির্বাচন করেন। একটি বর্ণনা মতে, রাসূল (ছাঃ) সঙ্গীদের বললেন, 'যদি কেউ মুশরিকদের খবর নিয়ে আসতে পারে, তাকে আমি ক্বিয়ামতের দিন আমার সাহচর্যের খোশখবর দিচ্ছি'। একে তো দারুণ শীত, তার উপর প্রবল বাতাস। কেউ সাহস পেল না। রাসূল (ছাঃ) তিনবার কথাটি উচ্চারণ করলেন। কিন্তু কোন দিক থেকে কোন রকম সাড়া পেলেন না। চতুর্থবার তিনি হুযায়ফা (রাঃ)-এর নাম ধরে ডেকে বললেন, 'তুমি যাও, খবর নিয়ে এসো।' যেহেতু নাম ধরে ডেকেছেন। সুতরাং আদেশ পালন ছাড়া উপায় ছিল না।

অন্য একটি বর্ণনা মতে হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'আমরা সে রাতে কাতারবন্দী হয়ে বসেছিলাম। আবু সুফিয়ান ও মক্কার মুশরিক বাহিনী ছিল আমাদের উপরের দিকে। আর নীচে ছিল বনী কুরাইযার ইহুদী গোত্র। আমাদের নারী ও শিশুদের নিয়ে আমরা ছিলাম শঙ্কিত। আর সেই সাথে ছিল প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা ও ঘোর অন্ধকার। এমন দুর্যোগপূর্ণ রাত আমাদের জীবনে আর কখনো আসেনি। বাতাসের শব্দ ছিল বাজ পড়ার শব্দের মত। আর এমন ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার ছিল যে, আমরা আমাদের নিজের আঙ্গুল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না। এদিকে মুনাফিক শ্রেণীর লোকেরা একজন একজন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলতে লাগল, আমাদের ঘর-দরজা শত্রুর সামনে একেবারেই খোলা। তাই একটু ঘরে ফেরার অনুমতি চাই। মূলতঃ অবস্থা সে রকম ছিল না। কেউ যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেই তিনি অনুমতি দিচ্ছিলেন। এভাবে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত আমরা তিন শত বা তার কাছাকাছি সংখ্যক লোক থাকলাম।

এমন সময় রাসূল (ছাঃ) উঠে এক এক করে আমাদের সবার কাছে আসতে লাগলেন। এক সময় আমার কাছেও আসলেন। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমার গায়ে একটি চাদর ছাড়া আর কিছু ছিল না। চাদরটি ছিল আমার স্ত্রীর। আর তা খুব টেনেটুনে হাঁটু পর্যন্ত পড়ছিল। তিনি আমার একেবারে কাছে আসলেন। আমি মাটিতে বসেছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? বললাম, হুযায়ফা। হুযায়ফা? এই বলে মাটির দিকে একটু ঝুঁকলেন, যাতে আমি তীব্র ক্ষুধা ও শীতের মধ্যে উঠে না দাঁড়াই। আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, কুরাইশদের মধ্যে একটি খবর হচ্ছে। তুমি তাদের শিবিরে গিয়ে আমাকে তাদের খবর এনে দিবে।

আমি বের হ'লাম। অথচ আমি ছিলাম সবার চেয়ে ভীতু ও শীতকাতর। রাসূল (ছাঃ) দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, উপরে-নীচে, সব দিক থেকে তুমি তাকে হিফাযত কর।' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ শেষ হ'তে না হ'তে আমার সব ভীতি দূর হ'ল এবং শীতের জড়তাও কেটে গেল। আমি যখন পিছন ফিরে চলতে শুরু করলাম। তখন তিনি আমাকে আবার ডেকে বললেন, হুযায়ফা! আমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আক্রমণ করবে না। বললাম, ঠিক আছে। আমি রাতের ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকারে চলতে লাগলাম। এক সময় চুপিসারে কুরাইশদের শিবিরে প্রবেশ করে তাদের সাথে এমনভাবে মিশে গেলাম যেন আমি তাদেরই একজন। আমার পৌঁছার কিছুক্ষণ পর আবু সুফিয়ান কুরাইশ বাহিনীর সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। বললেন, ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলতে চাই। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে তা মুহাম্মাদের কাছে পৌঁছে যায় কি-না। তোমরা প্রত্যেকেই নিজের পাশের লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখ। একথা শোনার সাথে সাথে আমার পাশের লোকটির হাত মুঠ করে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? সে জবাব দিল অমুকের ছেলে অমুক।

আবু সুফিয়ান বললেন, 'ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা কোন নিরাপদ গৃহে নও। আমাদের ঘোড়াগুলি মরে গেছে, উটগুলি কমে গেছে এবং মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরাইযাও আমাদের ছেড়ে গেছে। তাদের যে খবর আমাদের কাছে এসেছে তা সুখকর নয়। আর কেমন প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছি, তাও তোমরা দেখছ। আমাদের হাঁড়িও আর নিরাপদ নয়। আগুনও জ্বলছে না। সুতরাং ফিরে চল। আমি চলছি'। একথা বলে তিনি উটের রশি খুললেন এবং পিঠে চড়ে তার গায়ে আঘাত করলেন। উট চলতে শুরু করল। কোন কিছু ঘটাতে রাসূল (ছাঃ) যদি নিষেধ না করতেন, তাহ'লে একটি মাত্র তীর ছুড়ে তাকে হত্যা করতে পারতাম।

আমি ফিরে আসলাম। এসে দেখলাম, রাসূল (ছাঃ) তাঁর এক স্ত্রীর চাদর গায়ে জড়িয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ছালাত শেষ করে তিনি আমাকে তাঁর দু'পায়ের কাছে টেনে নিয়ে চাদরের এক কোনা আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। আমি সব খবর তাঁকে জানালাম। তিনি দারুণ খুশী হ'লেন এবং আল্লাহর হামদ ও ছানা পেশ করলেন। হুযায়ফা সেদিন বাকী রাতটুকু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই চাদর গায়ে জড়িয়ে সেখানেই কাটিয়ে দেন। প্রত্যুষে রাসূল (ছাঃ) তাঁকে ডাকলেন, ইয়া নাওমান- ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি ওঠো।[১৮]

১৭. *তাবাকাত ২/৫০।*

১৮. *মুসনাদ আহমাদ ৫/৩৯২-৯৩; সীরাতু ইবনে হিশাম ৩/২৩১-৩২, সনদ হাসান; মুস্তাদরাকে হাকেম ৩/৩১, সনদ ছহীহ।*

অপর বর্ণনায় এসেছে, যুহায়র ইবনু হারব ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম, ইবরাহীম তায়মীর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমরা হুযায়ফা (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হায়, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পেতাম, তবে তাঁর সঙ্গে মিলে একত্রে যুদ্ধ করতাম এবং তাতে যথাসাধ্য করতাম (কোনরূপ পিছপা হ'তাম না)। হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, তুমি তাই করতে? কিন্তু আমি তো আহযাবের রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। (সে রাতে) প্রচণ্ড বায়ু ও তীব্র শীত আমাদের কাবু করে ফেলেছিল। এমনি সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করলেন, ওহে! এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে শত্রুর খবর এনে দিবে? আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন।

আমরা তখন চুপ করে রইলাম এবং আমাদের মধ্যে কেউ তার সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার বললেন, ওহে! এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দিবে? আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন। এবারও আমরা চুপ রইলাম আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। তিনি আবার ঘোষণা করলেন, ওহে! এমন কেউ আছে কি যে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন তাকে আমার সঙ্গে রাখবেন। এবারও আমরা চুপ করে রইলাম এবং আমাদের কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। এবার তিনি বললেন, হে হুযায়ফা! ওঠো, তুমি শত্রুপক্ষের খবর আমাদের এনে দাও। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবার যখন আমার নাম ধরেই ডাক দিলেন, তখন উঠা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। তিনি বললেন, শত্রুপক্ষের খবর আমাকে এনে দাও। কিন্তু সাবধান! তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর না।

তারপর আমি যখন তাঁর নিকট থেকে প্রস্থান করলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন হাম্মামের (উষ্ণ আবহাওয়ার) মধ্য দিয়ে চলেছি। এভাবে আমি তাদের (শত্রুপক্ষের) নিকটে পৌঁছে গেলাম। তখন আমি লক্ষ্য করলাম আবূ সুফিয়ান আগুন দ্বারা তাঁর পিঠে ছেক দিচ্ছেন। আমি তখন একটি তীর ধনুকে সংযোগ করলাম এবং তা নিক্ষেপ করতে মনস্থ করলাম। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে দিয়েছেন, তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুল না। আমি যদি তখন তীর নিক্ষেপ করতাম, তবে তীর নির্ঘাত লক্ষ্যভেদ করত।

অগত্যা আমি ফিরে আসলাম এবং ফিরে আসার সময়ও উষ্ণ হাম্মামের মধ্য দিয়ে অতিক্রমের মতো উষ্ণতা অনুভব করলাম। তারপর ফিরে এসে প্রতিপক্ষের খবর রাসূল (ছাঃ)-কে প্রদান করলাম। আমার দায়িত্ব পালন করে অবসর হ'তেই আবার আমি শীতের তীব্রতা অনুভব করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর খোলা অতিরিক্ত জুব্বার অংশ দিয়ে আমাকে আবৃত করে দিলেন। যা তিনি ছালাত আদায়ের সময় গায়ে দিতেন। তারপর আমি ভোর পর্যন্ত একটানা নিদ্রায় আচ্ছন্ন রইলাম। যখন ভোর হ'ল তখন তিনি বললেন, হে ঘুমকাতুরে! এখন উঠে পড়'।[১৯]

ঘ. তাবূক যুদ্ধ : হুযায়ফা (রাঃ) তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২০] তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর পরে সংঘটিত সকল অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

আকার-আকৃতি :

দৈহিক আকৃতিক দিক দিয়ে হুযায়ফা (রাঃ)-কে হিজাযী বলে চেনা যেত। মধ্যমাকৃতির একহারা গড়ন এবং সামনের দাঁতগুলি ছিল অতি সুন্দর। দৃষ্টিশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, ভোরের আবছা অন্ধকারেও তীরের নিশানা (লক্ষ্যস্থল) নির্ভুলভাবে দেখতে পেতেন *(হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান, পৃঃ ২৭)*।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

হুযায়ফা (রাঃ) উত্তম চরিত্রের মূর্তপ্রতিক ছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় তার মধ্যেও রাসূল (ছাঃ)-এর অনুপম গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটেছিল। আদব-কায়দা ও আচার-ব্যবহারে তিনি অনন্য ছিলেন।[২১]

সুন্নাতের পাবন্দ :

সুন্নাতের অনুসরণের ব্যাপারে তিনি অতি সজাগ ও সচেতন ছিলেন। কেউ সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করলে তিনি ভীষণভাবে রেগে যেতেন। একটি হাদীছে এসেছে, ইবনু আবূ লায়লাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা (রাঃ) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। তখন এক মহাজন একটি রূপার পাত্রে তার জন্য পানি আনলে তিনি পানি ফেলে দিয়ে বললেন, আমি এটা ফেলতাম না। ফেলেছি এজন্য যে, তাকে এ পাত্রে পানি পরিবেশন করতে নিষেধ করেছি। তবুও সে বিরত হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রেশমী কাপড় পরতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, ঐগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং আখিরাতে তোমাদের জন্য।[২২]

ইবাদত-বন্দেগী :

তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সন্তুষ্টির জন্যই সাধ্যমত ইবাদত করার চেষ্টা করতেন এবং এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর মত করার চেষ্টা করতেন।

ক. ছালাত : ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর মত আদায় করতেন। মাঝে-মধ্যে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে দীর্ঘ ক্বিরাআত ও দীর্ঘ রুকূ-সিজদা সহকারে রাতের ছালাত আদায় করতেন।[২৩]

খ. ছিয়াম : তিনি নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিলেন। ছালাতের ন্যায় ছিয়াম পালনের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতেন।[২৪]

---

১৯. *মুসলিম হা/১৭৮৮, 'আহযাবের (খন্দক ও পরীখার) যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ।*
২০. *হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান আমীনু সির্রে রাসূলিল্লাহি, পৃঃ ৫২।*
২১. *ঐ, পৃঃ ১০৩-৪।*
২২. *বুখারী হা/৫৬৩৪; মুসলিম হা/২০৬৫; আবূদাঊদ হা/৩৭২৩; তিরমিযী হা/১৮৭৮।*
২৩. *মুসলিম হা/৭৭২; আবূদাঊদ হা/৮৭১, ৮৭৪; তিরমিযী হা/২৬২।*
২৪. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৩৬১; ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৫, সনদ হাসান।*

গ. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ : সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেষ্ট। কেননা সৎকাজের আদেশ দানের ফযীলত এবং অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারে অনেক হাদীছ রাসূল (ছাঃ) থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন।[২৫]

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা :

হুযায়ফা (রাঃ) যে অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অধিকারী ছিলেন, তা ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের হাতে তাঁর পিতার শাহাদত বরণ করা এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) দিয়াত বা রক্তমূল্য দিতে চাইলে হুযায়ফা (রাঃ) তা মুসলমানদের জন্য দান করে দেন।[২৬] এতে তাঁর সীমাহীন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় মেলে।

বুদ্ধিমত্তা :

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় কুরাইশ বাহিনীর সংবাদ জানতে গিয়ে আবু সুফিয়ান যখন বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই নিজের পাশের লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখ- একথা শোনার সাথে সাথে হুযায়ফা (রাঃ) পাশের লোকটির হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি?[২৭] নিজেকে আড়াল করার জন্য তাঁর এই উপস্থিত বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে।

স্পষ্টবাদিতা :

হুযায়ফা (রাঃ) অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ছিলেন। হক কথা বলতে তিনি কখনো দ্বিধা-সংকোচ করতেন না। তার মত স্পষ্টবাদী লোক সে যুগে ছিল বিরল। তাঁর স্পষ্টবাদিতার অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন ওমর (রাঃ) ফিৎনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা আপনার ও সে ফিৎনার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেয়া হবে? হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। ওমর (রাঃ) বললেন, তাহ'লে তো আর কোন দিন তা বন্ধ করা যাবে না। ঐ দরজা দ্বারা তিনি ওমর (রাঃ)-কে বুঝিয়েছিলেন।[২৮]

অনুরূপভাবে তিনি তার নিজ গোত্র আবস সম্পর্কেও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। রিবঈ বিন হিরাশ বলেন, যে রাতে লোকেরা ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর নিকটে গেল, সে রাতে আমি মাদায়েনে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের ব্যাপার কী? আমি বললাম, আপনি তাদের কোন্ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে কে কে ঐ ব্যক্তির (ওছমানের) নিকট (বিদ্রোহীরূপে) গেছে? আমি যারা গেছে তাদের মধ্যে কিছু লোকের নাম করলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং আমীরকে অপমান করবে, আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের সময় তাঁর নিকট সে ব্যক্তির কোন মুখ থাকবে না'।[২৯]

দুনিয়া বিমুখতা :

তিনি পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি ছিলেন দারুণ উদাসীন। এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, মাদায়েনের ওয়ালী থাকাকালেও তাঁর জীবন যাপনে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। অনারব পরিবেশ এবং সেই সাথে ইমারতের পদে অধিষ্ঠিত থাকা- এত কিছু সত্ত্বেও তাঁর কোন সাজ-সরঞ্জাম ছিল না। বাহনের জন্য সব সময় একটি গাধা ব্যবহার করতেন। এমন কি জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম খাবার ছাড়া কাছে আর কিছুই রাখতেন না। তবে তিনি দুনিয়া ও আখিরাত সমানভাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম নয় যারা আখিরাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করেছে, আবার তারাও নয় যারা দুনিয়ার জন্য আখিরাত ছেড়ে দিয়েছে। বরং যারা এখান থেকে কিছু এবং ওখান থেকে কিছু গ্রহণ করে তারাই মূলতঃ সবচেয়ে উত্তম।[৩০]

খলীফা ওমর (রাঃ) তাকে মাদায়েনের গভর্ণর নিয়োগ করেন। নতুন গভর্ণর আসছেন- এ খবর মাদায়েনবাসীদের কাছে পৌঁছে গেল। নতুন আমীরকে স্বাগত জানানোর জন্য তারা দলে দলে শহরের বাইরে সমবেত হ'ল। তারা দেখতে পেল কিছু দূরে গাধার ওপর সওয়ার হয়ে দীপ্ত চেহারার এক ব্যক্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। গাধার পিঠে অতি পুরনো একটি জিন। তার ওপর বসে বাহনের পিঠের দু'পাশে পা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে রুটি ও অন্য হাতে লবণ ধরে মুখে ঢুকিয়ে চিবাচ্ছেন। আরোহী ধীরে ধীরে জনতার মাঝখানে এসে পড়লেন।

তিনি আবাসস্থলে পৌঁছে উপস্থিত জনতাকে তাদের প্রতি লেখা খলীফার ফরমান পাঠ করে শোনালেন। খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিয়ম ছিল, নতুন ওয়ালী বা শাসক নিয়োগের সময় সেই এলাকার অধিবাসীদের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশ ও ওয়ালীর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া। কিন্তু হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিয়োগপত্রে মাদায়েনবাসীর প্রতি শুধু একটি নির্দেশ ছিল, 'তোমরা তাঁর কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে।' তিনি যখন তাদের সামনে খলীফার এ ফরমান পাঠ করে শোনালেন, তখন চারদিক থেকে আওয়ায উঠল, বলুন, আপনার কী প্রয়োজন? হুযায়ফা বললেন, 'আমার নিজের জন্য শুধু কিছু খাবার আর আমার গাধাটির জন্য কিছু ঘাস-খড় প্রয়োজন। যতদিন এখানে থাকব, আপনাদের কাছে শুধু এতটুকুই চাইব'। এ পদে কিছুদিন থাকার পর কোন এক কারণে খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁকে রাজধানী মদীনায় তলব

---

২৫. হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান, পৃঃ ১৩৩।
২৬. মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৪৯০৯; সীরাতু ইবনে হিশাম ২/৮৭; হায়াতুছ ছাহাবাহ ১/৫১৯; ছুওয়ারুন মিন হায়াতিছ ছাহাবা ৪/১২৫-১২৭।
২৭. মুসনাদ আহমাদ ৫/৩৯২-৯৩; সীরাতু ইবনে হিশাম ৩/২৩১-৩২, সনদ হাসান; মুস্তাদরাকে হাকেম ৩/৩১, সনদ ছহীহ।
২৮. বুখারী হা/৫২৫; মুসলিম হা/১৪৪; তিরমিযী হা/২২৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫৫।
২৯. আহমাদ হা/২৩২৮৩-৮৪; হাকেম হা/৪০৯, হাদীছ হাসান।
৩০. রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃঃ ২০০; তাহযীবুল কামাল ৫/৫০৮; হায়াতুছ ছাহাবাহ ৩/৫১৭।

Contents

করেন। খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে হুযায়ফা (রাঃ) যে অবস্থায় একদিন মাদায়েন গিয়েছিলেন ঠিক ঐ অবস্থায় মদীনার দিকে যাত্রা করেন। হুযায়ফা আসছেন, এ খবর পেয়ে খলীফা মদীনার কাছাকাছি পথের পাশে এক জায়গায় লুকিয়ে থাকেন। হুযায়ফা (রাঃ) নিকটে আসতেই ওমর (রাঃ) সামনে এসে দাঁড়ান এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'হুযায়ফা! তুমি আমার ভাই, আর আমিও তোমার ভাই।' তারপর সেই পদেই তাঁকে বহাল রাখেন।[৩১] এ ঘটনা তার দুনিয়া বিমুখতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

তাক্বওয়া :

তিনি জীবন যাপনে হারাম-হালাল বেছে চলতেন। কথা-কর্ম, ইবাদত-বন্দেগী, মানুষের সাথে চলাফেরা ও জীবন ধারণের ক্ষেত্রে সন্দেহজনক বিষয়ও পরিহার করতেন। শরী'আতে নির্দেশ পালন ও সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসরণের মধ্যেই তাঁর তাক্বওয়াশীলতা ফুটে ওঠে। নিম্নোক্ত দু'টি ঘটনার মধ্যেই তার আল্লাহভীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

১. হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের দু'টি হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন, যার একটি আমি দেখেছি (সত্যে পরিণত হয়েছে)। আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদের বলেন, আমানত মানুষের অন্তর্মূলে প্রবিষ্ট হয়। এরপর তারা কুরআন শিখে, তারপর তারা সুন্নাহ্র জ্ঞান অর্জন করে। তিনি আমাদের আমানত বিলুপ্তি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ এক সময় ঘুমাবে। তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে আবার ঘুমাবে। তারপর আবার তুলে নেয়া হবে, তখন ফোসকার মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। যেমন একটা জ্বলন্ত অঙ্গারকে যদি তুমি পায়ের উপর রেখে দাও এতে পায়ে ফোস্কা পড়ে, তখন তুমি সেটাকে ফোলা দেখবে। অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই। (এ সময়) মানুষ বেচাকেনা করবে বটে কিন্তু কেউ আমানত রক্ষা করবে না।

তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছেন। কোন কোন লোক সম্পর্কে বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বীর, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান নেই। [এরপর হুযায়ফা (রাঃ) বললেন] আমার উপর দিয়ে এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে তখন আমি তোমাদের কার সঙ্গে লেনদেন করছি এ-সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতাম না। কেননা সে যদি মুসলিম হয় তাহ'লে তার দ্বীনই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। আর যদি সে খ্রিস্টান হয়, তাহ'লে তার অভিভাবকরাই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ব্যতীত কারো সঙ্গে বেচাকেনা করি না।[৩২]

২. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, ছিয়াম কি, ছালাত কি, কুরবানী কি, যাকাত কি? এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহ্র কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলমানদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি।

সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকব। (তাবিঈ) সিলা (রাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলায় তাদের কি উপকার হবে? অথচ তারা জানে না ছালাত কি, ছিয়াম কি, হজ্জ কি, কুরবানী কি এবং যাকাত কি? সিলা ইবনে যুফার (রাঃ) তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবার তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তৃতীয় বারের পর তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে সিলা! এই কালেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে, কথাটি তিনি তিনবার বলেন।[৩৩]

[চলবে]

৩১. *আল-আ'লাম ২/১৭১; তাহযীবুত তাহযীব ২/১৯৩; হায়াতুছ ছাহাবাহ ৩/২৬৬, ২/৭৩।*

৩২. *বুখারী হা/৭০৮৬; মুসলিম হা/১৪৩।*

৩৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৯; ছহীহাহ হা/৮৭।*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।
আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।
সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি
AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু
এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

HOTEL MUKTA
INTERNATIONAL (RESIDENTIAL)
(A trusted home with a family touch)

ADDRESS

Ganakpara, Shaheb Bazar (In front of T&T), Rajshahi-6100. Phone : 880-721-771100, 771200 Mobile : 01711-302322 Email: admin@hotelmukta.com.bd website: hotelmukta.com.bd
তাবলীগী ইজতেমা ২০১৯ সফল হৌক

মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী

-ড. নূরুল ইসলাম*

ভূমিকা :

মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী (১৮৯০-১৯৪৯) ভারতবর্ষের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছ, বাগ্মী, মুনাযির (তার্কিক), শিক্ষক ও লেখক ছিলেন। কাদিয়ানী, আর্যসমাজী, খ্রিস্টান মিশনারী এবং শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে তিনি যুগপৎ উচ্চকণ্ঠ ও সোচ্চার ছিলেন। এদের সাথে বাহাছ-মুনাযারায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদানের কারণে তিনি কয়েকবার কারাবন্দী হন। হাদীছ অস্বীকারকারী ও হাদীছে সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল লা-জওয়াব। বিশেষত ছহীহুল বুখারীর প্রতিরক্ষায় তাঁর অমূল্য গ্রন্থগুলি কালোত্তীর্ণ। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮০৫-১৯০২) ও শামসুল হক আযীমাবাদীর (১৮৫৭-১৯১১) এই যোগ্য শিষ্য লেখনী, বক্তব্য, বাহাছ-মুনাযারা ও সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে ভারতবর্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তিনি সর্বভারতীয় আহলেহাদীছ সংগঠন 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভারতের সর্বশ্রেণীর আলেমদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ'-এর সদস্য ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই তাঁর দাওয়াতী ও তাবলীগী পদচারণা অব্যাহত ছিল। ৪০ বছর যাবৎ পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা সাঈদিয়াহ ইসলামিয়াহ, বেনারসে হাদীছের দরস প্রদান তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

জন্ম, নাম ও উপনাম :

মাওলানা বেনারসী ১৩০৭হিঃ/১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বেনারসের দারানগর মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবুল কাসেম এবং উপাধি সায়ফুল ইসলাম (ইসলামের তরবারি)।[২] ছাত্রজীবনে তাঁকে শুধু মুহাম্মাদ নামেই ডাকা হ'ত। ১৩১৯ হিজরীতে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮০৫-১৯০২) সনদ প্রদানের সময় মুহাম্মাদ নামের সাথে আবুল কাসেম উপনাম যুক্ত করার পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে বেনারসী গর্বভরে বলেন, 'আমার উপনাম তো স্বয়ং মিয়াঁ ছাহেব নির্বাচন করেছিলেন। আমাকে তো সে সময় শুধু মুহাম্মাদ নামেই ডাকা হ'ত। যখন সনদে আমার নাম শুধু মুহাম্মাদ লেখা হয় তখন মিয়াঁ ছাহেব বলেন, আরে শুধু মুহাম্মাদ আবার কি? উপনাম আবুল কাসেম বৃদ্ধি করে নাও'।[৩] তাঁর পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ বেনারসী (১৮৫৩-১৯০৪)। ইনি বেনারসের একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন।

শিক্ষাজীবন :

মাওলানা বেনারসীর শিক্ষা জীবনের সূচনা হয় মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট। তিনি তাবার্রুকান (বরকত স্বরূপ) তাঁর শিক্ষার সূচনা করেন। মজার ব্যাপার হল, বেনারসীর শিক্ষা জীবনের শেষও তাঁর নিকটেই হয়েছিল। মাওলানা সায়েফ বেনারসী লিখেছেন, 'আমার শিক্ষার শুরু ও শেষ দু'টোই তাঁর নিকটেই হয়েছে। তিনি ছয় মাস পূর্বে ১৩১৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে আমাকে হাদীছের সনদ প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন'।[৪] তবে পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ইসলামিয়াহ দারানগর, বেনারসে তাঁর নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া শুরু হয়। ৭ বছর বয়সে কুরআন মাজীদ নাযেরাহ খতম করার পর হিফয করা শুরু করেন। সেই বছরেই কাযী শায়খ মুহাম্মাদ মিছলী শহরীর (মৃঃ ১৩২৪ হিঃ) নিকট থেকে 'মুসালসাল বিল আওয়ালিয়াহ' সনদ হাছিল করেন।[৫] মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল কাবীর বিহারী বেনারসী (মৃঃ ১৯১৩ খ্রিঃ)-এর নিকট তিনি নাহু, ছরফ, ফার্সী ও অন্যান্য প্রাথমিক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা সায়েফ বেনারসী তাঁর এই শিক্ষক সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমাদের বাড়ির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। আমাদের সব ভাইয়ের প্রতিপালন এবং প্রাথমিক শিক্ষার তিনিই তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আমরা সবাই তাঁকে চাচাজান বলে ডাকতাম'।[৬]

মাওলানা সাইয়িদ নাযীরুদ্দীন জা'ফরী হাশেমী বেনারসী (১২৮৪-১৩৫২ হিঃ)-এর নিকটে তিনি সাহিত্য, বালাগাত ও ইলমে মা'আনীর পাঠ গ্রহণ করেন। মাওলানা হাকীম আব্দুল মজীদ বেনারসীর (১৮৬১-১৯৩৭) নিকট ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ বেনারসীর (১৮৫৩-১৯০৪) নিকট তাফসীর ও হাদীছের গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করেন এবং মাওলানা আবু ইদরীস মীরাঠীর নিকট কবিতা বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ১৩২২ হিজরীতে পিতার কাছে কুতুবে সিত্তাহ্র দাওরা করে মাত্র ১৫ বছর বয়সে সনদ লাভ করেন।[৭]

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর সান্নিধ্যে :

পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ইসলামিয়াহ, দারানগর, বেনারসে জ্ঞানার্জনের পর ১৩১৯ হিজরীতে তিনি দিল্লী যাত্রা করেন।

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (লায়ালপুর, পাকিস্তান : ২য় সংস্করণ, ১৩৯১ হিঃ/১৯৮১ খ্রি.), পৃঃ ২৯১, ক্রমিক ৯৫।

২. মুহাম্মাদ ইউনুস মাদানী, তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস (প্রকাশক : হাফেয ব্রাদারান, মালতীবাগ, মদনপুরা, বেনারস, মার্চ ২০১৬), পৃঃ ৩১৯।

৩. মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী, আয-যাহরুল বাসিম, পৃঃ ১৬।

৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী, মাসলাকে আহলেহাদীছ পর এক নযর, সম্পাদনা : ড. আব্দুল গফূর রাশেদ, (জামপুর, পাঞ্জাব : ইদারায়ে তাবলীগে ইসলাম, তা.বি), পৃঃ ৪১।

৫. মুহাম্মাদ তানযীল ছিদ্দীকী হুসাইনী, 'মুহাদ্দিছে কাবীর আল্লামা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী (রহঃ)', দিফায়ে ছহীহ বুখারী, তাহক্বীক্ব : হাফেয শাহেদ মাহমূদ (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান : উম্মুল কুরা পাবলিকেশন্স, সেপ্টেম্বর ২০০৯), পৃঃ ৪২।

৬. তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ১৯২।

৭. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৯১; দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৪২।

তখন ইলমে দ্বীন হাছিলের কেন্দ্র হিসাবে দিল্লীর খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। দিল্লীর মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী। তাঁর হাদীছ পাঠদানের সুখ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আবুল কাসেম বেনারসীর পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ বেনারসী মিয়াঁ ছাহেবের অন্যতম ছাত্র ছিলেন।[৮] পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও মিয়াঁ ছাহেবের নিকট ইলমে হাদীছের উচ্চতর জ্ঞানার্জন করে 'ইজাযাহ' বা সনদ লাভ করেন। মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শেষ সময়ের ছাত্র ছিলেন তিনি। মিয়াঁ ছাহেবের অত্যন্ত কম বয়সী ছাত্রদের মধ্যে বেনারসীকে গণ্য করা হয়।[৯]

শামসুল হক ডিয়ানবী আযীমাবাদীর খিদমতে বেনারসী :

দিল্লীতে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট হাদীছের সনদ লাভের পর তিনি আবূদাঊদের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যকার 'আওনুল মা'বূদ' প্রণেতা আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদীর (১৮৫৭-১৯১১) খিদমতে হাযির হন। গবেষক তানযীল ছিদ্দীক্বী বলেন, 'যদিও প্রবল ধারণা এই যে, এর পূর্বেও মাওলানা বেনারসী আল্লামা আযীমাবাদীর নিকট থেকে কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আল্লামা সায়েফ বেনারসীকে আল্লামা আযীমাবাদীর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করা হয়। স্বীয় সম্মানিত পিতার পর সবচেয়ে বেশী জ্ঞানার্জনের সুযোগও তিনি মুহাদ্দিছ ডিয়ানবীর কাছেই পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষকের অত্যন্ত স্নেহভাজন ও অনুগত ছিলেন'।[১০]

পাটনার গোঁড়া হানাফী মৌলভী ওমর করীম ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ছহীহুল বুখারীর বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করলে স্বীয় শিক্ষক আযীমাবাদীর উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় তার জবাবে তিনি মূল্যবান গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। আযীমাবাদী এসব গ্রন্থ লেখার জন্য বেনারসীকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেন, গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন এবং কতিপয় গ্রন্থের অত্যন্ত মূল্যবান অভিমত লিখে দিয়ে প্রিয় শিষ্যের সাহসের পারদ বৃদ্ধি করেন। এমনকি অনেক সময় জবাব লেখার পর তাকে পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার পর্যন্ত করেন। মাওলানা সায়েফ বেনারসী লিখেছেন, 'মাওলানা আযীমাবাদী অধমের হাদীছের অন্যতম শায়খ ছিলেন এবং অক্ষমের উপর অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। বিশেষ করে আমার রিসালাগুলি দেখে তিনি খুবই খুশী হতেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেগুলি নিরীক্ষণ করে অভিমত লিখে দিতেন এবং এজন্য সব রকমের সহযোগিতা প্রদান করতেন'।[১১]

অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী :

শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন আনছারী ইয়েমেনী (মৃঃ ১৩২৭ হিঃ) এবং মাওলানা হাফেয আব্দুল মান্নান মুহাদ্দিছ ওয়াযীরাবাদীর (১৮৫১-১৯১৫) নিকট থেকেও তিনি হাদীছের সনদ লাভ করেন।[১২]

শিক্ষকতা :

দাওরা ফারেগ হওয়ার পর মাত্র ১৬ বছর বয়সে পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। ১৩৩০ হিজরী থেকে নিয়মিতভাবে ছহীহায়েন ও তাফসীরের দরস প্রদান শুরু করে দেন। ১৩৩১ হিজরীতে মাদরাসা সাঈদিয়াহ ইসলামিয়ার শায়খুল হাদীছ পদে বরিত হন। ১৩৬৮ হিজরী পর্যন্ত তিনি মোট ৩৯ বার ছাত্রদেরকে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের দরস প্রদান করেন। ৪০তম দরস চলাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৩] এটিই মাওলানার জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

হাদীছ পাঠদান পদ্ধতি :

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি স্বীয় যুগে ইলমুর রিজাল-এর ইমাম ছিলেন। পাঠদানের সময় খণ্ড, পৃষ্ঠা, প্রকাশকাল সহ হাদীছের মতন পেশ করতেন। আক্বলী ও নাক্বলী দলীল সহ প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব এমনভাবে দিতেন যে, প্রশ্নকারীর নিকট কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকত না। বিশেষত কিতাবুল ইলম ও কিতাবুল ঈমান-এর উপর তাঁর দরস হ'ত অসাধারণ।[১৪]

সায়েফ বেনারসীর যোগ্য ছাত্র মাওলানা ফায়যুর রহমান ছাওরী (মুফতী, দারুল হাদীছ, মউ) বলেন, 'আজ আল্লামা আলবানীর গ্রন্থ সমূহ এবং তার তাহক্বীক্বগুলি যখন দেখি তখন সায়েফ বেনারসী (রহঃ)-এর দরসের দৃশ্য মানসপটে জেগে ওঠে। মাওলানা সায়েফ বেনারসী দলীল-প্রমাণ সহ এমন সুন্দরভাবে তাঁর মতামত উপস্থাপন করতেন যে, শ্রোতা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে যেত। বুঝানোর দক্ষতায় তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ ছিল না'।[১৫]

জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস-এর সাবেক শায়খুল জামে'আহ মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম সালাফী বলেন, 'তাঁর অস্তিত্ব ও দরসে হাদীছ উম্মতের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি নে'মত ছিল। তিনি ঐ সকল সম্মানিত শায়খুল হাদীছের স্মৃতি জাগরূক করে দিয়েছিলেন, যারা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত স্মৃতিশক্তি এবং হাদীছ ও রিজালের গ্রন্থ সমূহের উপর পূর্ণ দক্ষতার ফলে এক জীবন্ত লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছিলেন। আশপাশ ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে অগণিত ছাত্র এসে তাঁর হাদীছের দরসে অংশগ্রহণ করত। তিনি পূর্ণ ৪০ বছর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে বুখারী ও মুসলিমের দরস দিতে থাকেন।[১৬]

হজ্জব্রত পালন :

মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী জীবনে দু'বার হজ্জ সম্পাদন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৩৩০ হিজরীতে তিনি প্রথম হজ্জ পালন করেন। এ সফরে হজ্জ শেষে মুসলিম দেশ

৮. *মাওলানা ফযল হুসাইন বিহারী, আল-হায়াত বা'দাল মামাত (দিল্লী : আল-কিতাব ইন্টারন্যাশনাল, তা.বি), পৃঃ ৪০৩।*
৯. *দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৪৩; মাসলাকে আহলেহাদীছ পর এক নযর, পৃঃ ৪১।*
১০. *দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৪৩।*
১১. *দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৩৪-৩৫, ৪৩, ৭০২।*
১২. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২১।*
১৩. *মাওলানা মুহাম্মাদ মুক্তাদী আছারী উমারী, তাযকিরাতুল মুনাযিরীন (লাহোর : দারুন নাওয়াদির, ২০০৭), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১।*
১৪. *ঐ, ১/৩২১।*
১৫. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৩।*
১৬. *মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাকীম সালাফী, 'আল্লামা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম ছাহেব সায়েফ বেনারসী এবং উন কী তাছানীফ', মাসিক মুহাদ্দিছ (উর্দূ), বেনারস, ভারত, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।*

সমূহ, মিসর, বায়তুল মুক্বাদ্দাস প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু ৯ই যিলহজ্জ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত করার সুযোগ হয়নি। এর ১৪ বছর পর ১৩৪৪ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ পালন করেন। এবার তাঁর মদীনা যিয়ারতের স্বপ্ন পূরণ হয়। মাওলানা বেনারসীর এই দ্বিতীয় হজ্জ সফর তাঁর জীবনের স্মৃতিময় সফর ছিল। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৯-১৯১৫) ও মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর (১৮৯০-১৯৪১) মতো খ্যাতিমান আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। হেজাযের আলেমগণ তাঁর দরস ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা এক বাক্যে তাঁর ইলমী গভীরতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। মক্কা মুকাররমার কাযী শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বালহীদ, মদীনার শাসক শায়খ ইবরাহীম আলে সাবহান, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আলী তুর্কী, কাযী শায়খ মাহমূদ আলী মিসরী প্রমুখের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতবিনিময় হয়। মদীনার শাসক শায়খ ইবরাহীম বেনারসীর জ্ঞান-গরিমায় এতটাই প্রভাবিত ও মুগ্ধ হন যে, অনেক পীড়াপীড়ি করে তাঁকে মসজিদে নববীতে জুম'আর খুৎবা দিয়ে প্রদান করান। এই সফরে তিনি বিভিন্ন আলেম ও মাশায়েখ-এর কাছ থেকে ইলমী ফায়েদা হাছিল করেন এবং অনেক ছাত্র তাঁর ইলমী সুধা পান করে পরিতৃপ্ত হয়। বিশেষত বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ)-এর প্রপৌত্র শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ (১৩১৫-১৩৮৬ হিঃ) ছুলাছিয়াতে বুখারী শুনিয়ে তাঁর কাছ থেকে হাদীছর সনদ গ্রহণ করেন।[১৭]

দাওয়াত ও তাবলীগ :

ইসলামের প্রচার-প্রসারে মাওলানা সায়েফ বেনারসী অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি কুরআন-সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসার এবং শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার দূরীকরণের নিমিত্তে তা'য়ীদুল ইসলাম নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। আলাবীপুরার (বর্তমান নাম আলীপুরা) বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে বড়হিয়াদাঈ মসজিদে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে তিনি উক্ত মসজিদে আলোচনা পেশ করেন। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম'-এর পক্ষ থেকে আয়োজিত অধিকাংশ জালসার তিনি রওনক ছিলেন। বেনারসে কাদিয়ানীরা তাদের অপতৎপরতা শুরু করলে ১৯৩০ সালে বেনারসের মদনপুরা মহল্লায় 'ইশা'আতুল ইসলাম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা বেনারসী এই সংগঠনের প্লাটফর্ম থেকে বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে কাদিয়ানীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।[১৮] ১৯৩১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর দিল্লীর রহমানিয়া মাদরাসার ১০ম বার্ষিক জালসায় তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।[১৯]

১৯৩৬-৪০ সাল পর্যন্ত তাঁর দাওয়াতী প্রোগ্রাম বন্ধ ছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁর জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিল। এমনকি মসজিদেও তাঁর পিছে গোয়েন্দা লেগে থাকত। তাছাড়া বেনারসের যেলাগুলিতে বক্তব্য প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সাথে সাথেই পাড়া মহল্লায় তাঁর বক্তৃতা শুরু হয়ে যায়। ১৯৪১-৪৪ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক সপ্তাহে বেনারসে তাঁর বক্তৃতা হ'ত। শুধু মুসলমানদের মধ্যেই তাঁর বক্তৃতা সীমিত থাকত না। বরং আর্য সমাজীদের বার্ষিক আলোচনা সভাতেও (কীর্তন) তিনি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হ'তেন।

বেনারস ছাড়া ইউপি (উত্তর প্রদেশ), সিপি (মধ্য প্রদেশ), বিহার ও বাংলায় আহলেহাদীছদের বার্ষিক জালসা সমূহে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। একটা সময় ছিল যখন ভারতবর্ষে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী (১৮৭৪-১৯৫৬) ও মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী ছাড়া আহলেহাদীছদের কোন জালসা জমত না। ভারতের অধিকাংশ স্থানে মাওলানা সায়েফ বেনারসী আহলেহাদীছ জামা'আতের জালসা সমূহে বক্তা হিসাবে অংশগ্রহণ করতেন। ইউপির সম্ভবত এমন কোন শহর বাকী ছিল না যেখানে তিনি বক্তৃতা দেননি। তাঁর বক্তব্যের জাদুকরী শক্তি সকল মাযহাব ও শ্রেণীর মানুষকে আকর্ষণ করত। সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সবার কাছেই তিনি সমানভাবে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী আখবারে আহলেহাদীছ পত্রিকায় লিখেছেন, 'আশ্চর্যের বিষয় হল যে, মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসীর অনুপস্থিতি শ্রোতামণ্ডলীর কাছে বেশ কষ্টকর মনে হ'ত। তারা জিজ্ঞাসা করত, তিনি কেন আসেননি? পাঞ্জাবে মৌলভী ছাহেবের এই গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যতই ঈর্ষা করা হৌক না কেন তা কমই হবে'।[২০]

তিনি কোন মসলিসে উপস্থিত হ'লে সেখানকার পরিবেশ কেমন হ'ত তা জনৈক কবির নিম্নোক্ত পংক্তিতে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে-

سیف بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف کس گھات سے
کفر کی گردن کٹے گی آج ان کے ہاتھ سے

একদিকে সায়েফও বসে আছেন সুযোগের অপেক্ষায়
আজ তাঁর হাতে কর্তিত হবে কুফুরীর গর্দান'।[২১]

পিতার মৃত্যুর পর বেনারসে ঈদায়নের নিয়মিত ইমাম হিসাবে তিনি যোগ্যতার সাথে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। বেনারসের আহলেহাদীছ জামা'আত পিতার যোগ্য উত্তরসুরী হিসাবে তাকে বেনারসের ইমাম হিসাবে বরণ করে নেয়।[২২]

১৭. *তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৩২২; দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৪৫-৪৬।*
১৮. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৫।*
১৯. *আস'আদ আ'যমী, তারীখ ওয়া তা'আরুফ মাদরাসা দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লী (মৌনাথভঞ্জন : মাকতাবাতুল ফাহীম, ফেব্রুয়ারী ২০১৩), পৃঃ ২৩৮।*
২০. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৫-৩২৬।*
২১. *ঐ, পৃঃ ৩২৬।*
২২. *তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৩২৩।*

বেনারসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র প্রচার-প্রসারে পিতা-পুত্রের অবদান চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে।

রাজনৈতিক জীবন :

রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি 'অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসে'র সাথে জড়িত ছিলেন এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন।[২৩] বেনারসীর ভাতিজা মাওলানা আব্দুল হান্নান বেনারসীর (১৯২৫-১৯৯৬) ভাষ্য মতে তিনি ১৯৩৬-৪০ সাল পর্যন্ত 'বেনারস কংগ্রেস কমিটি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।[২৪] তিনি ইংরেজ সরকারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সরকার বিরোধী জ্বালাময়ী ভাষণের কারণে তাঁকে কয়েকবার জেলের ঘানি টানতে হয়েছে।[২৫]

গবেষক মুহাম্মাদ উযাইর শামস বলেছেন, وله مساهمة فعالة في تحرير الهند من أيدى الإنجليز، فقد خطب مرات ضد الحكم الإنجليزى ... وقد ساهم فى حركة الخلافة أيضا– 'ইংরেজদের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকর অবদান রয়েছে। তিনি অনেকবার ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন।... তিনি খেলাফত আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন'।[২৬]

অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স ও বেনারসী :

মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' শীর্ষক সর্বভারতীয় আহলেহাদীছ সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[২৭] তিনি এর প্রতিষ্ঠা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার সাথে আমিও ঐক্যমত পোষণ করছি এবং দো'আ করছি, আল্লাহ তা'আলা যেন এর সুফল দান করেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হ'ল, আরাহ-এর বার্ষিক জালসা সন্নিকটে। এই আহলেহাদীছ কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠা অবশ্যই যেন সেই জালসাতে হয়'।[২৮] বস্তুতঃ সাংগঠনিকভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচালনার নিমিত্তে ১৯০৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর বিহারের আরাহ যেলায় অবস্থিত 'মাদরাসা আহমাদিয়াহ'-এর বার্ষিক জালসায় উক্ত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৯]

তিনি উক্ত সংগঠনের অনেক বড় খাদেম ছিলেন। সারাজীবন এই সংগঠনের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। মাওলানা ইমাম খান নওশাহরাবী (১৮৯০-১৯৬৬) লিখেছেন, 'উত্তর প্রদেশ বরং সমগ্র দেশে আহলেহাদীছদের জালসা সমূহে তাঁর অংশগ্রহণ যেন ফরযে কেফায়াহ-এর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আহলেহাদীছ কনফারেন্সের তিনি প্রথম পারিশ্রমিক বিহীন মুখপাত্র ও বক্তা (بلا تنخواہ سفیر وواعظ) এবং অদ্যাবধি জালসা সমূহের প্রাণস্পন্দন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ইলমের মাধ্যমে আহলেহাদীছ জামা'আতের সেরূপ উপকার হয়েছিল, যেরূপ উপকার তার মরহূম পিতার ইলম ও বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়েছিল। তার খান্দানের কারণে বেনারস আহলেহাদীছ জামা'আতের স্বয়ং একটি মারকায (কেন্দ্র)। আর এই মারকাযের কারণে ইউপি, অযোধ্যা, বিহার ও বাংলার আহলেহাদীছ ভাইয়েরা সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করেছিল'।[৩০]

অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্সের উদ্যোগে প্রত্যেক বছর সাধারণত ৩ দিন ব্যাপী সর্বভারতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ত।[৩১] মাওলানা সায়েফ বেনারসী কনফারেন্সের তৃতীয় জালসায় (পেশাওয়ার, ২৭-২৯শে মার্চ ১৯১৪) রচনা, অনুবাদ, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালের ২৫-২৭শে ফেব্রুয়ারী বেনারসে অনুষ্ঠিত ৫ম বার্ষিক জালসার আহ্বায়ক তিনি নিজেই ছিলেন। যেটি সবদিক থেকে সফল এবং পূর্বের জালসাগুলোর তুলনায় বড় ও ভবিষ্যতের জন্য নমুনা ছিল।[৩২] কনফারেন্সের ষষ্ঠ জালসায় (কলকাতা, ৯-১১ই মার্চ ১৯১৭) তিনি 'বেদ কা ইলহামী হোনা' বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। দলীল ও যুক্তি ভিত্তিক এই বক্তব্যটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালের কানপুর জালসায় (১১-১৩ই এপ্রিল) তিনি 'বেদ আওর কুরআন' (বেদ ও কুরআন) বিষয়ে বক্তব্য দেন। এর প্রত্যুত্তরমূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য আর্য সমাজীরা আবেদন জানালে জালসার সময়সীমা আরো দুই দিন বৃদ্ধি করা হয়। ফলে জালসাটি বিতর্কসভায় পরিণত হয়। আল-হামদুল্লিাহ, এতে তিনি বিজয়ী হন।[৩৩] ১৯৩১ সালের ৬-৮ই নভেম্বর পাটনায় অনুষ্ঠিত ১৭তম জালসায় এবং ১৯৪৩ সালের ২-৪ঠা এপ্রিল মৌ ঈমায় (যেলা আযমগড়) অনুষ্ঠিত জালসায় তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।[৩৪]

বাংলাদেশে বেনারসী :

বাংলাদেশের রংপুর যেলার হারাগাছ বন্দরে ১৯৪৬ সালের ২০শে এপ্রিল মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শীর

---

২৩. *আব্দুর রশীদ ইরাকী, চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ (নয়াদিল্লী : ফরীদ বুক ডিপো, তা.বি.), পৃঃ ২১৬।*
২৪. *তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৩২৫।*
২৫. *দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৪৭; আব্দুর রশীদ ইরাকী, হায়াতে নাযীর (লাহোর : নাশরিয়াত, ২০০৭), পৃঃ ১৭৮।*
২৬. *মুহাম্মাদ উযাইর শামস, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু (বেনারস : জামে'আ সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খ্রিঃ), পৃঃ ২৭০।*
২৭. *প্রফেসর ড. আব্দুল গফূর রাশেদ, আহলেহাদীছ মনযিল বহ্ মনযিল (লাহোর : মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান, ১ম প্রকাশ, মে ২০০১), পৃঃ ১২০।*
২৮. *তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৩২৪; তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৭।*
২৯. *মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী সারগুযাশত (লাহোর : আল-মাকতাবাতুস সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১২), পৃঃ ১৪; আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী, সীরাতে ছানাঈ (দিল্লী : আল-কিতাব ইন্টারন্যাশনাল, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৮৯), পৃঃ ৩০৬-৩১০।*
৩০. *নওশাহরাবী, তারাজিম, পৃঃ ২৯১-২৯২।*
৩১. *মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (লাহোর : মাকতাবা মুহাম্মাদিয়াহ, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১১), পৃঃ ৬৮।*
৩২. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৭; ভাট্টী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫-১৬; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৭০।*
৩৩. *তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৩২৪।*
৩৪. *ভাট্টী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭, ২০৫-২০৬।*

(১৯০০-১৯৬০) সভাপতিত্বে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত আহলেহাদীছ কনফারেন্সে বাংলার বাহির হ'তে মাওলানা ইসমাঈল সালাফী (গুজরানওয়ালা), মাওলানা আব্দুল্লাহ আরাভী (বিহার), মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসী (বেনারস) প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্সে কাফী ছাহেবকে সভাপতি করে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ' গঠিত হয়।[৩৫]

অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ লীগ ও বেনারসী :

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গতি সঞ্চারের জন্য আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম আহলেহাদীছ জামা'আতের একটি রাজনৈতিক শাখার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। যদিও মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী, মাওলানা আবু মাসঊদ ক্বামার বেনারসী (১৮৯৫-১৯৭২), মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভী (১৮৯৫-১৯৬৩), মাওলানা আব্দুল মজীদ হারীরী বেনারসী (১৮৯৪-১৯৭২) প্রমুখ আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় ছিলেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী দূরদৃষ্টি দিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতঃ তাঁর আখবারে আহলেহাদীছ পত্রিকায় এ বিষয়ে আলেমদের মতামত জানতে চান।[৩৬] অনেকে এর বিরোধিতা করলেও অধিকাংশ আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা এর পক্ষে মত দেন। অবশেষে ১৯৩২ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জমঈয়তে তাবলীগে আহলেহাদীছ কনফারেন্সে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী (মৃঃ ১৯৪৩), ডা. সাঈদ ফরীদ (দারভাঙ্গা), মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী ও মাওলানা ক্বামার বেনারসীর উপস্থিতিতে 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ লীগ' গঠিত হয়। উক্ত জালসায় লীগের নিম্নোক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতিমালা গৃহীত হয়। (১) সংগঠনের নাম 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ লীগ' (২) রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রদান (৩) শুধু আহলেহাদীছরাই এ সংগঠনের সদস্য হবে (৪) লীগের তিনটি মজলিস বা পরিষদ থাকবে। (ক) মজলিসে 'আম্মাহ (সাধারণ পরিষদ) : যেকোন আহলেহাদীছ ব্যক্তি এর সদস্য হ'তে পারবেন। (খ) মজলিসে মুনতাযিমাহ (ব্যবস্থাপনা পরিষদ) : এর সদস্যরা মজলিসে 'আম্মাহ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং এ পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হবে ২৪। ৫ সদস্যে কোরাম হবে। (গ) মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী পরিষদ) : এটি মজলিসে মুনতাযিমাহ কর্তৃক নির্বাচিত হবে এবং এর সদস্য সংখ্যা হবে ১১ জন। সারা বছর সাধারণ পরিষদের বৈঠক হবে এবং তিন মাস পরপর ব্যবস্থাপনা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রয়োজনানুপাতে মজলিসে আমেলার নির্বাচন হবে।[৩৭]

মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী উক্ত কনফারেন্সে তিন মাসের জন্য মাসয়িকভাবে সভাপতি নির্বাচিত হন। পুনরায় ১৯৩৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর (২১শে শা'বান ১৩৫২ হিঃ) ছাপরায় ডা. সাইয়িদ মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের জীলানীর (মাদ্রাজ) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লীগের দ্বিতীয় কনফারেন্সে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি এবং তাঁর ভাই মাওলানা ক্বারী আহমাদ সাঈদ বেনারসী (১৮৯১-১৯৬৪) সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।[৩৮] ব্যবস্থাপনা পরিষদের জন্য মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী (গুজরানওয়ালা), মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভী (লাহোর), মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (দিল্লী), হাকীম আব্দুল হান্নান (সম্পাদক, মুসলিম আহলেহাদীছ গেজেট), আব্দুল খাবীর (পাটনা), আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভী (আরাহ, বিহার), মুনীরুদ্দীন আনওয়ারী (কলকাতা), খায়রুল আনাম (ঐ), আব্দুল জাব্বার (ঢাকা) প্রমুখকে মনোনীত করা হয়।[৩৯]

জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দের সাথে সম্পৃক্ততা :

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাওলানা সায়েফ বেনারসী 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ'-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর আছরের ছালাতের পরে অমৃতসরের ইসলামিয়া হাইস্কুলের প্রশস্ত কক্ষসমূহে জমঈয়তের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাওলানা সায়েফ বেনারসী অংশগ্রহণ করেন।[৪০]

পত্রিকা প্রকাশ ও প্রবন্ধ লিখন :

তরুণ বয়সেই মাওলানা সায়েফ বেনারসী প্রবন্ধ লেখা শুরু করেছিলেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পাদিত আখবারে আহলেহাদীছ পত্রিকায় তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। তিনি ১৩৩০ হিজরীতে কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসার, শিরক ও বিদ'আতের খণ্ডন এবং তাক্বলীদে শাখছীর মূলোৎপাটনের জন্য 'আস-সাঈদ' নামে দারানগর, বেনারস থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৪১] কিন্তু কিছুদিন পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। সবদিক থেকেই এটি একটি অনন্য পত্রিকা ছিল। পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য কোন দিন-তারিখ নির্ধারিত ছিল না। প্রত্যেক সংখ্যা স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে বের হ'ত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৬। এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি আখবারে আহলেহাদীছ (অমৃতসর), মুসলিম আহলেহাদীছ গেজেট, আখবারে মুহাম্মাদী (দিল্লী) ছাড়াও, মুনীর, মদীনা, আল-হুদা প্রভৃতি পত্রিকায় তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখতেন।[৪২]

[চলবে]

---

৩৫. *ভাট্টী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৮৬, ৪৭০।*

৩৬. *আখবারে আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ২৪শে জুলাই ১৯৩১ সংখ্যা দ্রঃ।*

৩৭. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৪৬-৪৮, ৩২৭।*

৩৮. *ড. মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন, তারীখে আহলেহাদীছ (লাহোর : মাকতাবা ইসলামিয়াহ, মে ২০১১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২৪-৬২৫; তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৭।*

৩৯. *তারীখে আহলেহাদীছ ১/৬২৫। গৃহীত : মুসলিম আহলেহাদীছ গেজেট, বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪, পৃঃ ৪।*

৪০. *দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৪৮-৪৯; ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা, পৃঃ ১৩০-১৩২, টীকা ৮১ দ্রঃ।*

৪১. *মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাকীম সালাফী, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী ছিহাফাতী খিদমাত (বেনারস : আল-ইয়যাহ ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০১৪), পৃঃ ৩০; আব্দুর রশীদ ইরাকী, তাযকিরাতুন নুবালা ফী তারাজুমিল ওলামা (লাহোর : বায়তুল হিকমাহ, ২০১৪), পৃঃ ৯৭।*

৪২. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৮-২৯; তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৩২৫-২৬।*

তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব

*মা'রূফ বিন আব্দুল্লাহ**

তাবলীগী ইজতেমার আখেরাতমুখী ও ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ ঈমানী পরিবেশে পরকালীন পাথেয় হাছিল এবং বিপুল নেকী অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। অথচ অনেকেই তা অবহেলায়, অলসতায় হারিয়ে ফেলে। আলোচ্য নিবন্ধে কতিপয় আমলের কথা উল্লেখ করা হ'ল, যার মাধ্যমে তাবলীগী ইজতেমার দুই দিন আখেরাতের পাথেয় হাছিল করা যেতে পারে।

(১) বিশুদ্ধ দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা :

ইজতেমায় দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন বিষয়ের উপরে দলীলভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন। সেসব শুনে দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করে সে মোতাবেক আমল করতে পারলে জান্নাতের পথ সুগম হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ- وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ- 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আর ফিরিশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন'।[১]

(২) জামা'আতবদ্ধ থাকার শিক্ষা :

সংগঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দু'দিনের জন্য দুনিয়াবী নানা ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে একত্রিত হওয়া জামা'আতবদ্ধ থাকার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যা দুনিয়া ও আখেরাতে রহমত লাভ এবং জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকার সৌভাগ্য অর্জনে সহায়ক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হ'ল আযাব'।[২] তিনি আরো বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَمَنْ أَرَادَ بَحْبُحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ 'জামা'আতবদ্ধভাবে থাকা এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থাকা তোমাদের জন্য আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে'।[৩]

(৩) আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ :

আল্লাহ্র জন্য ভালবেসে সারাদেশের দ্বীনী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ ঈমানের পূর্ণতা আনে, ইসলামের সবচেয়ে মযবূত হাতল ধরতে শেখায়। যারা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসরণে সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী, কুফরী ও শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমল থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকেন, তারাই তো আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসা লাভের সবচেয়ে বেশী হকদার। আর পরস্পরকে ভালবাসা যদি কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হয়, তবে তাদের জন্য আল্লাহ্র ভালবাসাও অবধারিত হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, : قَالَ اللهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ 'মহান আল্লাহ বলেন, আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত রাখে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যায়'।[৪] তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلاَلِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ 'আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালবাসা স্থাপন করে, তাদের (বসার) জন্য হবে নূরের মিম্বর, যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন'।[৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইসলামের সবচেয়ে মযবূত হাতল হ'ল, وَالْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে সম্প্রীতি স্থাপন করা এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিদ্বেষ পোষণ করা'।[৬]

(৪) ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া :

ইজতেমায় আগত হাযার হাযার দ্বীনদার, পরহেযগার ও ছহীহ আক্বীদা-আমলের দ্বীনী ভাইদের এত বড় সমাবেশে বসে দ্বীনী আলোচনা শুনলে সকলের ঈমান বহুগুণ বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ফলে নিজের জীবনে ইসলামের নবজাগরণ সূচিত হ'তে পারে। দুনিয়ার মোহ ও ব্যস্ততা ছেড়ে দু'দিন ঈমানী পরিবেশে থাকা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

হানযালাহ ইবনু রুবাইয়ি' আল-উসায়দী (রাঃ) বলেন, একবার আমার সাথে আবূবকর (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হ'লে তিনি বলেন, কেমন আছো হানযালাহ? আমি বললাম, হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, এটা কি বলছ হানযালাহ! আমি বললাম, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে থাকি এবং তিনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নাম স্মরণ করিয়ে দেন, তখন (মনে হয়) আমরা যেন তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছ থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী-সন্তানাদি, ক্ষেত-খামার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন সেসব অনেকটাই ভুলে যাই। তখন আবূবকর (রাঃ) বললেন, আমরাও এরূপই অনুভব করি। এরপর আমি ও আবূবকর

* রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর।

১. আবূদাঊদ হা/৩৬৪৩; তিরমিযী হা/২৬৪৬; ইবনে মাজাহ হা/২২৩।
২. আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯; ছহীহাহ হা/৬৬৭।
৩. আহমাদ হা/১১৪; যিলালুল জান্নাহ হা/৮৯৭, সনদ ছহীহ।
৪. আহমাদ হা/২২০৩০; মুওয়াত্ত্বা হা/১৭৭৯; মিশকাত হা/৫০১১; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৩১।
৫. আহমাদ হা/২২০৮০; তিরমিযী হা/২৩৯০; মিশকাত হা/৫০১১, সনদ ছহীহ।
৬. আহমাদ, বাইহাক্বী, শুআবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫০১৪; ছহীহাহ হা/৯৯৮, ১৭২৮; ছহীহুল জামে' হা/২০০৯।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম। তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, সে আবার কেমন কথা? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন মনে হয় তা যেন আমাদের চোখের দেখা। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে যখন স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন জান্নাত-জাহান্নামের কথা অনেকটাই ভুলে যাই। এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর কসম! যদি তোমরা সবসময় ঐরূপ থাকতে যেরূপ আমার কাছে থাকো। সবসময় যিকির-আযকার কর, তাহ'লে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের চলাচলের পথে তোমাদের সাথে মুছাফাহা করতেন। কিন্তু হে হানযালাহ্! কখনো কখনো এরূপ (এ অবস্থা) হবেই। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন'।[৭]

(৫) আল্লাহ্র রাস্তায় দিন-রাত্রি অতিবাহিত করা :

ইজতেমার দু'টি দিন দ্বীনের মহব্বতে অতিবাহিত করতে পারলে নিঃসন্দেহে তা সৌভাগ্যময় হবে। যে ব্যক্তি ইলম চর্চার উদ্দেশ্যে এমন দ্বীনী পরিবেশে অবস্থান করে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাস্তায় থাকে। যা দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَغُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا– 'আল্লাহ্র পথে একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, সেসব কিছুর চেয়েও উত্তম'।[৮]

(৬) ছোট ছোট অসংখ্য নেক আমলের সুযোগ লাভ :

ইজতেমায় আগত দ্বীনী ভাইদের সাথে হাসিমুখে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সালাম-মুছাফাহা, কুশল বিনিময়, বিভিন্নভাবে সাহায্য করা, পথের সন্ধান দিয়ে, খাবার আনতে সহযোগিতা করে, পানি সরবরাহ করে ইত্যাদি কাজ ইখলাছের সাথে পালনের মাধ্যমে নেকীর পাল্লা ভারী করা যায়। নিম্নে এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আমল উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. সালাম-মুছাফাহা করা : ইজতেমায় এসে অনেক দ্বীনী ভাইয়ের সাথে সালাম-মুছাফাহার মাধ্যমে নেকী বৃদ্ধি পায়। ইজতেমা ময়দানে দ্বীনী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে পরস্পরে সালাম বিনিময় ও মুছাফাহা করার সুযোগ লাভ হয়। এতে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, সর্বোত্তম কাজ কী? তিনি বললেন, '(ক্ষুধার্তকে) খাদ্যদান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম প্রদান করা'।[৯]

খ. হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে নেকী লাভ :

ইজতেমা ময়দানে সমবেত কর্মী ও সুধীদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা ও কথা বলা নেকীর কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، 'প্রত্যেকটি সৎকর্মই ছাদাক্বাহ। আর তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভাইয়ের পাত্রে ভরে দেওয়াও সৎকর্মের পর্যায়ভুক্ত'।[১০]

গ. দ্বীনী ভাইকে সাহায্য করার মাধ্যমে নেকী অর্জন : মুসলিম পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। এর ফলে সে আল্লাহ্র সাহায্যের হকদার হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার কষ্টগুলি থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন'।[১১]

ঘ. পানি পান করানোর মাধ্যমে নেকী অর্জন :

ইজতেমা ময়দানে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মুছল্লীর পানি সংকট হ'তে পারে। সে সময় পানি দিয়ে সহযোগিতা করার মাধ্যমে ছাদাক্বার নেকী লাভ করা যায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ.

সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন দান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, 'পানি পান করানো'।[১২]

ঙ. জায়গা প্রশস্ত করে দেওয়া :

অনেক সময় ইজতেমার প্যাণ্ডেলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় খোলা আকাশের নীচে রৌদ্রের মধ্যেও অনেককে বসতে দেখা যায়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে জায়গা করে দেওয়ার মাধ্যমেও নেকী হাছিল করা যায়। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا، 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিস প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা সেটি করে দাও।

৭. *মুসলিম হা/২৭৫০; তিরমিযী হা/২৫১৪; ছহীহাহ হা/১৯৪৮।*
৮. *বুখারী হা/২৭৯২; মুসলিম হা/১৮৮০; মিশকাত হা/৩৭৯২।*
৯. *বুখারী হা/৬২৩৬; মুসলিম হা/৩৯।*
১০. *আহমাদ হা/১৪৮৭৭; তিরমিযী হা/১৯৭০; ছহীহ তারগীব হা/২৬৮৪।*
১১. *বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮।*
১২. *নাসাঈ হা/৩৬৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৮৪, সনদ ছহীহ।*

আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যাও' *(মুজাদালা ৫৮/১১)*।

আদী বিন হাতিম তাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেন, কোন দান বেশী উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সেবার উদ্দেশ্যে গোলাম দান করা অথবা ছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁবু দান করা কিংবা আল্লাহ্র রাস্তায় জওয়ান উষ্ট্রী দান করা'।[১৩]

চ. নিজের পসন্দনীয় বিষয় অন্যের জন্যও পসন্দ করা :

যেকোন কাজ সকলেই আগেভাগে করতে পসন্দ করে। বিশেষভাবে যেখানে জনসমাগম থাকে সেখানে সবাই আগে সুযোগ পেতে চায়। ইজতেমার মত জনসমাবেশে টয়লেট ও গোসলখানায় যেতে ও হাজত পূরণ করতে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া ছওয়াবের কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পসন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পসন্দ করে'।[১৪]

(৭) সফরে দো'আ কবুলের সুযোগ লাভ :

ইজতেমায় আসা, থাকাকালীন এবং যাওয়ার সময় সফররত অবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে বৈধ যেকোন বিষয়ে দো'আ করলে সে দো'আ কবুল হওয়ার আশা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ 'তিন জনের দো'আ সন্দেহাতীতভাবে কবুল হয়- (১) মাযলূম বা নির্যাতিত ব্যক্তির দো'আ (২) মুসাফিরের দো'আ এবং (৩) ছেলের জন্য পিতার বদদো'আ'।[১৫]

(৮) আক্বীদা ও আমল সংশোধন :

বহু আলেমের তথ্যবহুল বক্তব্য শুনে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক আক্বীদা-আমল সংশোধন এবং আখলাক সুন্দর করতে সহায়ক হ'তে পারে তাবলীগী ইজতেমা। সেই সাথে দু'দিন ঈমানী পরিবেশে থাকার মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহভীতি জাগ্রত হবে, দুনিয়াবী জাহেলিয়াত, ফিৎনার পরিবেশ থেকে দূরে থাকায় অন্তরটা কোমল হবে। আল্লাহ্র আনুগত্যে অন্তর্জগত প্রস্তুত হয়ে যাবে। যার নাম আত্মশুদ্ধি। এর সুফল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 'সফলকাম হ'ল সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করল' *(শামস ৯১/৯)*। তিনি আরো বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'সফলকাম হ'ল সেই ব্যক্তি, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল' *(আলা ৮৭/১৪)*।

(৯) দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে নেকী অর্জনের অনুপ্রেরণা লাভ :

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, হক ও ছবরের উপদেশ দান করার অনুপ্রেরণা লাভে ইজতেমার ভূমিকা অনন্য। যা সারা বছর ধরে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে নেকীর পাল্লা ভারী করার মাধ্যম হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئاً وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً-

'যে ব্যক্তি (কাউকে) সৎপথের দিকে আহ্বান করে, সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। তবে তাদের নেকীসমূহ থেকে কিছুই কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপানো হবে। তবে তাদের গোনাহ থেকে কিছুই কম করা হবে না'।[১৬]

(১০) আল্লাহ্র ক্ষমা ও রহমত লাভ :

কুরআন ও হাদীছের আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে অন্তরে 'সাকীনাহ' বা বিশেষ প্রশান্তি লাভ হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ؛ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ- 'যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্র যিকিরে রত হয়, তখনই তাদেরকে ফিরিশতাগণ ঢেকে নেন, তাদেরকে রহমত আচ্ছন্ন করে নেয় এবং তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। আর আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতাগণের কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন'।[১৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন সম্প্রদায় কোন যিকিরের বৈঠকে (কুরআন-হাদীছের আলোচনা) একত্রিত হয়ে বৈঠক শেষে পৃথক হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের বলা হয়- তোমরা চলে যাও, তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছ'।[১৮]

পরিশেষে বলব, তাবলীগী ইজতেমায় নেকী লাভের রয়েছে এক সুবর্ণ সুযোগ। এখানে অংশগ্রহণ করে পরকালীন মুক্তির জন্য সচেষ্ট হওয়া যরূরী। আল্লাহ আমাদের এসব আমলের মাধ্যমে নেকীর পাল্লা ভারী করার তওফীক দান করুন- আমীন!

---

১৩. *তিরমিযী হা/১৬২৬; মিশকাত হা/৩৮২৭, সনদ হাসান।*
১৪. *বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/৪৯৬১।*
১৫. *আবূদাঊদ হা/১৫৩৮; তিরমিযী হা/১৯০৫, হাসান।*
১৬. *মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৭৮।*
১৭. *মুসলিম হা/২৭০০; মিশকাত হা/২২৬১।*
১৮. *ছহীহুল জামে হা/৫৫০৭; ছহীহাহ হা/২২১০।*

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৫ : প্রসঙ্গ কথা

*শামসুল আলম**

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় আসলেই অতীত স্মৃতি মনে পড়ে যায়। মনের আয়নায় ভেসে উঠে ২০০৫ সালের ইজতেমার কথা। সে বছর ইজতেমার দুইদিন আগে ২২শে ফেব্রুয়ারী অপ্রত্যাশিতভাবে সাদা পোষাকধারী শত শত গোয়েন্দা কর্মী নিরাপত্তা দেয়ার মিথ্যা কাহিনী সাজিয়ে নওদাপাড়া মারকায ও আশপাশে অবস্থান নেয়। অতঃপর গভীর রাতে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন শান্তিপ্রিয় দ্বীনী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারকে ঘুম থেকে ডেকে নিয়ে গ্রেফতার করে। একইভাবে 'আন্দোলন'-এর তৎকালীন নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম আযীযুল্লাহকেও একই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, শাহমখদুম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরবর্তীতে সাক্ষাৎ হ'লে আমাদের জানান যে, 'স্যারকে যে গ্রেফতার করা হবে তা আমরা ঘটনার রাত ১১-টার পরে জানতে পারি। তখন তিনি নাকি এও বলেছিলেন যে, 'কেন ড. গালিব স্যারকে গ্রেফতার করব? উনি তো জঙ্গী নন?' পরদিন ট্রাকটার্মিনালের বিশাল ময়দানে প্রস্তুতকৃত ইজতেমার স্টেজ, প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে চুরমার করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শত শত মুছল্লী চোখের পানি মুছতে মুছতে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয়। বিষয়টি আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, কেন এমনটি হচ্ছে। কি অপরাধ আমাদের?

অতঃপর বিলম্বে হ'লেও আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'ল যে, এটা ছিল স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তবে আমাদের ধারণা ছিল, ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী চার দলীয় জোট সরকার আমাদের নেতৃবৃন্দকে এভাবে গ্রেফতার করতে পারে না। কেন করবে, তার তো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে হবে? অতএব দ্রুত তাঁদেরকে ছেড়ে দিবে। কিন্তু না সকল হিসাব-নিকাশ পণ্ড হয়ে গেল, যখন দেখলাম রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি যেলাতে মোট ১১টি মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। নাটোরে তো রীতিমত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা হ'ল। তবে পরে এটা উঠিয়ে নেয়া হয়। মামলার ধরনগুলো হ'ল ব্যাংক ডাকাতি, নাট্যমঞ্চে বোমা হামলা, বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদি।

সেদিন নওদাপাড়া মাদ্রাসাকে শত শত পুলিশ, র‍্যাব, আর্মি সহ গোয়েন্দা বাহিনী দ্বারা চারিদিক থেকে সশস্ত্র পাহারায় ঘিরে ফেলা হ'ল। এ সন্দেহে যে, মাদরাসার ভিতরে শত শত জঙ্গী সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করছে। তাদের ধারণা, জঙ্গীরা হয়তোবা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর পাল্টা হামলা চালাতে পারে। পরদিন সকালে নিশ্চিত গ্রেফতার হব ভেবেও দুঃসাহসিকতার সাথে র‍্যাব, আর্মি, ব্যাটেলিয়ান-পুলিশের ব্যারিকেড ভেদ করে মাদ্রাসায় প্রবেশ করি। প্রথমে পূর্ব পার্শ্বে অতঃপর পশ্চিম পার্শ্বে ছাত্রদের মাঝে গিয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা ও সাহস যোগাই। আতংকিত অনেক কচি-কাঁচা কান্নাকাটি করছিল প্রশাসনের এই যুদ্ধংদেহী মহড়া দেখে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একটা মহল থেকে সুর উঠল ড. গালিবকে ফাঁসি দিতে হবে। তাঁর দলকে নিষিদ্ধ করতে হবে। আর সেকারণেই হয়ত স্যারকে জেলখানায় ফাঁসির সেলে রাখা হয়েছিল। আরও কত কি? ওরা সত্যকে মিথ্যার চাদরে আবৃত রেখে প্রায় অর্ধশত নির্দোষ নেতা-কর্মীকেও গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করল। ঘরছাড়া করল হাযার হাযার কর্মীকে। কিছুদিন পর পুলিশী আতঙ্কে হার্ট এ্যাটাক করে মারা গেলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জয়পুরহাটের হাফীযুর ভাই।

ইতিমধ্যে ১৭ই আগষ্ট দেশের ৬৪ যেলায় একযোগে বোমা ফাটানোর মূল নায়ক আব্দুর রহমান ও ছিদ্দীকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাই বলে পরিচিত ২ জন সহ তাদের শীর্ষ নেতাদের ধরা হ'ল এবং বাংলা ভাইকে মেরে ফেলা হ'ল। যেন সরকারের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা কেউ প্রমাণ করতে না পারে।

লক্ষণীয় বিষয় হ'ল ড. গালিব স্যারকে গ্রেফতার করা হ'ল ২২ ফেব্রুয়ারী'০৫। আর দেশের ৬৪ যেলায় বোমা ফাটানো হ'ল প্রায় ৬ মাস পর ১৭ই আগষ্ট ২০০৫ তারিখে। অথচ পুলিশ প্রশাসন বা গোয়েন্দা সূত্রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচার করা হ'ল যে, জেলখানা থেকে ৬৪ যেলায় বোমা হামলার নির্দেশ দাতা হচ্ছেন ডঃ গালিব। আর এক গোয়েন্দা সূত্রে রিপোর্ট প্রকাশ হ'ল, ড. গালিব হ'ল জেএমবির আধ্যাত্মিক গুরু। কি চমৎকার মিথ্যাচার? অথচ সরকার ও সরকারী দলের পৃষ্ঠপোষকতা বা ছত্রছায়ায় লালিত আব্দুর রহমান-বাংলা ভাই গংদের বাঁচানোর জন্যই যে এই নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল, দেশের বিবেকবান প্রত্যেক নাগরিক তা সহজে বুঝতে পেরেছিলেন।

অতঃপর রিমাণ্ড, হাযিরা ও সাড়ে তিন বছর অমানবিকভাবে কারারুদ্ধ থাকার পর ২০০৮ সালে হাইকোর্টের ডাইরেকশন অর্ডারের ভিত্তিতে ৬ মাস পর বগুড়া যেলার নিম্ন আদালত তাকে যামিনে মুক্তি দান করে। ডাইরেকশন অর্ডার প্রদানের পূর্বে হাইকোর্টের বিচারক বলেছিলেন, 'ড. গালিব একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রফেসর হয়ে কি করে যাত্রা মঞ্চে বোমা হামলা করতে পারেন? এটা তো অবিশ্বাস্য। দেশে লক্ষ লক্ষ আহলেহাদীছের অনুসারী সবাই তো আর সন্ত্রাসী নয়। ভাবলাম, মূল বিষয়টি অন্যখানে।

কারারুদ্ধ ড. গালিব স্যারকে নিয়ে যখন এক জেলখানা থেকে আরেক জেলখানা, এক যেলা থেকে আরেক যেলায় টানা-হেচড়া চলতে থাকে, তখন এ দৃশ্য বাংলার প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ দেশের সর্বস্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ করল। তারা এই নাটকীয় গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নেতা-কর্মীরা বেরিয়ে

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পড়ল মাঠে-ময়দানে। হাযার হাযার মানুষ অশ্রুজসল নেত্রে দো'আ করল মহান করুণাময়ের বারগাহে। অতঃপর আল্লাহ্র অশেষ রহমতে ১৬ মাস পর তিন নেতা এবং দীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পর ২৮শে আগষ্ট ২০০৮ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বগুড়া কারাগার হ'তে মুক্তি লাভ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যার। আলহামদুল্লিাহ। তিনি সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং পরিবারের মাঝে আবার ফিরে আসেন। সবার মুখে হাসি ফুটে। বহু মানুষ তাঁকে এক নযর দেখার জন্য মারকাযে আসতে থাকেন।

একদিন সকালের দিকে মাদরাসায় এক ভদ্রলোক কাকে যেন খুঁজছেন। আমি এগিয়ে গিয়ে পরিচয় জানতে চাইলাম। বললেন, আমি এম. রহমান (আদ্যাক্ষরে নাম) পুলিশ প্রশাসনে চাকুরী করি। পদবী জানতে চাইলে বললেন, এসবির অফিসার। বললাম, কাকে চান? বললেন, ড. গালিব স্যারের সাথে দেখা করতে চাই। বললাম, কেন? বললেন, এমনিতেই।

স্যার তখন ওপরে কাজে ব্যস্ত। তাকে নিয়ে 'আন্দোলন' অফিসে বসে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে তার সাথে অনেকটা ভাব তৈরী হয়ে গেল। এক পর্যায়ে আমীরে জামা'আতের গ্রেফতার নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলতে লাগলেন সেদিনের কথা। তিনি বললেন, সেদিন আমি ঢাকা এসবি হেড অফিসে দায়িরত ছিলাম। তখন আমাদেরকে ওপর থেকে নির্দেশ দেয়া হ'ল, এখনি রাজশাহী রওয়ানা দিতে হবে। কারণ রাজশাহীর নওদাপাড়া মাদ্রাসাতে ড. গালিবের নেতৃত্বে শত শত জঙ্গী সশস্ত্র অবস্থান করছে। রাতেই সেখানে পৌঁছতে হবে এবং সম্পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ওখানে অবস্থান নিতে হবে। নির্দেশ মোতাবেক ঢাকা থেকে এক বিরাট বহর (এসবি টিম) রাজশাহীতে আনা হ'ল এবং মাদ্রাসাকে ঘেরাও করা হ'ল। গমনাগমনের পথেও অবস্থান নেয়া হ'ল। দু'একদিন অবস্থান নেয়ার পর আমরা বললাম, কোথায় সেসব সশস্ত্র জঙ্গী? আমরা তো দেখছি মাদ্রাসার নিরীহ ছাত্ররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। খেলাধূলা ও পড়ালেখা নিয়ে তারা ব্যস্ত। তিনি বললেন, আমার আর বুঝতে বাকী রইল না যে, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবে কেন আমাদেরকে এভাবে পাঠানো হ'ল? তিনি তার বসকে বললেন, স্যার! আমাদেরকে কেন এই কাল্পনিক কাজে আনা হ'ল? মূলতঃ পুরো ঘটনাই ছিল ভুঁয়া এবং আইওয়াশ। তিনি বললেন, দেখেন হুযুর! একটি দেশের সরকার এবং তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের যদি এত অদূরদর্শিতা থাকে তাহ'লে সে দেশটি কিভাবে চলতে পারে? আর বিশ্ব দরবারেই বা আমাদের ভাবমূর্তি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? সেদিন থেকে আমার এই চাকুরীর প্রতি বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। তবে শুধু পেটের দায়ে এই গোলামী করতে হচ্ছে। আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। আপনাদের সম্পর্কে সরকারের ধারণা এখন অনেকটা পরিস্কার। একটা স্বার্থবাদী গ্রুপ কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ড. গালিব স্যার সহ আপনাদের ওপর এই নির্যাতন করা হয়েছে। ড. গালিব স্যার যে হকের ওপর টিকে আছেন, তা আমাদের বুঝতে বাকী নেই। আর এজন্য শুনেছি পুলিশ প্রশাসনেরও বহু লোক আহলেহাদীছ হয়ে গেছে। আমিও একজন আহলেহাদীছ। আমি বহু দূর থেকে স্যারকে এক নযর দেখতে এসেছি। পত্র-পত্রিকা, টিভিতে উনার নাম, ছবি বহু দেখেছি আজ স্বচক্ষে দেখতে চাই এবং স্যারের কাছ থেকে দো'আ নিতে চাই।

ইতিমধ্যে স্যার নিচে নেমে আসলেন। স্যারের সাথে সাক্ষাত হ'ল। দীর্ঘ সময় ধরে কথা হ'ল। বিদায়কালে আবেগঘন কণ্ঠে তিনি বললেন, স্যার! সেদিন আপনার এখানে এসেছিলাম আপনাকে গ্রেফতার করতে, আর আজ আসলাম আপনার কাছ থেকে ক্ষমা ও দো'আ নিতে। স্যার আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, প্রকৃত সন্ত্রাসীদের না ধরে আমরা আপনাদের মত দেশপ্রেমিক এবং উঁচু দরের আলেমগণের উপর নির্যাতন করে যাচ্ছি। জানি না হয়তবা অচিরেই আমাদেরকে এর খেসারত দিতে হবে।

এরপরই ক্ষমতায় পালাবদল হ'ল। গোয়েন্দা প্রধান সহ অনেকে বন্দী হ'লেন। আদালতের রায়ে ফাঁসির আসামী হ'লেন। অনেকে রাজনৈতিক কারণে মৃত্যুবরণ করলেন। অনেকে বিদেশে পালিয়ে গেলেন। অনেকে কৃত অপরাধের দায় স্বীকার করে স্যারের কাছে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু ততক্ষণে জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেল।

পরিশেষে সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল ভাইদেরকে বলব, দেশের অভ্যন্তরে এরকম জঘন্য মিথ্যাচারের পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে। মনে রাখবেন, আপনার কলমের একটি খোঁচায় দেশ ও জাতির যেমন কল্যাণ হ'তে পারে, তেমনি মুহূর্তে ধ্বংসও ডেকে আনতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহিতার ভয় করুন! মিথ্যাবাদীদের ভয়াবহ পরিণতি স্মরণ করুন! আল্লাহ আমাদের এই স্বাধীন-সুন্দর মুসলিম দেশটিকে রক্ষা করুন এবং সকল মযলূম, সম্মানী মানুষ ও আলেম-ওলামাকে হেফাযত করুন- আমীন!!

ইসমাইল এন্ড ব্রাদার্স
ISMAIL & BROTHERS

দেশী-বিদেশী যাবতীয় কাগজ, বোর্ড, খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

ফোন : ০২৫-৭৩৯০৬০৫ মোবাইল : ০১৭১৫-৫৯৫৯৪৫

৬/৭, জুমরাইল লেন, (আরমানীটোলা), নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

Contents

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ : টুকরো স্মৃতি

*মুহাম্মাদ বেলাল বিন কাসেম**

মাঝ রাত ধরে চলা ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব ট্রেনে বসে অনুভব করতে না পারলেও রাজশাহী রেলষ্টেশনে নেমে ঘুম জড়ানো চোখে রাস্তার উপরে ক্ষতিগ্রস্ত তোরণ, বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকা গাছের ভাঙ্গা ডাল, মাঝে মাঝে জমে থাকা পানি দেখে বুঝতে পারলাম শহরটাকে ফাল্গুন মাসের হঠাৎ আসা বর্ষণ ভালোই ভিজিয়েছে। তাবলীগী ইজতেমার এখনও দু'দিন বাকী। অটোরিক্সায় বসে মহান আল্লাহ্র কাছে মনে মনে প্রার্থনা করছি ইজতেমার সময়গুলোতে আবহাওয়া যেন শুষ্ক থাকে।

ফজরের ছালাত শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার প্রাতঃভ্রমণের পাশাপাশি তাবলীগী ইজতেমার প্যান্ডেলগুলোও পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে মারকায থেকে রওয়ানা দিয়েছেন প্রায় ১০জন সাথীসহ। সাথীদের মধ্যে পরিচিত আলোচক মাওলানা মোখলেছুর রহমান মাদানীও আছেন। ইজতেমায় পুরুষদের জন্য তৈরী মূল প্যান্ডেল ঘুরে ঘুরে চলমান কার্যক্রম দেখছেন কোথাও কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করছেন। কোথাও সমস্যার কারণে মৃদু ভর্ৎসনা করছেন দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য। বিশাল মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্তপ্যান্ডেল, মঞ্চ, খাবার ও পানির ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন শেষে মাঠের অদূরে নির্মিত টয়লেটসমূহ দেখছেন। যাতে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভাইদের বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধ, শিশুদের টয়লেট ব্যবহারে ও যাতায়াতে সমস্যা না হয়।

প্যান্ডেলের শেষ প্রান্তে আলাদা করে নির্মিত নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-আওন, হাদীছ ফাউন্ডেশন ছাড়া আরো ৩৪টি স্টল ঘুরে দেখে মহিলা প্যান্ডেলের দিকে হাঁটতে থাকলাম। পথিমধ্যে এক ভাই সম্মুখ থেকে মোবাইলের মাধ্যমে সবার ছবি তোলার চেষ্টা করছে দেখে আমীরে জামা'আত ডেকে কাছে এনে জিজ্ঞেস করলেন, ছবি কেন তুলছেন? সহজ-সরল উত্তর আসল, স্যার! ফেসবুকে দেব। আমীরে জামা'আত বললেন, ফেসবুকে ছবি শেয়ার করে অন্যদের নিকট ভালবাসা প্রকাশ করার চেয়ে অন্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা ও নীতি আদর্শকে ধারণ করুন। তাতেই কল্যাণ বেশী হবে। আর বিনাপ্রয়োজনে ছবি উঠানো থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন। ঐ ভাই মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে আমাদের সাথী হ'লেন। এরই মাঝে মহিলা মাদ্রাসার ফটক পেরিয়ে সুবিশাল মাঠের কোণে সবাই দাঁড়িয়েছি। স্যার একে একে রান্নাঘর, প্যান্ডেল, টয়লেট, পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। গত বৎসর ইজতেমায় যেখানে মহিলাদের জন্য একটি প্যান্ডেল ছিল। এ বছর প্যান্ডেলের পরিধি বাড়ানোর সাথে সাথে দু'টি প্যান্ডেল করা হয়েছে।

এছাড়াও ইজতেমার মূল প্যান্ডেলের দক্ষিণে হাইওয়ে রাস্তার পার্শ্ববর্তী জায়গাতেও ও স্থানীয় মহিলাদের জন্য একটি প্যান্ডেল করা হয়েছে। মহিলা মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে হাঁটছি। রাস্তার দু'ধার থেকেই সাধারণ মানুষ সালাম বিনিময় ও সাথে মুছাফাহা করছেন। হাঁটার মধ্যেই সাথীদের মধ্য থেকে কেউ একজন বললেন, পেশাদার বক্তাদের অনেকেই আর্থিক আয়ের ভিত্তিতে যেলায় যেলায় বাড়ি/প্লট ক্রয় করছেন। এ কথা শুনে মাওলানা মোখলেছুর রহমানকে আমীরে জামা'আত জিজ্ঞেস করলেন কি বক্তা ছাহেব! বাড়ি কয়টা করেছ? বক্তারা নাকি বিভিন্ন যেলায় বাড়ি-ঘর করছে? মোখলেছ ছাহেব হেসে বললেন, স্যার অনেকেরই প্লট আছে, কেউ কেউ বাড়িও করছেন। আমীরে জামা'আত বললেন, তোমার কয়টা আছে? উত্তরে হেসে হেসে বললেন, না স্যার এখনও বাড়ি হয়নি। নিকটস্থ দ্বিতল বাড়ি দেখিয়ে বললেন, ঐ বাড়িতে ভাড়া থাকি। স্যার বললেন, সাবধান! ধর্মকে ব্যবসায়ে পরিণত করো না। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই যেন হয় সকল কার্যক্রম। মাওলানা মোখলেছুর রহমান হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সেখান থেকেই বিদায় নিলেন। স্যার অন্যান্য সাথীদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে গত বৎসর ইজতেমায় উপস্থিতির আধিক্যের কারণে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বের পুরো ময়দান জুড়ে পুরুষদের জন্য নির্মিত দ্বিতীয় প্যান্ডেলের কার্যক্রম দেখে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ বাসভবন অভিমুখে রওয়ানা দিলেন।

পথেই দেখা হ'ল সূদূর সাতক্ষীরা (৩১৯ কি.মি.) থেকে ইজতেমার ব্যানার টাঙ্গিয়ে বাইসাইকেলে চড়ে দাওয়াত দিতে দিতে তাবলীগী ইজতেমায় আগমণকারী যয়নাল আবেদীনের (৮০) সাথে। সাতক্ষীরা সদর উপযেলার বাঁশদহা ইউনিয়নের কাওনডাঙ্গা গ্রামে তার বাড়ি। নবম শ্রেণী পাশ যয়নাল আবেদীন। এখনও বেশ নির্ভুল ও স্পষ্ট ইংরেজী বলতে পারেন। তিনি বিশ্বযুদ্ধের দামামা শুনেছেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং ১৯৪৭-এ দেশ ভাগ দেখেছেন। পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ের বাবা যয়নালের নাতি-নাতনীর সংখ্যা ২০ ছাড়িয়েছে। যয়নাল আবেদীন আরও জানালেন যে, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যতদিন তিনি সুস্থ থাকবেন, ততদিন সাইকেল চালিয়ে রাজশাহীর তাবলীগী ইজতেমায় আসবেন। ২০০৪ সাল থেকে পরপর ১৩ বার এবং এবার নিয়ে ১৪ বার ইজতেমায় যোগ দিয়েছেন সাইকেলে এসে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর বিদায়ী ভাষণ শেষে শনিবার বাড়ির উদ্দেশ্যে আবারও সাইকেলে রওয়ানা হবেন তিনি।

বৃহস্পতিবার যোহরের ছালাত আদায় করতে মারকাযের পূর্ব পার্শ্বের মসজিদে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পুরো মসজিদ বারান্দাসহ মুছল্লীদের ভিড়ে ঠাসা। মাঠে অপেক্ষমানের সংখ্যাও কম নয়। গতরাত থেকেই বিভিন্ন যেলা থেকে কর্মী ও সুধীগণ আসছিলেন। যোহরের দিকে জনসমাগম দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে।

কয়েকটা জামা'আত হ'ল যোহরের ছালাতের। আমীরে জামা'আত ও মুছল্লীদের ভিড়ে প্রথম জামা'আতে পড়তে পারেননি। যোহর ছালাত শেষে মাঠে বিভিন্ন বয়সী মানুষের ভিড়। কেউ কেউ বলছেন, এখনই ইজতেমা মাঠ প্রায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আগত ভাইয়েরা কোথায় স্থান নিবেন? মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মাঠের একপাশে কয়েকটি যেলা থেকে হাদিয়া হিসাবে আসা গরু-খাসিগুলো যবেহ করে গোশত তৈরী করা হচ্ছে। বস্তায় বস্তায় চাউল, ডাল, বড় ড্রামগুলোতে তৈল, ছোট ট্রাকে করে সব্জির স্তূপ আসছে। প্যান্ডেলের ভিন্নতার কারণে পুরুষদের দু'টি প্যান্ডেলে ও মহিলাদের প্যান্ডেলগুলোতে ৩০/৪০ টাকার কুপনের মাধ্যমে খাবার ব্যবস্থাপনার প্রথম দিকের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে।

ইজতেমা মাঠের অবস্থা দেখা ও আছরের ছালাত আদায় করার জন্য রওয়ানা হ'লাম। আম চত্বর গিয়েই থমকে গেলাম। হাযার হাযার মানুষের পদচারণায় মুখরিত চত্বর। বিভিন্ন যেলা থেকে আগত বাস, মাইক্রোবাস, ছোট ট্রাক, সিএনজি, নসীমন, ইজিবাইক ইত্যাদি বাহনগুলো থেকে বয়োবৃদ্ধ, মধ্যবয়স্ক, যুবক, তরুণ, কিশোর, মহিলা ও শিশুরা নেমে সারিবদ্ধভাবে ইজতেমার প্যান্ডেল পানে ছুটে চলেছে। কিছু দূর এগিয়ে মহিলারা তাদের জন্য নির্ধারিত মহিলা মাদ্রাসার প্যান্ডেলের দিকের ভিন্ন রাস্তায় বাক নিচ্ছেন। ঐ রাস্তায় পুরুষদের চলাচল একেবারেই সীমিত। বিভিন্ন যেলার ভাইদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে ইজতেমা মাঠে উপস্থিত হয়েছি। প্রবেশ মুখের ফটকগুলোতে মানুষের জটলা পেরিয়ে সুবিশাল মাঠে তাকিয়ে দেখি মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ এখনও হাযার হাযার মানুষ আসছে।

* টঙ্গী, গাযীপুর।

বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা'আত যখন ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন মাঠে জায়গা না পেয়ে হাযার হাযার মানুষ দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনছেন। এভাবে সময়ের সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্মানিত আলোচকগণ পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচনা করতে থাকেন। অতঃপর বাদ এশা আমীরে জামা'আত-এর আলোচনার মাঝেই মঞ্চে উপস্থিত হন রাজশাহী মহানগরীর (বিএনপি/চারদলীয় জোট সমর্থিত) সম্মানিত মেয়র মোছাদ্দেক হোসেন বুলবুল। দীর্ঘ সময় তিনি মঞ্চে বসে আলোচনা শ্রবণ করেন। ইজতেমার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আদর্শিক কারণে তালিকাভুক্ত আলোচক ব্যতীত অন্য কারো বক্তব্য দেয়ার অবকাশ ছিল না। বাদ আছর থেকে শুরু করে রাত দু'টা পর্যন্ত আলোচকগণ আলোচনা রাখেন। হাযার হাযার জনতা মনোযোগ সহকারে আলোচনা শ্রবণ করেন।

ফজরের ছালাতে ইজতেমা প্যান্ডেলে ইমামতি করেন ও বাদ ফজর দরসে হাদীছ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সউদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার মাদানী। প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে দরসে কুরআন পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। বিগত রাতে দ্বিতীয় প্যান্ডেলে (মারকায ময়দান) আসার সুযোগ হয়নি। তবে ফজরের ছালাতে উপস্থিত হয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মসজিদ ও প্যান্ডেলে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। উল্লেখ্য যে, বিগত ইজতেমায় এখানে কোন প্যান্ডেল ছিল না। অনলাইনে, ফেসবুকে যেলায় যেলায় বিভিন্ন জালসায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সংগঠনের বিরুদ্ধে বছরব্যাপী মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস সত্ত্বেও এই বৎসর বর্ধিত ও ২টা প্যান্ডেল থাকার পরও স্থান সংকুলান হচ্ছে না! মহান আল্লাহ্র রহমতে হক্বের প্রতি মানুষের সীমাহীন আকর্ষণ এবং জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনের প্রতি অভাবনীয় সাড়া দেখে হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় *আলহামদুলিল্লাহ!*

বাদ ফজর দরসের পর সাড়ে ১০-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলতে থাকে। বিশেষভাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাহরাইন শাখার আহ্বায়ক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ভাইয়ের বিশুদ্ধভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের পদ্ধতির উপর দলীল ভিত্তিক বাস্তব প্রশিক্ষণ এবং ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ভাইয়ের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর ছিল আকর্ষণীয়।

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮-টা হ'তে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর মহিলা শাখা 'মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা' ময়দানে মহিলাদের প্যাণ্ডেলে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন **মুহতারাম আমীরে জামা'আত**। তিনি মুমিন নারী-পুরুষ উভয়কেই বিশুদ্ধ ইসলামের আলোকে পরিবার ও সমাজ সুন্দরভাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

জুম'আর পূর্বে মারকাযের পূর্ব পার্শ্বে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা এবং পশ্চিমপার্শ্বে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন **মুহতারাম আমীরে জামা'আত**। তিনি সংগঠনকে মযবূত করার এবং আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। যুবসমাবেশে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে এসে যোগদান করেন বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালমান এফ রহমান। পূর্ব থেকেই মঞ্চে বসে ছিলেন পাকিস্তানী মেহমান ডঃ ইদরীস যুবায়ের। অতঃপর তারা উভয়ই যুবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন। এ সময়ে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন।

যুবসমাবেশ শেষে জুম'আর ছালাতের জন্য ইজতেমার মূল প্যান্ডেলের দিকে যাওয়ার পথে লক্ষ্য করলাম মহানগরীর ছোট-বড় রাস্তাগুলো ধরে জায়নামায, পাটি হাতে কেউ একা, কেউবা সাথীসহ, কেউ নিজের শিশু সন্তানকে সাথে নিয়ে জুম'আর ছালাতে অংশগ্রহণের জন্য ছুটছেন। খুৎবা শুরু হয়েছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত খুৎবা দিচ্ছেন। পুরো মাঠ ও আশপাশ জুড়ে পিনপতন নীরবতা। মনোযোগ দিয়ে সবাই খুৎবা শুনছেন। প্যান্ডেলে এমনিতেই তিলধারণের ঠাঁই নেই। তথাপি নতুন মুছল্লীদের আগমন। যারা যেখানে কিঞ্চিৎ জায়গা পাচ্ছেন, সেখানে বসে যাচ্ছেন। দুপুরের দাবদাহকে তোয়াক্কা না করে খোলা আকাশের নীচে বসে খুৎবা শুনছেন অনেকে। খুৎবা চলাকালীন সময়ে ইজতেমা মঞ্চে উপস্থিন হন রাজশাহী মহানগরীর সাবেক মেয়র জনাব খায়রুয্যামান লিটন, খুৎবা শুরুর পূর্বক্ষণ থেকেই মঞ্চে আছেলন জনাব সালমান এফ. রহমান। জুম'আর ছালাত শেষে প্রচণ্ড দাবদাহ ও ধূলোকে সঙ্গী করে নিয়ে ইজতেমা প্যান্ডেলের পাশ দিয়ে হেঁটে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, সালমান এফ. রহমান, খায়রুয্যামান লিটন, ড. ইদ্রীস যুবায়ের সহ সাথীবৃন্দ আপামর জনসাধারণের সাথে মিলে বুকস্টলগুলোতে হাযির হন। বুকস্টলের পাশাপাশি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান সংস্থা 'আল-আওন'-এর সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

অতঃপর অতিথিবৃন্দ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের অফিসে দুপুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের পাশাপাশি আমীরে জামা'আত অতিথিবৃন্দকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠন এবং সেই সাথে তা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে প্রচার-প্রসারে দৃঢ় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। সেই সাথে সকল কার্যক্রম মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই করার জন্য নছীহত করেন।

অতঃপর বাদ আছর পুনরায় তাবলীগী ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। লক্ষাধিক মুছল্লী প্যান্ডেল ও প্যান্ডেলের বাইরে অবস্থান করে আলোচকবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণ করতে থাকেন। বাদ মাগরিব আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও অন্যান্য আলোচকবৃন্দ বক্তব্য পেশ করেন।

ইজতেমার ২য় দিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে মাসিক আত-তাহরীক-এর এজেন্ট সম্মেলন'১৮ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন আত-তাহরীক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি সমবেত এজেন্টদেরকে আখেরাত লাভের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত-তাহরীক-এর প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত লেখক ও এজেন্টগণ বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি এজেন্টগণকে পুরস্কার প্রদান করেন।

ইজতেমা ময়দানে মারকায মাদ্রাসার হেফয বিভাগের হাফেয ছাত্রদের মাঝে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। ১৩ মাসে পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করায় কাযী নাফীস ও তার পিতা কাযী হারূনুর রশীদ ছাহেবকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সাথে অন্যান্য হাফেয ছাত্র ও হিফয শাখার প্রধান শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমান ছাহেবকেও সম্মাননা দেয়া হয়। একই সাথে গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝেও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ শেষে পুনরায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলতে থাকে। সারা রাতব্যাপী আলোচনা শেষে ফজরের ছালাতে ইমামতি

Contents

ও ছালাতের পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত আবেগঘন বিদায়ী ভাষণ শেষে বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পড়ে তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮-এর সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

ইজতেমা সমাপ্তির পর আমচত্বর ও এর চারপাশের রাস্তাগুলো হাযার হাযার মানুষের গন্তব্যে ফেরার পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে। চারপাশের প্রতিটি রাস্তায় ইজতেমা ফেরত বাস/মিনিবাস, টেম্পু, সিএনজি-অটো রিক্সা, নছীমন-ভটভটি বাহন সমূহের ভিড়ে যানজটে পতিত হয়। দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষার পর আম চত্বর ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়।

ফেরার পথের ট্রেনের টিকেটটা কাটা ছিল না। মহান আল্লাহ্র রহমতে ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফের সহায়তায় ফিরতি টিকেটের ব্যবস্থা হ'ল। মারকায থেকে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বের হওয়ার পথেই দেখি মুহতারাম আমীরে জামা'আত ফটকের সামনে চেয়ারে বসে আছেন। অনেকেই দো'আ চেয়ে বিদায় নিচ্ছেন। তিনি ছলছল চোখে সকলের চলে যাওয়ার শেষ দৃশ্য অবলোকন করছেন। বিদায় নিতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মুছাফাহা করলাম মুখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম না। খুব দ্রুতই বেরিয়ে আসলাম একবারও পিছনের দিকে তাকাইনি বুকের কোথাও শূন্যতা অনভূত হচ্ছিল অশ্রুসজল চোখকে সামলে নিয়ে রেলস্টেশন অভিমুখে ছুটে চললাম।

রেলস্টেশনে পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য। অধিকাংশ পুরুষ-মহিলাই ইজতেমা ফেরত। অধিকাংশের গন্তব্যই ঢাকা, গাযীপুর। কিছুটা আশ্চর্য হয়েছি, এজন্যই কি আজ শনিবার অথচ মঙ্গলবার পর্যন্ত কোন টিকেট নেই! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভিড় সরিয়ে নির্ধারিত আসনে বসলাম।

পরিচিত হয়েছি কয়েক ভাইয়ের সাথে। ঢাকা যেলার বিভিন্ন স্থান থেকে তারা ইজতেমায় এসেছিলেন। অধিকাংশই বয়সে তরুণ ও যুবক। এবার ইজতেমায় তরুণ-যুবকদের আধিক্য দেখেছি। হাতে থাকা মার্চ'১৮ সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীকটা এক ভাই চেয়ে নিয়ে পাশের পাগড়ি পরা অন্য ভাইকে পড়তে দিলেন। দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলাকে দেখে এক ভাই নিজের সিট ছেড়ে দিয়ে আমার সাথে গল্প করতে লাগলেন। পরণের পোষাকে সম্ভ্রান্ত মনে হ'ল না। তবে পরিচ্ছন্ন। চেহারাতে চাকচিক্যের ছাপও নেই। বললাম, উঠলেন যে, সারারাত তো ঘুমাননি আলোচনা শুনেছেন সমস্যা হবে না? হেসে বললেন, ভাই আপনার সাথে গল্প করতে করতে সময় চলে যাবে ইনশাআল্লাহ। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজেদের ভাগের রুটি-কলার একটা অংশও আমাকে দিলেন। বললাম, আপনারা কয়জন এসেছেন? উত্তরে বললেন, ৭ জন। আমাদের এলাকা মাযহাবী, তাই দাওয়াত চলমান। গুটিকয়েক ভাই মিলে সাধ্যমত দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেই। আমিতো ভাই তেমন উচ্চ শিক্ষিত নই, সেকারণ দাওয়াত দিতে গিয়ে যেভাবে মন থেকে চাই সেভাবে হয়ে উঠে না। তাই এক ভাইয়ের মাধ্যমে কম্পিউটারে টাইপ করে এটা বিলি করি, বলেই পকেট থেকে ছোট্ট চিরকুট বের করে দিলেন।

চিরকুটে লেখা আছে, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যসহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট http://multimedia.ahlehadeethbd.org, Youtube চ্যানেল ahlehadeeth andolon Bangladesh. ফেসবুক পেজ www.facebook.com/ Monthly.At-tahreek. ফৎওয়া হটলাইন-০১৭৩৮৯৭৭৭৯৭ (বাদ আছর থেকে মাগরিব)।

চিরকুট দেখে মানিকগঞ্জ থেকে আগত আল-আমীন ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, কতগুলো করেছেন? তিনি বললেন, এক ভাই দুইশত করে দিয়েছে। দুইশ' ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর পর আবার তৈরী করে নতুন ভাইদের কাছে বিলি করব ইনশাআল্লাহ। আমাদের কথোপকথন আশপাশের যাত্রীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ মনোযোগী হয়ে শুনছেন, এরই মধ্যে আশিক নামে সুদর্শন এক যুবক ভাই তার আসন ছেড়ে দিয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ যাত্রীকে বসিয়ে উঠে এসেছেন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি তাদের কার্যক্রম। যেখানে আসনের আশায় রীতিমত যুদ্ধ, সেখানে সারারাত নির্ঘুম কাটানো দ্বীনি ভাইয়েরা নিজেদের আসনগুলো নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন! অনেকে দু'টো আসনে মিলিতভাবে তিনজন বসেছেন। কথার মাঝে আশিক বললেন, ভাই, আলহামদুলিল্লাহ! আলোচনা খুব ভালো হয়েছে, প্রচুর লোকসমাগম হয়েছে। তবে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে স্বেচ্ছাসেবক তরুণ-যুবক ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রম। দিন-রাত জেগে আগত জনতাকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করা ও অন্যান্য কার্যক্রম সত্যিই কঠিন বিষয়। আমি একবেলা খাবারের প্যান্ডেলে খেয়েছি। ভিড়ের কারণে অন্য সময়গুলোতে খেতে পারিনি। বাইরের হোটেলগুলোর তুলনায় প্যান্ডেলের খাবারের স্বাদ ভাল, দামও কম। খাবারের প্যান্ডেলের স্বেচ্ছাসেবকদের দেখেছি বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের কথাকে গায়ে না মেখে হাসিমুখে ধৈর্য ধরে সাধ্যমত সমাধানের চেষ্টা করছে। পার্থিব কোন লাভের আশা না করে তাদের কষ্ট ও হাসিমুখে ধৈর্যধারণ স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হ'ত। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন!

পাশের সিটের যে ভাই মাসিক আত-তাহরীক নিয়েছিলেন তিনি বললেন, পত্রিকাটা আমি কি রেখে দিতে পারি? বললাম, অবশ্যই। পাগড়ি পরা ঐ ভাই তখনও মাসিক আত-তাহরীক পড়ছেন। এখন তার বিষয় 'ইমাম মাহদী'। বললাম, তিনি পাগড়ী পরা কেন? উত্তরে বললেন, টঙ্গীর ইজতেমায় যেতেন। এখন আহলেহাদীছদের ইজতেমায় এসেছেন বক্তব্য শ্রবণ করতে। এখন এটা পড়ছেন কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইছেন না। মৃদু হেসে বললাম, মাসিক আত-তাহরীকের পাতায় দেয়া অফিসের নম্বরে যোগাযোগ করে গ্রাহক হয়ে যাবেন। প্রতিমাসে আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে মাসিক আত-তাহরীক। নিজে পড়বেন এবং অন্যদের মাঝে বিতরণ করে ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন ইনশাআল্লাহ। এভাবে দ্বীনী ভাইদের সাথে স্মরণীয় কিছু স্মৃতি নিয়ে গন্তব্যে নেমে পড়লাম। আশা রাখলাম, আবার দেখা হবে জীবনের কোন এক ক্ষণে একক বা সম্মিলিতভাবে ইনশাআল্লাহ॥

M.M Brand Shop
Your complate solution
mi

Mauen Uddin Shah
01719-792738
Nasir : 01731-450728
এখানে সব ধরনের মোবাইল ফোন ও
মোবাইল এক্সেসরিজ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়
এ.এইচ টাওয়ার, অলোকার মোড়, রাজশাহী
২য় শো রুম : এনআরবি ব্যাংকের সামনে।

ইতিহাস-ঐতিহ্য বিধৌত লাহোরে

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(আগস্ট'১৮ সংখ্যার পর)

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সমাধিক্ষেত্র থেকে বের হয়ে আমরা লাহোরের কেন্দ্রস্থল আযাদী চক বা স্বাধীনতা স্কয়ারে আসি। আমাদের গন্তব্য ছিল লাহোরের সৌন্দর্যতিলক বাদশাহী মসজিদ সংলগ্ন লাহোর ফোর্ট। লাহোর সিটির মধ্যস্থলে প্রায় সর্বত্রই এই ফোর্টের প্রাচীর নযরে পড়ে। আমরা ভেতরে প্রবেশের উদ্যোগ নেই। কিন্তু বিধি বাম। শনিবার ফ্যামিলি ডে। অদ্ভুত নিয়মে আজ কেবল তাদেরই ঢোকার অনুমতি রয়েছে, যারা পরিবার নিয়ে এসেছে। আমাদের সাথে পরিবার নেই। তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে বিদেশী পাসপোর্ট দেখিয়ে ঢোকার বিশেষ সুযোগ নিতে চাইলাম। কিন্তু উপস্থিত পুলিশগুলো নির্মম নীতিপরায়ণতা দেখাল। কষ্ট পেলাম। এই নিয়ে অন্ততঃ তৃতীয়বার লাহোর ফোর্টে এসে ফিরে যেতে হ'ল। পূর্বে দু'বার যখন এসেছিলাম, নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য এবারে হাতে বেশ সময় নিয়েই এসেছিলাম। লাভ হ'ল না। তাক্বদীরে না থাকলে যা হয়। আমরা মন খারাপকে বিশেষ প্রশ্রয় না দিয়ে সমস্যার মাঝেই সম্ভাবনার দুয়ার খোঁজার নিয়তে সিএনজিতে উঠলাম।

লাহোর ফোর্ট থেকে অল্প দূরত্বে ওল্ড লাহোরের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক রংমহল বাজার। সেখানে পৌঁছতে ১৮৪৯ সালে নির্মিত বৃটিশ প্যাটার্নের একটি দীর্ঘ পরিসরের দ্বিতল নকশাদার দালান নযরে আসে। এটি ক্রিশ্চিয়ান মিশন হাই স্কুল। স্কুল ড্রেস পরা কিছু ছাত্রকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। আমাদের গন্তব্য লাহোরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ চিনিয়াওয়ালী মসজিদ। এই বাযারেই ঐতিহাসিক চিনিয়াওয়ালী আহলেহাদীছ মসজিদের অবস্থান বলে জেনেছি। কিন্তু পুরানো ঢাকার মত অপরিচ্ছন্ন চিপাগলির মধ্য দিয়ে এগলি-সেগলি করে মসজিদের অনুসন্ধান পেতে বড় বেগ পেতে হয়। এক এক করে জনাদশেক লোকের সাহায্য নিয়ে অবশেষে মসজিদের খোঁজ পাওয়া গেল। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত লাহোরের সবচেয়ে পুরাতন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ। ফলকে লেখা ১০৮০ হিজরী তথা ১৬৬৯ সালে প্রথম এটি নির্মিত হয়। এই হিসাবে এটাই কি উপমহাদেশের প্রথম কোন আহলেহাদীছ মসজিদ? আল্লাহ মা'লূম। মাওলানা মুহাম্মাদ হোসাইন বাটালভী (১৮৪০-১৯২০খ্রি.), মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী (১৮১১-১৮৭৯খ্রি.)-এর পুত্র আব্দুল ওয়াহিদ গযনভী (মৃ. ১৯৩০খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভী (১৮৯৫-১৯৬২খ্রি.), ইহসান ইলাহী যহীর (১৯৪৫-১৯৮৭খ্রি.) প্রমুখ বিখ্যাত আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব এই মসজিদের খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরদিন এই মসজিদের তৎকালীন খতীব আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর এক জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ মানুষ তাঁকে উপমহাদেশের নতুন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রূপে ভাবা শুরু করে। হাদীছ অস্বীকারকারীদের অন্যতম নেতা আব্দুল্লাহ চকড়ালভী (১৮৪৪-১৯১৪খ্রি.)-ও একসময় এই মসজিদের খতীব ছিলেন। পরে তাঁর ভ্রান্ত আক্বীদা প্রকাশিত হওয়ার পর মসজিদ থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন। ১৯৯৭ সালে মসজিদটি পুনরায় সংস্কার করা হয়েছে এবং আয়তনেও বেশ বড় হয়েছে। ছাদের উচ্চতা ৩০ ফুটেরও উর্ধ্বে। পুরনো আবহ বেশ ভালভাবেও আটকে রয়েছে মিনারে, দেয়ালে আর মিম্বরের খাঁজে। মসজিদে ঢুকে আমরা আছরের ছালাত জামা'আতে আদায় করি। ভেতরে গোল হয়ে নিম্নস্বরে খোশগল্পে ব্যস্ত একদল বয়স্ক মুছল্লী আমাদের দিকে আড়চোখে তাকায়। ছালাত শেষে আমাদেরকে চিত্রগ্রহণে ব্যস্ত লক্ষ্য করে একজন এগিয়েই আসে। আমরা পরিচয় দিলে তারা নিশ্চিন্ত হন এবং গ্রিন টি-এর আয়োজন করে উপস্থিত আতিথেয়তা দেন। মসজিদের বাইরে ছোট একটি হিফযখানা রয়েছে। সেখানে জনাকয়েক ছাত্র রয়েছে বলে জানতে পারলাম। কিন্তু নযরে পড়ল না কাউকে। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে মুছল্লীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসি।

মাগরিবের আগে আরও ঘণ্টাখানিক সময় রয়েছে দেখে আমরা নতুন গন্তব্যের পথে রওনা হই। পথে লম্বা জ্যাম। নির্মীয়মাণ মেট্রো বাস প্রকল্পের কারণে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হয়। সূর্য ডোবার আগেই পৌঁছি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সাথে লাগোয়া শালিমার বা শালামার বাগে। এটিও যথারীতি মোগল সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড সৌখিন শিল্পনির্দেশক সম্রাট শাহজাহানের আমলে ১৬৪২ সনে নির্মিত।

ছেলেবেলায় ইতিহাসের গল্পে অনেকবার এই শালিমার বাগের নাম পড়েছি। পাঠ্যবইয়ে শালিমার বাগের হাতে আঁকা একটি চমৎকার চিত্র ছিল। আজ মুখোমুখি দর্শনে সেই শালিমার বাগকে অবিশ্বাস্য রকম মনোমুগ্ধকর মনে হয়। কি বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত জলাধার, ফোয়ারা, ঝর্ণাধারা আর হাম্মামখানা! কেবল রাজকীয় কারবার বললে ভুল হয়, বরং আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কারের কয়েক শত বছর পূর্বেও তৎকালীন স্থাপত্যশিল্পীদের মন ও মনন কত আধুনিক ছিল এবং তাদের কলাকৌশল যে কত নিখুঁত ছিল, তার প্রামাণ্য চিত্র যেন এই গার্ডেন। তাজমহলের পর এটি মুঘল আমলের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন শৈল্পিক স্থাপনা হিসাবে স্বীকৃত। প্রায় ৫০ একর বা দেড়শ বিঘা ভূমি জুড়ে বিস্তৃত গার্ডেনটি ৩টি পৃথক বর্গাকার সমভূমিতে বিভক্ত। যার প্রতিটি স্তর একটি অপরটির চেয়ে কয়েক মিটার উঁচু। ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া গার্ডেনের প্রবেশমুখে দাঁড়ানো মাত্র দর্শকের চোখে এক পশলা প্রশান্তি আর বিস্ময়াবিষ্ট মুগ্ধতা দোলা দিয়ে যায়। আর সেই আবেশে দেহমন জুড়ে এক মোহনীয় সুরের ছন্দময় ধ্বনি যেন বাজতেই থাকে অবিরাম। সময়ের স্বল্পতায় আমরা সেই মুগ্ধতাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু সান্ধ্যসূর্যের স্বর্ণালী আভায় মোড়া গার্ডেনের অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের সে সুযোগ

দিল না। অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কতক্ষণ।

ভেতরে প্রথমে যে স্কয়ারটি নযরে আসে সেটি সবচেয়ে নিচু অংশ, যেখানে সাম্রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ নাগরিক ও দর্শনার্থীরা আগমন করতেন। এরপরের স্তরটি প্রথম স্তর থেকে ৪/৫ মিটার উঁচু। আয়তাকার এই স্তরটি সবচেয়ে সুন্দর ও কারুকার্যমণ্ডিত। এটি সম্রাটগণ ব্যবহার করতেন। এতে কয়েকটি মার্বেল পাথরের জলপ্রপাত, ঠাণ্ডা ও গরম পানির গোসলখানা ও কাপড় পরিবর্তনের ঘর রয়েছে। জলাধারের চারপাশে রয়েছে বসার ব্যবস্থা। সর্বশেষ স্তরটি পূর্বের স্তর থেকে আরও ৪/৫মিটার উঁচু। এটি সম্রাটদের হারেম হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। সবমিলিয়ে এতে মোট ৪১০টি ফোয়ারা রয়েছে এবং এসব ফোয়ারার মাধ্যমে মার্বেল পাথর এবং লাল বালু দিয়ে নির্মিত জলাধারে অবিরাম পানির ধারা পতিত হয় নিঃশব্দ দ্যোতনায়। অবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের জন্য রাভী নদী এবং সুদূর কাশ্মীরের পাহাড় থেকে এই বাগান পর্যন্ত প্রায় ১৬০ কি.মি. খাল কাটা হয়েছিল। আর ফোয়ারামুখ পর্যন্ত পানির প্রবাহ পৌঁছাতে ব্যবহার করা হয়েছিল হাইড্রোলিক ট্যাংক সিস্টেম। চতুর্পাশ উঁচু প্রাচীর ঘেরা। কর্ণারে রয়েছে নকশাদার মিনার। ওয়াচটাওয়ার সদৃশ এই মিনারে দাঁড়ালে জলাধার আর গাছ-গাছালী ঘেরা পুরো গার্ডেন এলাকাটি দৃশ্যমান হয়। কৃত্রিম গার্ডেনের অকৃত্রিম সৌন্দর্যে আরও একবার বিমোহিত হ'তে হয় এখানে দাঁড়িয়ে। মাগরিবের আযান হ'লে আমরা ফেরার পথ ধরি।

রাতে ইউইটি হোস্টেলে ফিরে বিশাল ক্যাম্পাস চত্বর একবার ঘুরে দেখি। ছিমছাম, গোছালো ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস। বেশ ভাল লাগে। বিশেষ করে খাদ্য ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট উন্নত ও তুলনামূলক অনেক সস্তা। শু'আইব এক ক্যান্টিনে সুপ্রসিদ্ধ লাহোরী চিকেন কড়াই আর লাচ্ছির অসাধারণ স্বাদ চেখে দেখার বন্দোবস্ত করে। আমি খেতে খেতে ওর জীবনের গল্পগুলো শুনি। প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন পূরণে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও নিজ গ্রামে সে একজন ভাল বক্তা ও খতীব হিসাবে পরিচিত। যে স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তানে এসেছিল, তা প্রায় পূরণ হ'তে চললেও নিজের পূর্ব পরিচয় সে ভুলতে পারেনি। তাই প্রকৌশলবিদ্যা অধ্যয়ন শেষে স্বপ্ন দেখে ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি করবে এবং নিজেকে দ্বীনের খাদেম হিসাবে আজীবন নিয়োজিত রাখবে। আমি তার পরিকল্পনা শুনে পুলকিত বোধ করি। যুবকদের মধ্যে দ্বীন সম্পর্কে সচেতনতা এবং দ্বীনের প্রতি অকপট ভালোবাসা বৃদ্ধির এই প্রবণতাকে মন থেকে স্বাগত জানাতে ইচ্ছে করে। কেবলই মনে হয় পৃথিবীর বুকে যত অন্ধকারই নেমে আসুক না কেন, তাতে আলো জ্বালাবার জন্য একদল মানুষকে আল্লাহ সবসময় তৈরী রাখবেনই। চারিদিকে হতাশার নৈরাজ্য ছাপিয়ে আশাবাদী হওয়ার মত এমন সব দারুণ উপাদানও আল্লাহ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছেন। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

পরদিন সকালে লাহোরের অভিজাত এলাকা গুলবার্গ-২-এ এলাম। আমার পিএইচ.ডি থিসিসের জন্য ফিল্ড ওয়ার্কের বিশেষ প্রয়োজন হয়নি। কেননা প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বিভিন্ন সূত্রে সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। তবুও ইচ্ছা ছিল উপমহাদেশে হাদীছ অস্বীকারকারীদের প্রাণকেন্দ্রটি পরিদর্শন করার। গোলাম আহমাদ পারভেজ (১৯০৩-১৯৮৫খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্র আজও পর্যন্ত হাদীছ অস্বীকারের ফিৎনাকে টিম টিম করে জাগ্রত রেখেছে। তাদের প্রকাশিত 'তুলু'-এ-ইসলাম' পত্রিকা ৭৫তম বর্ষ অতিক্রম করেছে সম্প্রতি। বলা যায়, প্রকাশ্যভাবে হাদীছ অস্বীকারকারী এই পত্রিকাটিই আজ অবধি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং আজকের সফরসূচির শুরুতেই ছিল গুলবার্গের এই কেন্দ্রটি। সিএনজি থেকে নেমে অফিসটি খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। কারণ বিল্ডিং-এর একটা বড় অংশ সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভেঙে ফেলা হয়েছে। মূল ভবনের শীর্ষে লেখা 'পারভেজ মেমোরিয়াল (রিসার্চ স্কলার্স) লাইব্রেরী'। প্রবেশদ্বারের দু'পার্শ্বে ইংরেজী ও উদূর্তে লেখা 'প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত'। স্টিলের সাধারণ দ্বিকপাট অর্ধচন্দ্রাকৃতির দরজাটি বন্ধ। অনেকক্ষণ নক করা হ'ল। তবুও কারও সাড়াশব্দ নেই। আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল রবিবার সরকারী ছুটির দিন বলে অফিস বন্ধ। আমরা ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসা এক ব্যক্তি চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খুলল। সম্ভবত পিয়ন হবে। ভেতরে অবিন্যস্ত আঙিনায় ছড়িয়ে থাকা আসবাবপত্র দেখে একটি পোড়ো বাড়ীই মনে হয়। উন্মুক্ত বারান্দায় দাগ কাটা দেখে ধারণা হয় এটি তাদের ছালাত আদায়েরও জায়গা। পিয়ন জানায় ছুটির দিনে অফিসে কেউ নেই। তার কাছে বর্তমান অফিস ইনচার্জ 'তুলূ-এ-ইসলাম' পত্রিকা সম্পাদক আকরাম রাঠোরের মোবাইল নম্বর নিলাম। কিন্তু তার মোবাইলও বন্ধ পাওয়া গেল।

গুলবার্গ থেকে বের হয়ে আমরা লাহোর মডেল টাউনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আধুনিক যুগের অপর এক পরোক্ষ হাদীছ অস্বীকারকারী আলোচক ও লেখক জাভেদ আহমাদ গামেদী (জন্ম : ১৯৫২খ্রি.)-এর প্রতিষ্ঠিত আল-মাওরিদ ইনস্টিটিউট এখানে অবস্থিত। বেশ খুঁজে পেতে একটি লাল ইটের দোতলা সুরম্য ভবনে এসে বাড়ির নম্বর ৫১-কে মিলল। কিন্তু এখানেও পূর্বের মতই অবস্থা। দরজা বন্ধ। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর এক ব্যক্তি এলেন। জানালেন অফিস বন্ধ এবং জাভেদ আহমাদ গামেদী বর্তমানে কানাডা রয়েছেন। সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল না। যদিও গবেষণার প্রয়োজনে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেয়ার কথা ভেবেছিলাম এবং মনে মনে কিছু প্রশ্নপত্রও তৈরী করে রেখেছিলাম। সেটা আর হয়ে উঠল না। অবশেষে এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'আল-ইশরাক' পত্রিকার নির্বাহী সাজিদ হামিদের মোবাইল নম্বর নিয়ে ফেরত এলাম।

এরপর লাহোর মেট্রো যোগে আমরা রওনা হ'লাম শাহদারার উদ্দেশ্যে। সেখানে শু'আইবের পূর্ব পরিচিত এক বাংলাদেশী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। যিনি পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ তৈরী পোষাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নিশাত এ্যাপারেলস্-এর

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। বাড়ী কুমিল্লায়। তবে বৈবাহিক ও চাকুরী সূত্রে এখন লাহোরে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। আর সব বাঙ্গালীর মত তিনিও কথার ফাঁকে জানান যে, একসময় তিনি দেশে ফিরে যাবেন। বিদেশে প্রায় সব বাঙ্গালীই এভাবে নিজ দেশে ফেরার অপেক্ষায় থাকেন আজীবন। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থ তাদেরকে খুব কমই এমন সুযোগ দেয়। ফলে শৈশবের স্মৃতিচারণ, দেশে থাকা আত্মীয়-স্বজনের জন্য আফসোস আর হাহাকার তাদের আমৃত্যু সঙ্গী হয়ে থাকে। আমরা তাঁর অফিসে দুপুরের লাঞ্চ সেরে বিশাল পোষাক কারখানার আদ্যোপান্ত ঘুরে দেখলাম। ইতিপূর্বে দেশের কোন কারখানাতেও এভাবে পরিদর্শনের সুযোগ হয়নি। ফলে নতুন অনেক কিছু জানার ও দেখার সুযোগ হ'ল।

এই বাঙ্গালী ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা মেট্রোবাস যোগে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছলাম। পাকিস্তানের অন্যতম প্রাচীন এবং সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। গাছ-গাছালী ভরা সুবিশাল ক্যাম্পাস। সাম্প্রতিক বোমা হামলার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর। আইডি কার্ড ছাড়া প্রবেশের সুযোগ নেই। তবুও কোন এক ফাঁকে ঢোকা গেল। ছাত্রদের আবাসিক হল স্যার সৈয়দ ইন্টারন্যাশনাল হল এবং আল্লামা ইকবাল হল ঘুরে দেখলাম। ব্যবস্থাপনা তেমন সন্তোষজনক মনে হ'ল না। পরে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও মসজিদে গেলাম। মসজিদের বিস্তৃত চত্বর ও অর্ধচক্রাকার খিলানের সারি দেখে প্রাচীন কায়রোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র ভেসে ওঠে। মধ্যএশীয় স্টাইলের তিনটি বিশাল গম্বুজ মসজিদকে অসাধারণ নান্দনিক সুষমা দান করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে একজনই বাংলাদেশী ছাত্র রয়েছে রায়হান নামে। তবে পিতার মৃত্যুর কারণে দেশে থাকায় তার সাথে সাক্ষাৎ হ'ল না।

শেষ বিকেলে মাগরিবের আগে আমরা আবার লাহোরের কেন্দ্রস্থল বাদশাহী মসজিদে এলাম। ১৬৭১ সনে মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত এই মসজিদ। একসময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় মসজিদ হিসাবে স্বীকৃত ছিল। কত শত বছরেও এর আভিজাত্য, নান্দনিক কারুকাজ এতটুকু মলিন হয়নি। সূর্য ডোবার মুহূর্তে পুরো লাহোরের সৌন্দর্য যেন কেড়ে নেয় বাদশাহী মসজিদের ধূসর লাল পলেস্তারা। কত ক্যালেন্ডারের শোভা যে বর্ধন করেছে আর কত ফটোগ্রাফারের ফটোশ্যুটের দৃষ্টিনন্দন মুহূর্ত হয়েছে যে এই মসজিদ, তার কোন ইয়ত্তা নেই। সুবিশাল ফটকের মুখে দর্শনার্থীদের ভিড়। দোতলায় একটি প্রদর্শনী কক্ষ রয়েছে। যেখানে নাকি রাসূল (ছাঃ)-এর লাঠি, পাগড়ী, চুল সংরক্ষিত রয়েছে। লাইন ধরে আবেগে টইটম্বুর মানুষ সেখানে ঢুকছে। আমরা তাদের দলে যোগ দিলাম। পুরনো পাগড়ী ও লাঠি দেখা গেল ঠিকই। কিন্তু সেগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর কিনা, তার কি প্রমাণ রয়েছে এবং কিভাবে এগুলি এই সুদূর পাকিস্তানে এল? এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ফলে অন্যদের কাছে নিদর্শনগুলো যে পরম ভক্তির নৈবেদ্য পেল, তার কিছুই আমাদের স্পর্শ করল না।

নীচে নেমে বাদশাহী মসজিদের সুবিশাল উন্মুক্ত চত্বরে দাঁড়িয়ে মুওয়ায্যিনের গগণবিদারী আযানের কাপা কাপা সমধুর সুর শুনি। ছালাতান্তে মসজিদের অলিন্দে পা ঝুলিয়ে বসে থাকি অনেকক্ষণ। আধো আধো আলোয় সম্মুখের সুবিশাল চত্বরে মানুষের হাঁটাচলা দেখি আর আসমানের তারা গুনি। মাঝে মাঝেই কল্পনার জগতে ডুবে যাওয়া আমার প্রিয়তম অভ্যাস। প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়ে পরমাত্মার দৃষ্টিতে জগতের প্রাণস্পন্দন দেখার সে আনন্দ অনির্বচনীয়। আমি তন্ময় হয়ে সেই মোহনীয় সুধা উপভোগ করি। শু'আইব এসে পাশে বসে। ওর সাথে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে সামনে পা বাড়াই।

মসজিদের বাইরে আযাদী স্কয়ার সংলগ্ন আলো ঝলমলে ইকবাল পার্ক ও মিনারে পাকিস্তানে অসংখ্য মানুষের মিলনমেলা। পার্কের মধ্যখান দিয়ে বয়ে চলা পানির নহরে অসংখ্য ফোয়ারার উচ্ছল আনাগোনা। রং-বেরঙের সেই ফোয়ারার এ্যাক্রোব্যাটিক নাচন বিমুগ্ধ করে। সেখানে অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা ইউইটি ক্যাম্পাসে ফিরে আসি। রাতেই ইসলামাবাদ ফিরতে হবে। রাত এগারোটার দিকে শু'আইবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লাহোর রেলওয়ে সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে এলাম। সেখান থেকে স্কাইওয়েজের একটি কোচে ফিরলাম ইসলামাবাদ। এভাবেই শেষ হ'ল দু'দিনের সংক্ষিপ্ত লাহোর সফর। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

এম হোমিও কিওর

এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, যৌন রোগ সহ সকল জটিল ও কঠিন রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়।

সাক্ষাতের সময় : সকাল ৯-টা হতে দুপুর ১২-টা
বিকাল ৫-টা হতে রাত্রি ৮-টা

শুক্রবার বন্ধ

যোগাযোগ :
ডাঃ মোঃ মুনজুরুল হক
ডি.এইচ.এম.এস
জনতা ব্যাংকের নিচে, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাঃ ০১৯১৬-৭৭৭৬৬৩, ০১৮৫৪-৮১৯৬৮৬।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রোপ্রাইটর

বিউটি বুক বাইন্ডার্স

এখানে অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা ক্যালেন্ডার ফিটিং, স্পাইরাল ক্যালেন্ডার স্পাইরাল প্যাড, বই-খাতা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি ভাজ ও গাম বাঁধাই করা হয়।

তুলাপট্টি, গণকপাড়া, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৯৯৩৪১৭, ০১৯২৬-৪৩৯১১২, ০১৮৪৩-৮২৯২৩৩

দরিদ্র পরহেযগার ছেলের সাথে মেয়েকে বিয়ে দিলেন সাঈদ ইবনু মুসাইয়েব

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রহঃ) প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন। তাঁর দাদা ও পিতা ছাহাবী ছিলেন। তিনি ছাহাবীগণ থেকে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে তিনি ওছমান, আলী, যায়েদ বিন ছাবেত, আয়েশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি সর্বদা তাফসীর ও হাদীছের দরসদানে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁকে আলিমুল ওলামা (আলেমকুল শিরোমণি) ও ফক্বীহুল ফুক্বাহা (ফক্বীহকুল শিরোমণি) বলা হ'ত। তিনি ইলম ও আমলে মদীনাবাসীর সর্দার ছিলেন। তিনি ছাহাবীগণের উপস্থিতিতে ফৎওয়া প্রদান করতেন। ইবনু ওমর (রাঃ) তাকে মুফতী বলে অভিহিত করেন।

তাঁর একজন পরমা সুন্দরী ও পরহেযগার মেয়ে ছিল। খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান তার ছেলে ওয়ালীদের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রহঃ)-এর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে তার মেয়ে পরবর্তী খলীফার স্ত্রী হ'তে যাচ্ছে। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হবে তার মেয়ে। কিন্তু ওয়ালীদের মধ্যে দ্বীনদারির অভাব লক্ষ্য করে তিনি খলীফার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর ভয় ছিল জোর করে তাঁর মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হ'তে পারে। কিন্তু তিনি আল্লাহ্র ভয়ের উপর কারো ভয়কে প্রাধান্য দিলেন না। পরে তিনি দ্বীনদারী দেখে হতদরিদ্র বিপত্নীক ছাত্র আবু ওয়াদার সাথে মেয়ের বিয়ে দিলেন। আবু ওয়াদা' কাছীর ইবনুল মুত্ত্বালিব নিজেই বলেন, আমি নিয়মিত মসজিদে নববীতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের দরসে উপস্থিত থাকতাম। আমার স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে আমি বেশ কিছুদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারিনি। এই অবস্থা দেখে শায়খ ধারণা করলেন হয়ত আমার কোন বিপদ হয়েছে বা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। উপস্থিত ছাত্রদেরকে তিনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ জবাব দিতে পারল না। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার পর আমি ক্লাসে ফিরলাম। শিক্ষক সাঈদ বিন মুসাইয়েব আমাকে অভ্যর্থনা করে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। বললাম, বেশ কিছুদিন যাবত আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিল। অসুস্থ অবস্থায় সে মারা গেছে। তার কাফন-দাফন ও জানাযা শেষ করে আজ ক্লাসে উপস্থিত হ'লাম। এত কিছু ঘটে গেছে, অথচ তুমি আগে কিছুই বলনি? আগে জানালে আমরা তোমার স্ত্রীর জানাযায় উপস্থিত হ'তাম। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে আমরা তোমার বাড়িতে যেতাম। আমি বললাম, জাযাকাল্লাহ খায়রান! আমি উঠে চলে যেতে চাইলে তিনি ইশারা করে বসতে বললেন। লোকজন চলে যাওয়া পর্যন্ত বসেই রইলাম। এরপর তিনি বললেন, হে আবু ওয়াদা'! আচ্ছা, নতুন বিয়ের ব্যাপারে কি ভাবছ? আমি বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। কে এখন আমার সাথে তার মেয়ের বিবাহ দিবে? আমি এমন একজন যুবক যে ইয়াতীম অবস্থায় বড় হয়েছি ও দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করে জীবন-যাপন করছি। আর আমার নিকট দুই কিংবা তিন দিরহামের বেশী অর্থও নেই। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রহঃ) বললেন, তুমি কি এখন বিয়ে করতে চাচ্ছ? আমি চুপ করে রইলাম। কিছু একটা আঁচ করতে পেরে উস্তাযী নিজেই বললেন, আমি আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। একথা শুনে আমার যবান বন্ধ হয়ে গেল। পরক্ষণেই বললাম, আমার অবস্থা জানার পরেও আপনি আমার সাথে আপনার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমাদের নিকট যখন এমন কেউ আসে যার দ্বীনদারী এবং উত্তম চরিত্রে আমরা খুশি। আমরা তার সাথে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেই। তুমি আমার নিকটে পরহেযগারিতা এবং উত্তম চরিত্রে উপযুক্ত। তিনি আমাদের নিকটতম লোকদেরকে ডাকলেন। তারা উপস্থিত হ'লে তিনি হামদ্-ছানা ও দরূদ পাঠ করে (বিয়ের খুৎবা পাঠ করে) তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। আর এই বিয়েতে মোহর নির্ধারণ করলেন দুই দিরহাম বা তিন দিরহাম।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিয়েটা হয়ে গেল। আনন্দে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমি বাড়িতে ফিরলাম। সেদিন আমি ছায়েম ছিলাম। কিন্তু ছিয়ামের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। নিজেকে ভর্ৎসনা করছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, হে আবু ওয়াদা', তুমি কি করলে? কার নিকট অর্থ ধার করবে? কার নিকট সম্পদ চাইবে? সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মাগরিবের সময় হয়ে গেল। ফরয ছালাত আদায় করে ইফতারের কথা মনে পড়ল। ঘরে সামান্য খাবার ছিল। একটি রুটি আর তেল। এক বা দুই লোকমা মুখে না দিতেই কেউ যেন দরজায় করাঘাত করল। কে এলো এই সময়ে? জানতে চাইলাম। উত্তর এলো, সাঈদ। আল্লাহ্র কসম! ভাবছিলাম, কোন সাঈদ? কয়েকজন সাঈদের কথা মনে পড়ল। দরজা খুলে দেখি, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রহঃ)! অথচ সাঈদ নামের কতজনের কথা মাথায় এসেছে। কিন্তু ইবনুল মুসাইয়েবের কথা একবারও আমার মাথায় আসেনি। কারণ গত চল্লিশ বছর যাবত তাঁর গমনক্ষেত্র ছিল বাসা থেকে মসজিদ আর মসজিদ থেকে বাসা। এ দীর্ঘ সময়ে এর বাইরে অন্য কোন পথ তিনি মাড়াননি। মনের মধ্যে সন্দেহ ও ভয় ঘুরপাক খাচ্ছিল। কোন ঘটনা ঘটে গেছে নাকি? বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ! আমাকে খবর দিলেই তো আমি আপনার নিকট হাযির হ'তাম। তিনি বললেন, এখন তো আমাকেই তোমার কাছে আসতে হবে। আমি বললাম, দয়া করে ভিতরে আসুন। তিনি বললেন, না। আমি এক বিশেষ কাজের জন্য এসেছি। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন? বলুন কি জন্য এসেছেন? তিনি বললেন, ইসলামী শরী'আত মোতাবেক আমার মেয়ে সকাল থেকে তোমার স্ত্রী হয়ে গেছে। আমি জানি তোমার দুঃখে সঙ্গ দেওয়ার মত কেউ নেই। তাই আমি অপসন্দ করলাম যে, তুমি এক স্থানে রাত্রি যাপন করবে আর তোমার স্ত্রী অন্যত্র রাত কাটাবে। সেজন্য আমি তাকে নিয়ে এসেছি। আমি বললাম, তাকে নিয়ে এসেছেন? আমারতো প্রস্তুতি নেই! হয়ত সেও প্রস্তুত ছিল

না। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাকাতেই দেখলাম তার পিছনে একজন সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, মা, তুমি আল্লাহ্র নাম ও বরকতে তোমার স্বামীর গৃহে প্রবেশ কর। যখন মেয়েটি বাড়িতে প্রবেশের ইচ্ছা করল তখন সে লজ্জায় মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। আমি তার সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এরপর মেয়েকে বাড়িতে প্রবেশ করিয়ে নিজেই দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমি দ্রুত রুটি ও তেলের নিকট গিয়ে তা আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম। যাতে সে তা দেখতে না পায় এবং তা দ্বারা রাতের খাবার শেষ করতে পারি। এরপর ছাদের উপরে উঠে চিৎকার করে প্রতিবেশীদের আহ্বান করলাম। তারা এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? আমি বললাম, আজকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব মসজিদে আমার সাথে তার মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। তিনি হঠাৎ করেই আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আপনারা তাকে সঙ্গ দিয়ে আনন্দ দিন। আমার মাকেও ডাকলাম। তিনি আমার বাড়ি থেকে বেশ দূরে অবস্থান করতেন। একজন বৃদ্ধা বলল, তোমার ধ্বংস! তুমি কি বলছ, তা জান? সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব তোমার সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন? আবার নিজে এসে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন? অথচ তিনি ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালেকের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন? আমি বললাম, এই যে, হ্যাঁ সে আমার বাড়িতেই আছে। তারা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে থাকল। এরপর প্রতিবেশীরা বাড়িতে আসল। তারা আমাকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তারা তাকে অভ্যর্থনা জানাল এবং বিভিন্নভাবে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করল। সাঈদের কন্যাকে বিয়ে করেছি শুনে আমার মাও রাতের বেলায় চলে এলেন। আর এসেই হুকুম জারী করলেন, তোর জন্য আমার মুখ দেখা হারাম হয়ে যাবে যদি তিন দিনের আগে বউয়ের কাছে আসিস। সাঈদের কন্যা বলে কথা! ওকে একটু আদর-যত্ন করি। সাজিয়ে গুছিয়ে নেই। তারপর সাজগোজ শেষ হ'লে তিন দিন পর তুই ওকে দেখবি। সে মদীনার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা।

তিন দিন শেষ হ'ল। বাসর ঘরে ঢুকে দেখি, মদীনার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি খাটে বসা। দুই একদিন যাওয়ার পর এও বুঝলাম, শুধু রূপ লাবণ্যেই নয়, আল্লাহ্র কিতাব কুরআনের জ্ঞানে জগৎ সেরা, রাসূলের বহু হাদীছের হাফেযা, স্বামীর অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ও ফিক্বহ-এর জ্ঞানেও সে অনন্যা। সর্বোপরি সে অনিন্দ্য সুন্দরী।

এভাবে দীর্ঘ একমাস চলে গেল। এর মধ্যে তার পিতা বা তার কোন আত্মীয় কিংবা আমার পরিবারের কেউ আমাকে দেখতে আসেনি। একদিন শায়খের দরসে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। কিন্তু কোন কথা বললেন না। যখন মজলিস শেষ হ'ল তখন আমি ও তিনি ব্যতীত কেউ ছিল না। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু ওয়াদা'! তোমার স্ত্রীর কী অবস্থা, সে কেমন আছে? বললাম, সে এমন অবস্থায় আছে, যে অবস্থাকে বন্ধু পসন্দ করে ও শত্রু ঘৃণা করে। তিনি বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ। আমি যখন বাড়িতে ফিরে আসলাম, দেখলাম তিনি আমার পরিবারের সহযোগিতার জন্য অঢেল সম্পদ (কোন কোন বর্ণনা মতে বিশ হাযার দিরহাম) প্রেরণ করেছেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রহঃ)-এর কর্মকাণ্ড কতইনা বিস্ময়কর! তিনি দুনিয়াকে পরকালের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজের ও পরিবারের জন্য পরকালকে ক্রয় করেছেন। তিনি আমীরুল মুমিনীন আব্দুল মালেকের ছেলেকে যোগ্য মনে করলেন না। তার সঙ্গী-সাথীরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আমীরুল মুমিনীনের ছেলেকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ একজন সাধারণ হতদরিদ্র যুবকের সাথে মেয়ের বিবাহ দিলেন। এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বলেলেন, দেখুন আমার কন্যা আমার স্কন্ধে অর্পিত একটি আমানত। আমি পরহেযগার ও যোগ্য পাত্রের নিকট তাকে পাত্রস্থ করেছি। তাকে বলা হ'ল, কিভাবে? যার নিকট মাত্র দু'টি দিরহাম রয়েছে। খাবার হ'ল তেল ও একটি রুটি। বাড়ি হ'ল একটি কুঁড়েঘর। খলীফার ছেলে তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল। সেতো তার জন্য উত্তম ছিল।

তিনি বললেন, তোমাদের কি ধারণা? সে যখন বনু উমাইয়াদের প্রাসাদে গমন করত এবং বিভিন্ন মূল্যবান পোষাকে নিজেকে আচ্ছাদিত করত, আর সামনে, পিছনে ও ডানে-বামে দাস-দাসীরা ঘুরাঘুরি করত, এরপরে নিজেকে মনে করত খলীফার স্ত্রী। সেইদিন তার দ্বীন কোথায় যেত?

উল্লেখ্য যে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব তার মেয়ের বিবাহ আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের ছেলের সাথে না দেওয়ার কারণে তাকে শীতের দিনে একশটি বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। তার উপর এক কলস পানি ঢালা হয়েছিল এবং পশমের জুব্বা পরানো হয়েছিল *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/১৩২; ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ৬/৩২৫; ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফয়াতুল আ'ইয়ান ২/৩৭৭; ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ, সিয়ারুস সালাফে আছ-ছালেহীন ১/৭৭৭; আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ২/১৬৭-১৬৮)*।

** মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*
গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

রাজা রেফ্রিজারেশন

প্রোঃ মুহাম্মাদ রাজা

এখানে সর্বপ্রকার ফ্রীজ, এসি, ফ্যান ও বৈদ্যুতিক মটর অতি যত্ন সহকারে মেরামত করা হয়

যোগাযোগ

শিরোইল মোল্লা মিল, সাগরপাড়া রোড, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৭১৯-৮৬৬৮৬৮

আলী (রাঃ) ও খারেজীদের মধ্যকার ঘটনা

ছিফফীনের যুদ্ধে শালিস নিয়োগকে কেন্দ্র করে ৮ হাযার লোক আলী (রাঃ)-এর দল ত্যাগ করে চলে যায়। তারা হারূরা নামক স্থানে সমবেত হয়। তাদেরকে হারূরী বা খারেজী বলা হয়। তাদের দল ত্যাগ সম্পর্কে নিম্নের হাদীছ।-

ওবায়দুল্লাহ বিন ইয়ায বিন আমর আল-ক্বারী বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আলী (রাঃ)-এর নিহত হওয়ার কয়েক দিন পর ইরাক থেকে ফিরে আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসলেন। আমরা তখন আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম। আয়েশা (রাঃ) তাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ! আমি যা তোমাকে জিজ্ঞেস করব তুমি কি তার জবাবে আমাকে সত্য বলবে? আলী (রাঃ) কর্তৃক নিহত লোকদের ঘটনা আমাকে বর্ণনা কর। সে বলল, আমার কী হয়েছে যে, আপনার কাছে সত্য বলব না? আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাদের কাহিনী আমাকে বল। তিনি বললেন, আলী (রাঃ) যখন মু'আবিয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ হ'লেন এবং দু'জন শালিসে তাদের সিদ্ধান্ত দিলেন, তখন আট হাযার কুরআনের পাঠক (হাফেয) তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল। তারা 'হারূরা' নামক স্থানে কূফার দিক থেকে এসে সমবেত হ'ল এবং তারা এই বলে (আলী রাঃ-কে) ভর্ৎসনা করল, যে জামাটি আল্লাহ আপনাকে পরিয়েছিলেন, (অর্থাৎ খিলাফত) তা আপনি খুলে ফেলেছেন এবং যে নামে আল্লাহ আপনাকে নামকরণ করেছিলেন তা আপনি খুইয়ে ফেলেছেন। তারপর আপনি এতদূর গিয়েছেন যে, আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে অন্যদের শালিস মেনেছেন। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কারো শাসন নয় (অর্থাৎ আপনাকে শাসক মানি না)। আলী (রাঃ) যখন তাদের এই ভর্ৎসনা ও তাদের পক্ষ থেকে তাকে ত্যাগ করার খবর শুনলেন, তখন জনৈক ঘোষণাকারীকে দিয়ে এই ঘোষণা জারী করালেন যে, আমীরুল মুমিনীনের কাছে কুরআন বহনকারী ছাড়া আর কেউ যেন না আসে।

(এ ঘোষণার ফলে) যখন আলী (রাঃ)-এর বাড়ি হাফেযদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল, তখন একটি বড় আকারের কুরআন মাজীদ তাঁর কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। সেই কুরআন মাজীদটি তাঁর সামনে রাখা হ'ল। তিনি তার উপর হাত রেখে বললেন, ওহে কুরআন মাজীদ! মানুষকে জানাও। লোকেরা তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! তার কাছে আপনি কি জানতে চাইছেন? সেতো একটা কাগজের ওপর কিছু কালি ছাড়া কিছু নয়। আর আমরা বলছি, আমাদের পক্ষ থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে। সুতরাং আপনি কি চান?

আলী (রাঃ) বললেন, তোমাদের এসব সাথী, যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদের ও আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব ফায়ছালাকারী হিসাবে বিদ্যমান। আল্লাহ তাঁর কিতাবে একজন পুরুষ ও স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا 'আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ'লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক্ব দান করবেন' *(নিসা ৪/৩৫)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতের রক্ত ও সম্মান একজন স্বামী ও স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদা সম্পন্ন। তারা আমার উপর রাগান্বিত এজন্য যে, আমি মু'আবিয়ার সাথে সন্ধি করেছি। অথচ আবু তালিবের ছেলে আলী চুক্তি লিখেছিল। আর সুহাইল বিন আমর এসেছিল এবং আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। সেসময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নিজ গোত্র কুরাইশের সাথে হুদায়বিদায়ার সন্ধি করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লিখলেন, 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'। সুহাইল বলল, 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' লিখবেন না। তিনি বললেন, তাহ'লে কিভাবে লিখব? সে বলল, লিখুন, 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, লেখ 'আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ'। সুহাইল (বাধা দিয়ে) বলল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল মানতাম, তাহ'লে তো আপনার বিরোধিতা করতাম না। তাই রাসূল (ছাঃ) লিখলেন, 'এটা সেই সন্ধি, যা আব্দুল্লাহ্র ছেলে মুহাম্মাদ কুরাইশের সাথে স্থাপন করেছেন'। আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। অতঃপর আলী (রাঃ) তাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে পাঠালেন। আমিও তার সাথে রওনা হ'লাম। যখন তাদের বাহিনীর মাঝে পৌঁছলাম, তখন ইবনু কাওয়া জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে লাগল। সে বলল, হে কুরআন বহনকারীগণ! এ হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনুল আব্বাস। তাঁকে যারা চেনে না, আমি তাদের সামনে আল্লাহ্র কিতাব থেকে তাঁর পরিচয় তুলে ধরছি। এই ব্যক্তি তাদেরই একজন, যাদের সম্পর্কে কুরআনে নাযিল হয়েছে قَوْمٌ خَصِمُوْنَ 'তারা একটি ঝগড়াটে জাতি' *(যুখরুফ ৪৩/৫৮)*। সুতরাং তাকে তার বন্ধুর কাছে (আলীর কাছে) ফেরত পাঠাও এবং তার সাথে আল্লাহ্র কিতাব দ্বারা বাজি ধর না।

তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্য থেকে অন্যান্য ভাষণদাতা উঠে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই তার সাথে আল্লাহ্র কিতাব দ্বারা বাজি ধরব। সে যদি সত্য ও সঠিক বক্তব্য নিয়ে আসে এবং আমরা তা বুঝতে পারি তাহ'লে আমরা অবশ্যই তা মেনে চলব। আর যদি অসত্য নিয়ে আসে, তাহ'লে আমরা তাকে অবশ্যই তার বাতিল যুক্তিকে পরাজিত করব। তারপর তারা আব্দুল্লাহ্র সাথে তিনদিন আল্লাহ্র কিতাবের বাজি ধরে রইল। এরপর তাদের (মু'আবিয়ার পক্ষের) মধ্য থেকে চার হাযার ব্যক্তি (তাদের বাজি প্রত্যাহার করল এবং প্রত্যেকে) তওবা করল। ইবনুল কাওয়াও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাদের সবাইকে কূফায় আলীর নিকট হাযির করলেন।

আলী (রাঃ) অবশিষ্ট লোকদের নিকট এই মর্মে বার্তা পাঠালেন যে, ইতিমধ্যে আমাদের ও জনগণের মধ্যে যা হয়েছে, তা তো তোমরা দেখতেই পেয়েছ। সুতরাং তোমরা যেখানে চাও, স্থির হও, যতক্ষণ মুহাম্মাদ (রাঃ)-এর উম্মত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমবেত না হয়। তোমরা কোন অবৈধ রক্তপাত কর না। ডাকাতি, রাহাজানি কর না। যিম্মীদের ওপর যুলুম কর না। যদি এসব কর, তাহ'লে আমরাও একইভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পসন্দ করেন না। আয়েশা (রাঃ) তাকে বললেন, হে ইবনে শাদ্দাদ! আলী কি তাদেরকে হত্যা করেছিলেন? ইবনে শাদ্দাদ বললেন, আল্লাহ্র কসম! তাদের কাছে আলী (রাঃ) কোন বাহিনী ততক্ষণ পাঠাননি, যতক্ষণ না তারা ডাকাতি ও লুটপাট চালিয়েছে, রক্তপাত করেছে এবং যিম্মীদের (অমুসলিমদের) ওপর অত্যাচার চালিয়েছে।

আয়েশা (রাঃ) বললেন, সত্যি? সে বলল, আল্লাহ্র কসম! যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। এটাই ঘটেছিল। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাহ'লে ইরাকীদের সম্পর্কে আমি যে শুনলাম, তারা বলাবলি করে, 'উন্নত বক্ষা নারীদের মালিক, উন্নত বক্ষা নারীদের মালিক'- এটা কি? ইবনে শাদ্দাদ বললেন, (যে ব্যক্তি এ রকম রটনা করে) তাকে আমি দেখেছি এবং আলীকে সাথে নিয়ে নিহতদের মধ্যে তার জানাযা পড়েছি। তিনি লোকজনকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা কি একে চেন? বহুলোক এসে বলল, ওকে অমুক গোত্রের মসজিদে ছালাত আদায় করতে দেখেছি, অমুক মসজিদে ছালাত আদায় করতে দেখেছি। কিন্তু এটুকু ছাড়া কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কেউ দিতে পারল না।

আয়েশা (রাঃ) বললেন, আলী (রাঃ) যখন তার জানাযা পড়লেন, তখন ইরাকবাসী যে ধারণা পোষণ করে, তার সম্পর্কে তিনি কি বললেন? ইবনে শাদ্দাদ বললেন, তাকে বলতে শুনলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাকে কি অন্য কিছু বলতে শুনেছ? ইবনে শাদ্দাদ বললেন, আল্লাহ্র কসম! না। আয়েশা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। আল্লাহ আলীর ওপর রহমত করুন। কারণ তিনি যে কোন বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলেই বলতেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। অথচ ইরাকবাসী তাঁর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে ও অতিরঞ্জিত কথা বলে *(মুসনাদে আহমাদ হা/৬৫৬, সনদ হাসান)*।

পরিশেষে বলব, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে। যার আদেশ-নিষেধ মানুষ মেনে চলবে এবং এর বিধান মানুষ বাস্তবায়ন করবে। আর এজন্য সালাফে ছালেহীনের মানহাজ বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

মোঃ সুকতার হোসেন
প্রোপ্রাইটার
মোবাইলঃ ০১৯২৭-২৭৫৩২৪

মেসার্স সুকতার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা গ্রীল, জানালা, দরজা, কলাপসিবল গেট, সার্টার গেট, স্টীল আলমারী, ফাইল কেবিনেট, লোহার সিন্দুক, স্টীল শোকেস, স্টীল খাট, ইত্যাদি প্রস্তুত, মেরামত ও সরবরাহ করা হয়।

বিমান বন্দর রোড, নওদাপাড়া (ব্যাংক এশিয়ার সামনে), সপুরা, রাজশাহী।

রফিক লেমিনেশন
প্রোঃ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

ডিলার : বসুন্ধরা, নিটল টাটা, ফ্রেস ও পার্টেক্স পেপার

পরিবেশক : টোকা ইনক বাংলাদেশ

এখানে সব ধরনের কাগজ, অফসেট প্রেসের কালি, প্লেট, মোজা, ব্ল্যাংকেট এবং যাবতীয় কেমিক্যাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও বইয়ের কভার, ম্যাগাজিন কভার, লেবেল, কার্টুন লেমিনেটিং করা হয়।

যোগাযোগ
৩৮/৩৯, হকার্স মার্কেট, (নিউ মার্কেট), রাজশাহী।
মোবাইল- ০১৭১৬-০৭৭৭৮৪

তাবলীগী ইজতেমা'১৯ সফল হোক

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

অমরবাণী

আহমাদুল্লাহ

(১) ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, لاَ يُرضِي النَّاسَ قَوْلُ عَالِمٍ لاَ يَعْمَلُ، وَلاَ عَمَلُ عَامِلٍ لاَ يَعْلَمُ، 'আমলহীন আলেমের কথায় মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। আর না জেনে আমলকারীর আমল ধর্তব্য নয়' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, জীবনী নং ১৬০)*।

(২) ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, مَا فِيْ زَمَانِنَا شَيْءٌ أَقَلُّ مِنَ الْإِنْصَافِ، 'আমাদের যুগে ইনছাফ (ন্যায়-নীতি)-এর বড়ই আকাল' *(জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী হা/৮৬৬)*।

(৩) হাসান বিন ছালেহ (রহঃ) বলেন, فَتَّشْتُ الوَرَعَ، فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ أَقَلَّ مِنَ اللِّسَانِ، 'আমি ধার্মিকতা অনুসন্ধান করলাম, কিন্তু তা মানুষের যবানেই সবচেয়ে কম পেলাম' *(সিয়ার, জীবনী নং ১৩৪)*।

(৪) ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, إِذَا أَخْطَأَ إِمَامٌ فِي اجْتِهَادِهِ، لاَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ ننسَى مَحَاسِنَهُ، وَنُغَطِّيْ مَعَارِفَهُ، بَلْ نستغفرُ لَهُ، وَنَعْتَذِرُ عَنْهُ، 'যখন ইমাম তার ইজতিহাদে ভুল করেন, তখন তার সৎ কর্মগুলিকে ভুলে যাওয়া এবং তার জ্ঞান ভাণ্ডারকে ধামাচাপা দেয়া উচিৎ নয়। বরং আমরা তার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তার ওযর গ্রহণ করব' *(সিয়ার, জীবনী নং ৮৫)*।

(৫) বৈয়াকরণিক ইমাম মুওয়াফ্ফাক্ব (রহঃ) বলেন, يَنْبَغِي أَنْ تَكُوْنَ سِيْرَتُكَ سِيْرَةَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ، فَاقرَأِ السِّيْرَةَ النَّبَوِيَّةَ، وَتَتَبَّعْ أَفعَالَهُ، وَاقتَفِ آثَارَهُ، وَتَشَبَّهْ بِهِ مَا أَمكَنَكَ، 'তোমার স্বভাব-চরিত্র হওয়া উচিত প্রথম যুগের মানুষের ন্যায়। সুতরাং তুমি নবীর সীরাত অধ্যয়ন কর, তাঁর কর্মগুলি অনুসরণ কর এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুকরণ কর এবং সাধ্যমত তাঁর চরিত্রে নিজেকে রাঙ্গাও' *(সিয়ার, জীবনী নং ১৯৫)*।

(৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, إِنِّي لأَرَى الرَّجُلَ يُحيِيْ شَيْئاً مِنَ السُّنَّةِ، فَأَفْرَحُ بِهِ، 'আমি যখন কোন ব্যক্তিকে মৃত সুন্নাত পুনর্জীবিত করতে দেখি, তখন আমি আনন্দিত হই' *(সিয়ার, জীবনী নং ৭৮)*।

(৭) ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَإِذَا حَسُنَتِ السَّرَائِرُ أَصْلَحَ اللهُ الظَّوَاهِرَ، 'যখন কারো ভেতরটা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তার বাহ্যিক দিকটাও সংশোধন করে দেন' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৭৭)*।

(৮) হুযায়ফা বিন ক্বাতাদা (রহঃ) বলেন, أَعْظَمُ المَصَائِبِ قَسَاوَةُ القَلْبِ، 'সবচেয়ে বড় বিপদ হ'ল অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া' *(সিয়ার, জীবনী নং ১৩৯২)*।

(৯) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, فُضُوْلُ الدُّنْيَا عُقُوبَةٌ عَاقَبَ بِهَا اللهُ أَهْلَ التَّوْحِيْدِ، 'দুনিয়ার অনর্থক বস্তুসমূহ অন্বেষণ করা শাস্তিস্বরূপ। যা দ্বারা আল্লাহ তাওহীদপন্থীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন' *(সিয়ার ১০/৯৭, ইমাম শাফেঈর জীবনী দ্র.)*।

(১০) খলীল (রহঃ) বলেন, لاَ يَعرِفُ الرَّجُلُ خَطَأَ مُعَلِّمِهِ حَتَّى يُجَالِسَ غَيْرَهُ، 'অন্য কারো ইলমের মজলিসে না বসা পর্যন্ত একজন ব্যক্তি তার শিক্ষকের ভুল-ত্রুটিগুলি জানতে পারে না' *(সিয়ার, জীবনী নং ১৬২)*।

(১১) আবূ সুলায়মান (রহঃ) বলেন, أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ خِلاَفُ هَوَى النَّفْسِ، 'অন্তরের কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করাই সর্বোত্তম আমল' *(ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ৩৪/১২৭; সিয়ার, জীবনী নং ৩৪)*।

(১২) মুহাম্মাদ বিন হাসান (রহঃ) বলেন, رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ إِذَا مَشَى فِي الطَّرِيْقِ، يَكْرَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ أَحَدٌ، 'আমি ইমাম আহমাদকে দেখেছি যে, রাস্তায় চলাকালীন কেউ তাঁর (সম্মানার্থে) পিছে পিছে তাকে অনুসরণ করুক তা তিনি অপসন্দ করতেন' *(সিয়ার, জীবনী নং ৭৮)*।

(১৩) ইবনু ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, مَا نَقَلْنَا مِنْ أَدَبِ مَالِكٍ، أَكْثَرُ مِمَّا تَعَلَّمْنَا مِنْ عِلْمِه، 'আমরা ইমাম মালেকের আদব-আখলাক সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছি তা তার নিকট থেকে যে ইলম শিখেছি তাঁর চাইতে অধিক হবে' *(সিয়ার ৮/১১৩, আনাস বিন মালেক আল-মাদানীর জীবনী দ্র.)*।

(১৪) বিশর আল-হাফী বলেন, مَا أَكْثَرَ الصَّالِحِيْنَ، وَمَا أَقَلَّ الصَّادِقِيْنَ، 'নেককারদের সংখ্যা কতই না বেশী, কিন্তু সত্যবাদীদের সংখ্যা কতই না কম' *(সিয়ার, জীবনী নং ১১১)*।

(১৫) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, مَا لَكَ لا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يُدَنِّسَ دِينُكَ، আপনি কেন আমাকে রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিয়োগ করছেন না? তিনি (ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বললেন, 'আমি চাই না তোমার দ্বীন কালিমালিপ্ত হোক' *(আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, জীবনী নং ১৭৪, উবাই বিন কাব (রাঃ)-এর জীবনী দ্র.)*।

(১৬) ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন, رُبَّ عَمَلٍ صَغِيْرٍ تُكَثِّرُهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَلٍ كَثِيْرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، 'নিয়ত গুণে অনেক ছোট আমলও বড় আমলে পরিণত হয়; আবার অনেক বড় আমলও ছোট আমলে পরিণত হয়' *(সিয়ার, জীবনী নং ১১২)*।

Contents

১২ মাসী শসা চাষ পদ্ধতি

বীজ বোনার সময় ও পরিমাণ : এই বীজ বছরের যে কোন সময় বপন করা হয়। তবে অতীব শীতে এই বীজ বপন না করাই উত্তম। একর প্রতি-২০০-৩২৫ গ্রাম। প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ লাগাতে হয়। বীজ একদিন ও একরাত ভিজিয়ে লাগানো ভালো।

জমি তৈরী : দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে ভালো হয়। বার চারেক চাষ ও মই দিয়ে জমির মাটি ঝুরঝুরে করে নেওয়া হয়। আগাছা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ক্ষেত সমতল করে নিতে হবে।

মাদা তৈরী : ৫০-৮০ সে. মি. চওড়া ও গভীর-গর্ত তৈরী করতে হয়। ২-২.৫ মি: দূরে মাদা তৈরী করতে হয়। বহুয়ে শসার দূরত্ব আরও কম।

সার-ব্যবস্থাপনা : একর প্রতি গোবর ২.০ টন, খৈল ১১৩ কেজি, টিএসপি ৬০ কেজি, এমপি ৪০ কেজি, ইউরিয়া ৪০ কেজি সার প্রয়োগ করতে হয়। বীজ বোনার ৭-৮ দিন আগে সব সার গর্তের মাটির সাথে মিশাতে হবে। বীজ বোনার ২০-২৫ দিন পর ইউরিয়া সারের প্রথম অর্ধেক এবং প্রায় দেড় মাস পর ইউরিয়া সারের পরের অর্ধেক প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : শীত ও গরমকালে ৭-১০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার হয়। বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশনের জন্য নালার বন্দোবস্ত রাখতে হবে। নিড়ানি দিয়ে জমি পরিষ্কার রাখতে হবে। এছাড়া ৩-৪ সপ্তাহ পর, সব বীজ অঙ্কুরিত হ'লে, মাদা পিছু ৩টি গাছ রেখে, অন্য গাছগুলি তুলে ফেলা হয়।

পোকা ও রোগ দমন : গান্ধীপোকা ও বিটল পোক (এপিল্যাকনা বিটল ও রেড পামকিন বিটল): গান্ধী পোকা ও বিটল পোকা-গাছের পাতা খায় এবং ফুলের রস চুষে খেয়ে গাছ দুর্বল করে দেয়। এপিল্যাকনা বিটলের গায়ে কাটাযুক্ত হলদে রঙের গ্রাব খুব দ্রুত গাছের পাতা খায়। এসব পোকা দমনের জন্য সাড়ে ১২ লিটার পানিতে দেড় চা চামচ পরিমাণ ম্যালাথিয়ন ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করলে পোকা দূর হবে।

ফলের মাছি পোকা : এই পোকা ফল ছিদ্র করে ডিম পাড়ে এবং পরবর্তীতে ঐ ফলের মধ্যে জন্মায় এবং ফল পঁচে যায়। এই পোকা দমনের জন্য কচি ফল কাগজ, কাপড় বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ফল বড় হওয়ার পর যখন খোসা শক্ত হয়, তখন আর এই পোকা ফল ছিদ্র করতে পারে না। ক্ষেতে পোকার আক্রমণ খুব বেড়ে গেলে সাড়ে ১২ লিটার পানিতে ২ চা চামচ পরিমাণ ডিপটেরেক্স ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করলে পোকা দূর হবে।

মাছি-পোকা দমনের বিষটোপ তৈরী ও ব্যবহার : বিষটোপের জন্য ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে থিতলিয়ে ০.৫ মিলি লিটার (১২ ফোটা) নগস অথবা ডিডিভিপি ১০০ তরল এবং ১০০ মিলিলিটার পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে রেখে ৩টি খুঁটির সাহায্যে মাটি থেকে ০.৫ মিটার উঁচুতে রাখতে হবে। খুঁটি তিনটির মাথায় অন্য একটি বড় আকারের মাটির পাত্র রাখতে হবে। বিষটোপ গরমের দিনে ২ দিন এবং শীতের দিনে ৪ দিন পর্যন্ত রাখার পর তা ফেলে দিয়ে নতুন করে আবার তৈরি করতে হবে। মাছি পোকার সংখ্যা বিবেচনা করে প্রতি হেক্টরে ২০-৪০টি বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাউডারিমিলিডিউ রোগ : এই রোগে পাতার উপর সাদা পাউডার দেখা যায় ও গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফলন হ্রাস পায়। এই রোগ দূর করার জন্য ২০ গ্রাম থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউপি ১০ লিটার পানির সংগে মিশিয়ে ভাল করে পাতা ভিজিয়ে দিতে হবে। এই পরিমাণ ৫ শতক জমিতে দেয়া যায়। প্রতি বিঘার জন্য ১২০ গ্রাম ঔষধ দরকার হবে।

আনথাকনোজ রোগ : এই রোগে আক্রান্ত হ'লে প্রথমে পাতায় হলদে দাগ হয়, পরে দাগগুলো বাদামী বা কালো হয়ে ঐ অংশ পচে যায়। ফলের বহিরাবরণেও এই বাদামী দাগ দেখা যায় ও ফল পচে যায়। এর প্রতিকারের জন্য বীজ লাগানোর পূর্বে বীজ শোধন করতে হবে। ১ কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ নামক ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে মিশাতে হবে। তাছাড়া ক্ষেতে রোগ দেখা দিলে ডায়থেন ৪৫ গ্রাম ১০ লিটার পানির সংগে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এই রোগ দমনের জন্য ঘরে তৈরী বোর্দ মিশ্রণ আক্রান্ত গাছে ছিটানো যেতে পারে। এক শতাংশ জমির জন্য এই বোর্দ মিশ্রণ তৈরী করতে সাড়ে ১৭ লিটার পানির সাথে ৩৫০ গ্রাম পাথুরে চুন ও অন্য সাড়ে ১৭ লিটার পানির সাথে ৩৫০ গ্রাম তুঁতে আলাদা আলাদাভাবে মাটির পাত্রে মিশাতে হবে। পরবর্তীকালে এই দুই মিশ্রণ পুনরায় অপর এক মাটির পাত্রে ভালোভাবে মিশাতে হবে এবং আক্রান্ত গাছে ছিটাতে হবে। ১৫ দিন পর পর এভাবে নতুন মিশ্রণ তৈরী করে ছিটাতে হবে। ফসল তোলার পর গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন : কাঁচা খাওয়ার জন্য শসা পাকানো হয় না। তবে রান্না করে খেতে হ'লে কিছু পাকিয়ে নেওয়া ভাল। কাজেই সবুজ থাকতেই শসা তুলে ফেলা হয়। জমিতে লক্ষ্য রেখে মাঝে মাঝেই শসা তুলে নেওয়া হয়। একবার সংগ্রহ আরম্ভ হ'লে ৪-৫ দিন অন্তর অন্তর ফল তুলতে হয়। শসার ফলন একর-প্রতি-৪-৮ টন।

সতর্কতা : ঔষধ ছিটানোর কমপক্ষে ৭ দিন পর্যন্ত কোন ফল বাজারে বিক্রি বা খাওয়া যাবে না।

॥ সংকলিত ॥

দি বিশাল কনফেকশনারী জোন

★ মোঃ আবু বাক্কার ★

মোবাইল : ০১৮৬৬-৯৮২৩৭৩, ০১৯২৯-৬১৪৬১৪।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৯ সফল হৌক

হযরত শাহ্ মুখদুম (রহঃ) মার্কেট, জিরো পয়েন্ট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।-৬১০০

কবিতা

আম্মাজান

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আম্মাজান! আম্মাজান!
রোহিঙ্গা শিশু ডাকছে ঐ
বুলেটের আঘাতে ঝলসানো মা
ক্রন্দনরত বক্ষে রই।
প্রাণহীন মায়ের বুকের উপরে
ডাকছে শিশু আম্মাজান!
আরতো আম্মা শুনবে না ডাক
শূন্যে মিলিছে তাহার প্রাণ।
আম্মাজান! আম্মাজান!
লক্ষ শিশুর করুণ ডাক,
আকাশে উড়ছে শত্রুসেনার
প্রাণ বিনাশী বোমারু ঝাঁক।
আম্মাজান! আম্মাজান!
শোন মাগো, ডাক একটি বার
কত পেয়েছি সোহাগ
আজ কেন নির্বাক?
সেদিন নিশিথে জনমের শেষ
ডাকিনু তোমাকে আম্মাজান!
নিশি অবসানে ভিক্ষু আর সেনা
আমার আম্মার হরিল প্রাণ।
মনে পড়ে আজি আমার আম্মা
কত যে আদর করিছে তাই
ফরিয়াদ করি দরবারে তব
যালিমের মোরা বিনাশ চাই।
লক্ষ মায়ের প্রাণ নিল যারা
করো গো আল্লাহ বিচার তার
আমরা বার্মার মা'ছূম শিশু
দরবারে তব চাই বিচার।
যেমনটি মোরা মায়ের বুকেতে
ফেলেছি মোদের চোখের নীর
খালি কর আল্লাহ তাদেরও তেমনি
আম্মাজানের বক্ষটির।

পৃথিবী

কাযী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট।

পৃথিবী! ক্ষণিক তরে তোমায়
আমি দেখতে এসেছিলাম
কি পেলাম তোমা হ'তে
কিইবা তোমায় দিলাম?
হক হালাল বুঝিনি তাই
গ্রাস করেছি সব,
কি জবাব দিব সেদিন
যেদিন বিচার করবেন রব।
প্রবৃত্তির মোহে পড়ে
হারিয়ে গেছি হায়
কি করে শুধাব আমি
আর তো সময় নাই।
বেলা শেষে হে পৃথিবী!
তোমায় ঘৃণা করি
ফরিয়াদ করি রবের কাছে
যেন মানুষ হয়ে মরি!

এপ্রিল ফুল উৎসব

শফীকুল ইসলাম
সুজানগর, সপুরা, রাজশাহী।

বল দেখি, তোমরা জান কি এপ্রিল ফুলের কথা?
জগৎ জুড়ে মুসলমানের বইছে প্রাণে ব্যথা।
এপ্রিল ফুলের মানে হ'ল- এপ্রিলের বোকা
ভয়ঙ্কর এক ইতিহাস দিচ্ছে মনে টোকা।
স্পেনে অষ্টম শতাব্দীতে সমাজ ছিল সুঠাম
মুসলিম শাসন কায়েম হ'ল, বিশ্ব জুড়ে সুনাম।
চরম মুসলিম বিদ্বেষী এক পর্তুগীজ রাণী
মুসলমানদের বিনাশ করতে করল বিয়ে জানি।
নানান দিকে দেখল চেয়ে উন্নয়নের ধারা
মেনে নিতে পারল না আর সইল না তারা।
যুক্তি করে কেমনে হবে মুসলিম শক্তি নিধন
তখন থেকেই শুরু হ'ল নানান যুলুম-শোষণ।
হাযার হাযার নারী-পুরুষ দিনে দিনে মারল
গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে লাশের সংখ্যা বাড়াল।
উল্লাস করতে রাজধানীতে এসেই থামেনিত
সম্মুখযুদ্ধে মুসলমানরা হয়নি পরাজিত।
খাদ্যগুদাম পুড়িয়ে দেয় জাগে মনে ফূর্তি
অচিরে দুর্ভিক্ষ নামে হয় না উদরপূর্তি।
ভিন্ন পথে পা বাড়িয়ে আঁটল আরও ফন্দি
মুসলমানের শান্তি নষ্ট করল প্রতিদ্বন্দ্বী।
মুক্তি দেয়া হবে সবার বিনা রক্তপাতে
নিরস্ত্রভাবে মসজিদে আস, বলল ঘোষণাতে।
অবলা নারী মাছূম শিশু ওদের মুখে চেয়ে
সকল মুসলিম আশ্রয় নিল সেই ঘোষণা পেয়ে।
সব মসজিদে তালা দিয়ে আগুন দিল হায়েনা
মুসলমানের ভাল ওরা কোন কালেও চায় না।
লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ ও শিশুর আর্তনাদে
জীবন্ত হয়েছে দগ্ধ প্রাণ হারায়নি সাধে?
অগ্নিখেলা চলল এমন মসজিদেরই ভেতর
আকাশ-বাতাস শোকে ভারী যায়নি মুছে খবর!
আর্তচিৎকার প্রতিধ্বনি স্মৃতির পাতায় ভরে
সাল চৌদ্দশ' বিরানব্বই ভুলি কেমন করে?
সেই থেকে তো আজ অবধি শুনে মোরা তা'আজ্জব!
খ্রীষ্টান জাতি করছে পালন 'এপ্রিল ফুল' উৎসব।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

কেজি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডাঃ যাকির নায়েকের বই সহ সকল প্রকার কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১৬৭০-৬১৯৯০৬, ০১১৯৭-১১৭৯২৮, ০১৭৪৫-০০৩৩৩১।

সমবায় মার্কেটের পূর্ব পার্শ্বে, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

শাকিল বই বিতান

কাশিয়া ডাঙ্গা রোড, রাজশাহী

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)।
২. আলী বিন আবী তালেব (রাঃ)।
৩. সুমাইয়া (রাঃ)।
৪. ইয়াসার (রাঃ)।
৫. বেলাল (রাঃ)।
৬. দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)।
৭. ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে।
৮. ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে।
৯. ৭ম হিজরীতে।
১০. ৯ম হিজরীতে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. রাঙামাটি যেলায়।
২. ৬২%।
৩. অগ্রহায়ণ-পৌষ।
৪. ওয়ারলেসের মাধ্যমে।
৫. বরিশালে।
৬. ২টি। বাংলা ও ইংরেজী
৭. শেখ মুজিবুর রহমান
৮. ১৩,৮৬১ টি (৬৩৮টি কলেজিয়েট স্কুলসহ)।
৯. ১০৫টি (৫৩টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ)।
১০. দেশে নির্মিত দ্বিতীয় বৃহৎ যুদ্ধ জাহায।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইতিহাস বিষয়ক)

১. ইসলামে সর্বপ্রথম তীর চালান কোন ছাহাবী?
২. দুনিয়াতে প্রথম কবর দেওয়া হয়েছিল কাকে?
৩. পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী দিন জীবিত ছিলেন কে?
৪. ইসলামের প্রথম ঘর কোনটি?
৫. ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি?
৬. প্রথম গঠিত সমাজকল্যাণ সংগঠন কোনটি?
৭. দুনিয়াতে প্রথম খুনী কে?
৮. সর্বপ্রথম ইসলামের শিক্ষাকেন্দ্রর নাম কি?
৯. সর্বপ্রথম নৌকা তৈরী করেন কে?
১০. পৃথিবীতে মানব জাতির প্রথম ভাষা কার?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. লিসবন সমুদ্র বন্দর কোথায় অবস্থিত?
২. চুম্বুকের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী কোথায়?
৩. খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতকে কোন শাসকের শাসনমালা ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ পাওয়া যায়?
৪. ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেসিন (আই.বি.এম) কম্পিউটার তৈরি হয় কবে?
৫. শর্করা খাদ্যের প্রাথমিক উৎস কী?
৬. আধুনিক জার্মানির প্রতিষ্ঠাতা কে?
৭. উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ ভিস্তা ও লিনাক্স এগুলোকে কি বলা হয়?
৮. সর্বাপেক্ষা ভারী মৌলিক গ্যাস কোনটি?
৯. মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?
১০. কোন দেশ পশম রপ্তানীতে শীর্ষে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

মোল্লাডাইং দক্ষিণপাড়া, পবা, রাজশাহী ২রা ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় যেলার পবা থানাধীন মোল্লাডাইং দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শাহীনুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সুমাইয়া খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আকরামুয্যামান।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মগানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভবনের দ্বিতীয় তলায় সোনামণি মারকায এলাকা ও শাখার দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক আবু রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আবু রায়হান ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ইমরান হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকার সহ-পরিচাক মুহাম্মাদ ইমরুল কায়েস।

পাইকপাড়া, পবা, রাজশাহী ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার পবা থানাধীন পাইকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ওমর ফারূক ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফাতেমা খাতুন।

বালিয়াডাঙ্গা, সদর, নাটোর ১৫ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক ও উপযেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ মু'আয্যম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও নাটোর যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা ও উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ ও বালিয়াডাঙ্গা শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মরিয়াম খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ইয়ালাম খাতুন।

Contents

স্বদেশ

২০১৮ সালে রেমিটেন্স সোয়া লাখ কোটি টাকা

২০১৮ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসীরা এক হাযার ৫৫৪ কোটি ডলার (১৫.৫৪ বিলিয়ন) রেমিটেন্স বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে পাঠানো এই রেমিটেন্সের পরিমাণ বাংলাদেশী মুদ্রায় এক লাখ ৩০ হাযার ৫৪১ কোটি টাকারও বেশী। ২০১৭ সালে এর পরিমাণ ছিল এক হাযার ৩৫৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এই হিসাবে ২০১৭ সালের চেয়ে ২০১৮ সালে ১৪ দশমিক ৮০ শতাংশ রেমিটেন্স বেশী এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, গত বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে প্রবাসীরা ১২০ কোটি দুই লাখ ডলারের রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন। এটি ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের চেয়ে তিন দশমিক ৩৫ শতাংশ বেশী। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে প্রবাসীরা পাঠান ১১৬ কোটি ৩৮ লাখ ডলার। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জিডিপিতে ১২ শতাংশ অবদান রাখছে প্রবাসীদের পাঠানো এই বৈদেশিক মুদ্রা।

পুলিশের মানবিকতা

মা-মেয়ের জীবন রক্ষা

রাতের অন্ধকারে ফুটপাতে সন্তান প্রসব করেন এক নারী। মায়ের নাড়িতে আবদ্ধ শিশুটি তখন কাঁদছিল। মানসিক ভারসাম্যহীন মা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। এমন দৃশ্য দেখে এগিয়ে যান চট্টগ্রামের ডবলমুরিং থানার দেওয়ানহাট ফাঁড়ির কর্তব্যরত উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসউদুর রহমান। দ্রুত দু'জনকে তুলে ছোটেন আগ্রাবাদ মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকদের পরিচর্যায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেন মা রোজিনা (৩৫) ও নবজাতক। চিকিৎসকরা বলছেন, দ্রুত হাসপাতালে না নেয়া হ'লে নবজাতককে বাঁচানো কঠিন হয়ে যেত। কারণ তার নাকে-মুখে ততক্ষণে ময়লা-আবর্জনা ঢুকে গেছে। একজন পুলিশ কর্মকর্তার মানবিক আচরণে মা-মেয়ের জীবন বাঁচলো। উল্লেখ্য, ছিন্নমূল রোজিনা আগ্রাবাদ এলাকার ফুটপাতে বসবাস করে। এসআই মাসউদুর রহমান বলেন, একজন প্রতিবন্ধী মায়ের কঠিন দুঃসময়ে সাহায্য করতে পেরে তিনি খুশি।

হাঁস-মুরগি উল্টো করে বেঁধে নিয়ে যাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ

একসঙ্গে আট-দশটি মুরগির পা দড়ি দিয়ে বেঁধে উল্টো করে নিয়ে যাচ্ছেন একজন মুরগি ব্যবসায়ী। ব্যথায় মুরগিগুলো কোঁকাচ্ছে, ছটফট করছে। মানুষের কাছে এ দৃশ্য নতুন নয়। ব্যবসায়ী বা ক্রেতা কেউ মুরগির এই আর্তনাদ আমলে নেন না। তাঁরা জানেনও না এটি দণ্ডনীয় অপরাধ। আর যারা জানেন, তারাও আইনটি প্রয়োগ করেন না। জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা আইন ১৯২০-এর ৪(খ) ধারায় জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতাসহ হত্যার জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এখানে জীবজন্তু বলতে গৃহপালিত বা আটককৃত জন্তুকে বোঝানো হয়েছে। এই আইনে বলা আছে, কোন লোক যদি কোন জন্তুকে এমনভাবে বেঁধে রাখে, যাতে জন্তুটি কষ্ট পায় বা জন্তুটি যন্ত্রণা ভোগ করে। এই অপরাধের জন্য এক শত টাকা জরিমানা কিংবা অনূর্ধ্ব তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ফলের বিশ্বে সফল বাংলাদেশ

আয়তনে বিশ্বের অন্যতম ছোট দেশ বাংলাদেশ ফল উৎপাদনে সফলতার উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তে বিশ্বে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হারের রেকর্ড বাংলাদেশের। আর মৌসুমী ফল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। ২০ বছর আগে আম আর কাঁঠাল ছিল এই দেশের প্রধান ফল। এখন বাংলাদেশে ৭২ প্রজাতির ফলের চাষ হচ্ছে। আগে হ'ত ৫৬ প্রজাতির ফল চাষ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) হিসাবে, ১৮ বছর ধরে বাংলাদেশে সাড়ে ১১ শতাংশ হারে ফল উৎপাদন বাড়ছে। একই সঙ্গে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ চারটি ফলের মোট উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে। কাঁঠাল উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয়, আমে সপ্তম ও পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থানে আছে বাংলাদেশ। আর মৌসুমী ফল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে দশম। কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, দেশে গত বছর ১ কোটি ২১ লাখ টন ফল উৎপাদিত হয়েছে। ১০ বছর আগের তুলনায় উৎপাদন ১৮ লাখ টন বেড়েছে। চাষের জমির দিক থেকে সবচেয়ে বেশী জমিতে চাষ হচ্ছে কলা। তারপর যথাক্রমে আম, পেঁপে ও কাঁঠাল। সবচেয়ে দ্রুত হারে বাড়ছে পেয়ারা ও লিচুর আবাদ। এছাড়া বিশ্বের অন্যতম পুষ্টিকর ফল ড্রাগন ফ্রুট, অ্যাভোকাডো, রাম্বুটান, স্ট্রবেরি, ডুমুর, মাল্টা, বেল, নারিকেল, জাম্বুরা, রংগন, সূর্য ডিম ও খেজুরের বেশ কয়েকটি জাতের চাষও দেশে দ্রুত বাড়ছে।

দেশে দারিদ্র্যের হার ২১ দশমিক ৮%

২০১৮ সাল শেষে প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, দেশে দারিদ্র্যের হার ২১ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে, যা আগের বছরে ছিল ২৩ দশমিক ১ শতাংশ। একইভাবে অতিদারিদ্র্যের হার কমে ১১ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাবে এ তথ্য উঠে এসেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে দারিদ্র্যের হার শূন্যে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এ লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ এবং অতিদারিদ্র্যের হার ৮ দশমিক ৯ শতাংশে নামিয়ে আনতে কাজ করছে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগ।

বিশ্বে ধনীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ তৃতীয়

বিশ্বে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় বাংলাদেশের নাম উঠেছে। নিউইয়র্ক ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ওয়েলথ এক্স'-এর এক প্রতিবেদনে ধনীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশের স্থান এই মুহূর্তে তৃতীয়। কিছুদিন আগে প্রকাশিত এই প্রতিষ্ঠানেরই পৃথক আরেকটি গবেষণা প্রতিবেদনে ধনী বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ শীর্ষে ছিল। 'হাই নেট ওয়ার্থ হ্যান্ডবুক-২০১৯' নামে এবারের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের সমন্বিত বার্ষিক জাতীয় প্রবৃদ্ধি বাড়বে শতকরা ১১.৪ ভাগ। ধনী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে শীর্ষ চারটি দেশ হচ্ছে যথাক্রমে নাইজেরিয়া (১৬.৩%), মিশম (১২.৫%), বাংলাদেশ (১১.৪ %)। এরপরে রয়েছে ভিয়েতনাম (১০.১ ভাগ), পোল্যান্ড (১০ ভাগ) চীন (৯.৮ ভাগ), কেনিয়া (৯.৮ ভাগ), ভারত (৯.৭ ভাগ), ফিলিপাইন (৯.৪ ভাগ) ও ইউক্রেন (৯.২ ভাগ)।

দেশে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৫ লাখের বেশী

বর্তমানে দেশের (উচ্চ ও নিম্ন) আদালতগুলোয় বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৫ লাখেরও বেশী। ২০১৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ সংখ্যা ছিল ৩৪ লাখ ৫৩ হাযার ৩৫৩টি। গত ৬ মাসে আদালতগুলোয় মামলার সংখ্যা বেড়েছে ৫৪ হাযার ৫৪৫টি। যা দেশের ইতিহাসে আদালতগুলোয় মামলা জটের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

সারাবিশ্বের বিচার ব্যবস্থায় বাংলাদেশে মামলার তুলনায় বিচারকের অনুপাত খুবই কম। বাংলাদেশে প্রতি এক লাখ মানুষের জন্য বিচারক মাত্র একজন। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে প্রতি ১০ লাখ লোকের বিপরীতে যেখানে বিচারক ১০ জন, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রে ১০৭ জন, কানাডায় ৭৫ জন, ইংল্যান্ডে ৫১ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ৪১ জন এবং এমনকি ভারতেও ১৮ জন। ভারতে যেখানে একজন বিচারকের বিপরীতে এক হাযার ৩৫০টি মামলা বিচারাধীন, সেখানে

বাংলাদেশে একজন বিচারকের বিপরীতে রয়েছে দুই হাযার ১২৫টি মামলা। বিচারক স্বল্পতার কারণে গত এক যুগে শুধু ঢাকার ৪০টি আদালতে মামলা বেড়েছে চারগুণেরও বেশী। সেখানে এখন মোট মামলার সংখ্যা ৪ লাখ ৪১ হাযার ৪৭১টি।

সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার দপ্তর সূত্রে জানা যায়, সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে ৫ লাখ ২৭ হাযার মামলা বিচারাধীন। আর জেলা ও দায়রা জজ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে ২৯ লাখ ৮০ হাযার ৫৮৪টি, হাইকোর্ট বিভাগে ৫ লাখ ৭ হাযার ৬৯৫টি এবং আপিল বিভাগে ১৯ হাযার ৬১৯টি। দেশের সর্বোচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতে সব মিলিয়ে বর্তমানে বিচারাধীন মামলা ৩৫ লাখ ৭ হাযার ৮৯৮টি। যার মধ্যে দেওয়ানি ১৩ লাখ ৯৯ হাযার ৬২৫টি, ফৌজদারি ২০ লাখ ১৭ হাযার ৯১৪টি এবং অন্যান্য ৯০ হাযার ৩৫৯টি।

অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে

পঞ্চগড়ের কাদিয়ানী সম্মেলন বন্ধ করুন!

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষ নবী ও রাসূল হিসাবে অস্বীকারকারী কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের পঞ্চগড় আহমদনগরে ২২, ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারীতে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী জাতীয় ইজতেমার নামে ঈমান বিধ্বংসী কার্যক্রম বন্ধের জোর দাবি জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি বলেন, ইহূদী-খ্রিস্টান চক্রের লালিত-পালিত মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী প্রতিষ্ঠিত আহমাদিয়া সম্প্রদায়কে মুসলিম উম্মাহ 'কাফির' হিসাবে গণ্য করেন। এ যাবত পৃথিবীর অন্তত ৪০টি মুসলিম দেশে এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে 'রাবেতা আলমে ইসলামী'র উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৪৪টি রাষ্ট্র ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ১৯৮৮ সালে ইরাকে অনুষ্ঠিত 'ওআইসি' শীর্ষ সম্মেলনে এদেরকে 'কাফির' ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে এবং ১৯৯৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের দু'টি মামলার রায়ে এদেরকে 'অমুসলিম' হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯৯৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার সোবহানবাগ মসজিদে অনুষ্ঠিত বিরাট মুছল্লী সমাবেশে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের উপস্থিতিতে মসজিদে নববীর সম্মানিত খতীব ড. আব্দুর রহমান আল-হুযায়ফী এদেরকে 'কাফির' ঘোষণা করে বলেন, এদেরকে যারা মুসলমান মনে করে তারাও 'কাফির'। সরকারের নিকট দাবি জানিয়ে আমীরে জামা'আত বলেন, এদেরকে অনতিবিলম্বে 'কাফির' ঘোষণা করে কাদিয়ানী বিতর্ক শেষ করুন। অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে অন্যদের ন্যায় তারাও দেশে বসবাস করুক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু নিজেদেরকে মুসলিম জামাত দাবী করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার কোন সুযোগ দেওয়া যাবে না।

[বিবৃতিটি দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ই ফেব্রুয়ারী'১৯, পৃঃ ৮ এর ৫ম কলামে প্রকাশিত হয়েছে।]

মরা পদ্মার বুকে চাষাবাদ

বর্ষা মওসুম শেষ হবার আগেই ভরা পদ্মার ক্ষনিকের নাচন থেমে যায়। মাথা উচু করে জানান দিতে থাকে ডুবো চরগুলো। শীত মওসুম শুরুর আগে ভাগেই পদ্মার বুকজুড়ে জেগে ওঠে বিশাল বালিচর। তবে ব্যাতিক্রম হয় চরে বালিপড়ার ব্যাপারটি। কখনো বিশাল এলাকাজুড়ে পলি পড়ে। আবার কখনো বেশীর ভাগই বালি। যেখানে পলি পড়ে সেখানে চলে আবাদ। এবারো পদ্মার বুকজুড়ে চাষাবাদ হয়েছে নানা ফসলের। শুরুতে মাস কালাই, মশুর, খেসারী ডালের বীজ ছড়ানো হয় কাদা মাটিতে। এরপর সরিষা, গম, মটর, বেগুন, টমেটোসহ নানা ধরনের শাকসবজি। এরপর আবাদ হয় বোরো ধানের।

রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে এবার জেলার পদ্মার চরে সাড়ে চার হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ হচ্ছে। এরমধ্যে মসুর ডাল এক হাযার হেক্টর, সরিষা সাড়ে তিনশো হেক্টর, সবজি জাতীয় সাড়ে পাঁচশো হেক্টর, ভুট্টা সাড়ে পাঁচশো হেক্টর, মসলা জাতীয় ফসল সাড়ে সাতশ' হেক্টর, আর গম চারশো হেক্টর জমিতে আবাদ করা হয়েছে। চরে চাষাবাসের ফলে বেড়েছে কর্মসংস্থান আর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। কোথাও কোথাও গড়ে তোলা হয়েছে গরুর বাথান। শত শত গরু লালন পালন করা হচ্ছে। দুধ উৎপাদনও হচ্ছে। গড়ে তোলা হয়েছে গো-চারণ ভূমি।

নদী সরকারী হলেও এর বেশীর ভাগ দখল করছে চর জমিদাররা। শহর থেকে গিয়ে এসব চরের জমি দখল নিয়েছে মহল বিশেষ। গড়ে তুলেছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। চর দখলে সরকারী দল বিরোধী দল বলে কিছু নেই। যদিও সাম্প্রতিককালে বেড়েছে সরকারী দলের প্রভাব। এরাই সব নিয়ন্ত্রণ করে। নদীর ভাঙ্গনে সর্বশান্ত চর খিদিরপুর, খানপুরের সব হারানো মানুষ আশ্রয় নিয়েছে নদীর মাঝখানে জেগে ওঠা মধ্যচরে। আশ্রয় নেয়া এসব মানুষের অধিকার নেই চরের জমিতে চাষাবাদের। ওরা কামলা খাটে। শৈত্য প্রবাহ আর লু হাওয়া গায়ে মেখে ফসল ফলায়। আর ভোগ করে চর জমিদাররা। চরে আশ্রয় নেয়া মানুষদের কথা- 'পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানিয়ে আমি রই। আমি তো সেই ঘরের মালিক নই'।

সাবেক একজন বিভাগীয় কমিশনার এসব নদী ভাঙ্গনে সব হারানো মানুষের মাথা গোজার ঠাঁই ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। চরে ঠাই নেয়া মানুষগুলো নতুন করে ঘুরে দাড়াবার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তিনি বদলী হয়ে যাবার পর সব স্বপ্ন ভেস্তে যায়। এসব চরে আবার আস্তানা গাড়ে মাদক ব্যবসায়ীরা। সীমান্তের ওপার থেকে ফেন্সিডিল মদ ইয়াবাসহ নানা মাদক এনে জড়ো করে। সুবিধামত সময়ে নগরীতে নিয়ে আসে। সম্প্রতি মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ক্রসফায়ারে একজন জীবন হারায়। ফলশ্রুতিতে এলাকার সাধারণ মানুষ পড়ে বিড়ম্বনায়। ভয়ে ঘরছাড়া হতে হয়েছে অনেককে। কদিন আগে চরের মানুষের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে এমন সব কথা জানা যায়। সঙ্গে যাওয়া কাতার রেডক্রিসেন্টের বাংলাদেশ প্রতিনিধি বাসাম খাদ্দাম চরের বাসিন্দাদের অবস্থা দেখে মন্তব্য করেন এদের অবস্থাতো রোহিঙ্গাদের চেয়ে খারাপ।

মেসার্স মোমতাজ হোসেন

প্রোঃ মইনুদ্দীন আহমাদ (রানা)

পরিবেশক

সেতু কর্পোরেশন লিঃ ও অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

ডিলার

বসুন্ধরা ও ক্লীনহীট এলপিজি

এবং স্পেয়ার মেশিন

এখানে বিভিন্ন প্রকার বালাই নাশক, এলপি গ্যাস ও স্পেয়ার মেশিন পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা'১৯ সফল হোক

নওহাটা বাজার, পবা, রাজশাহী-৬২১৩।
মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৮৩৪।
E-mail : moin.nowhata@gmail.com

Contents

বিদেশ

পবিত্র কুরআন হাতে মার্কিন কংগ্রেসে দুই নারীর শপথ

পবিত্র কুরআন মাজীদে হাত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ১১৬তম কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের (প্রতিনিধি পরিষদ) সদস্য হিসাবে শপথ নিলেন রাশীদা তালিব ও ইলহান ওমর। ৩রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এই শপথের মাধ্যমে তারা হ'লেন মার্কিন ৪৩৫ সদস্যের মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভের প্রথম মুসলিম নারী সদস্য। ডেমোক্রাট দলের পক্ষে মিশিগান থেকে নির্বাচিত ফিলিস্তীনী বংশোদ্ভূত রাশীদা তালিব (৪২) ফিলিস্তীনের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি পবিত্র কুরআনের ১৭৩৪ সালের ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করেন। এই অনুবাদটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের সংগ্রহে ছিল। মিনেসোটা থেকে নির্বাচিত সোমালী বংশোদ্ভূত ইলহান ওমর (৩৭) তার দাদার ব্যবহৃত পবিত্র কুরআন নিয়ে শপথ নেন। এই দাদাই তাকে লালন-পালন করে বড় করেন। উল্লেখ্য, হাউস চেম্বারে হিজাব পরে আসা প্রথম মুসলিম নারী ইলহান ওমর, যেখানে কোন ধরনের হ্যাট বা হেড স্কার্ফের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

ব্রিটেনে ফুটপাথে ঘুমায় ২৪ হাযার ফকীর-মিসকীন

ব্রিটেনে রাস্তায়-ফুটপাথে রাত কাটায় ২৪ হাযারেরও বেশী ফকীর-মিসকীন। রাস্তা ছাড়াও গৃহহীন অসহায় এ মানুষগুলোকে ট্রেন ও বাসের মতো গণপরিবহনেও ঘুমাতে দেখা যায়। বেসরকারী দাতব্য সংস্থা ক্রাইসিসের এক রিপোর্টে বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশটিতে গৃহহীন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের এ করুণচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৩ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হ্যারিয়ট-ওয়াট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের প্রস্তুতকৃত রিপোর্টে বলা হয় যে, দেশটিতে গত ৮ বছরে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ১২০ শতাংশ বা ৫ গুণ। দাতব্য সংস্থা ক্রাইসিসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাস্তা, তাঁবু, ট্রেন বা বাসে ঘুমিয়ে কাটায় ব্রিটেনজুড়ে এমন মোট ২৪ হাযার ৩০০ মানুষকে পাওয়া গেছে। তবে সরকারী হিসাবে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা মাত্র ৪ হাযার ৭৫১ জন। উল্লেখ্য, ব্রিটেনের তিনটি রাজ্যের মধ্যে এদের সংখ্যা ইংল্যান্ডেই সবচেয়ে বেশী। ২০১০ সাল থেকে রাজ্যটিতে এই সংখ্যা ১২০ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে স্কটল্যান্ডে বেড়েছে মাত্র ৫ শতাংশ এবং ওয়েলস রাজ্যে বেড়েছে ৭৫ শতাংশ।

বাংলাদেশসহ ৫ দেশে ভারত গ্রাউন্ড স্পেস স্টেশন করবে

ভারতের মহাকাশ কূটনীতির অংশ হিসাবে দেশটি তার ৫ প্রতিবেশী যথা ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় ৫টি বৃহৎ গ্রাউন্ড স্টেশন ও ৫ শতাধিক ছোট টার্মিনাল স্থাপন করবে। এই অঞ্চলে চীনা প্রভাব প্রতিরোধে প্রতিবেশী প্রথম নীতির অংশ হিসাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই মহাকাশ হাতিয়ার ব্যবহার করছে। এ ধরনের প্রকল্প পরে আফগানিস্তানেও স্থাপন করা হবে। আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানো ছাড়াও এই উদ্যোগের ফলে ভারতের কৌশলগত এসেটগুলো তাদের মাটিতে রাখতে সহায়তা করবে। টেলিভিশন সম্প্রচার, টেলিফোন, ইন্টারনেট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও টেলিমেডিসিনের মতো ব্যাপারে এসব স্টেশন ও টার্মিনালগুলো ব্যবহার করা হবে। সূত্র জানায়, ৫টি গ্রাউন্ড স্টেশনের প্রথমটি স্থাপন করা হবে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে। এর ফলে ভুটানের প্রত্যন্ত অনেক এলাকাতেও টেলিভিশন দেখা যাবে। উল্লেখ্য, এসব দেশ ভারত সরকারকে ৭.৫ মিটার অ্যান্টিনাসহ পূর্ণাঙ্গ গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেছে। ইতিমধ্যেই ১০ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ভারত সফর করে প্রকল্পটি চূড়ান্ত করে। এতে অন্তত ১০০টি টার্মিনাল সারা দেশে স্থাপন করা হবে। এছাড়া সম্ভবত ঢাকায় একটি বৃহৎ গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন করা হবে।

চীনা রোবটযানের চাঁদে অবতরণ

চাঁদের অদেখা অংশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে অবতরণ করেছে চীনের রোবটযান। চাংই-৪ নামের এ অভিযানে চাঁদে ভন কারমান ক্র্যাটার নামের যে অংশে রোবটযানটি পাঠানো হয়েছে, চাঁদের সেই অংশটি কখনো পৃথিবীর দিকে ঘোরে না। ফলে এ অংশটি নিয়ে বরাবরই মানুষের আগ্রহ রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অভিযানের মাধ্যমে চাঁদের ঐ অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে। চাঁদের ঐ অংশটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ অনেকদিনের। এখানে চাঁদের সবচেয়ে পুরনো আর নানা উপাদানে সমৃদ্ধ এলাকা চাঁদের দক্ষিণ মেরুর আইকন বেসিন অবস্থিত। ধারণা করা হয়, কোটি কোটি বছর আগে একটি বিশাল উল্কাপিণ্ডের আঘাতের কারণে ঐ এলাকাটি তৈরি হয়েছিল। নতুন এই অভিযানের মাধ্যমে ঐ এলাকার ভৌগলিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি এর পাথর ও মাটির বৈশিষ্ট্যও বোঝা যাবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

চা বিক্রি করেই ২৩ দেশে ভ্রমণ!

ভারতের কোচির বিজয়ন নামে ৭০ বছর বয়স্ক এক চা বিক্রেতা শুধু চা বিক্রি করেই সস্ত্রীক ঘুরে এলেন বিশ্বের বহু দেশ। সিঙ্গাপুর, আর্জেন্টিনা, পেরু ও সুইজারল্যান্ডসহ প্রায় ২৩ দেশ ঘুরেছেন তিনি। জানা গেছে, ১৯৬৩ সাল থেকে চা বিক্রি করছেন বিজয়ন ও তার স্ত্রী মোহনা। বিগত ৫০ বছর ধরে কোচিতে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান রয়েছে তাদের। প্রথমে কোচির রাস্তায় রাস্তায় চা বিক্রি করতেন বিজয়ন। বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় তিনি কোচিতে চায়ের দোকান খোলেন। দেশভ্রমণ সম্পর্কে বিজয়ন বলেন, ইতিমধ্যে সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, পেরু, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, আমেরিকাসহ ২৩ দেশ ঘুরেছি আমরা। সুইডেন, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, গ্রিনল্যান্ড, নরওয়েতে এখনও যাওয়া হয়নি। এবার সে উদ্দেশেই টাকা জমাচ্ছি। তিনি আরো জানান, আমার দোকানে রোজ ৩০০-৩৫০ গ্রাহক আসেন। শুধু বিদেশ ভ্রমণ খাতে দৈনিক ৩০০ টাকা করে জমিয়ে বছরে এক লাখ টাকা সঞ্চয় করেন। জমানো টাকা কম পড়ে গেলে বাকীটা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে হলেও বিদেশে পাড়ি দেন। ভ্রমণ শেষে ভারতে ফিরে এসে তিন বছর ধরে ব্যাংকঋণ পরিশোধ করেন। এরপর আবার শুরু হয় তাদের সঞ্চয় কার্যক্রম। এভাবেই ২৩ দেশ ঘুরেছেন এ দম্পতি।

তামার কয়েন বিক্রি দু'লক্ষাধিক ডলারে

স্কুলে গিয়ে টিফিন কিনে ভুল করে একটি কয়েন পেয়েছিল এক শিশু। ৭২ বছর পর এসে গত ১০ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কয়েনটি নিলামে তুললে সেটি ২ লাখ ৪ হাযার ডলারে বিক্রি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টাঁকশালে ভুলবশত দস্তার পরিবর্তে তামা দিয়ে ২০টি কয়েন তৈরি হয়। কয়েনগুলো বাজারেও চলে যায়। কিছুদিনের মধ্যে বিষয়টি প্রকাশ হলে গুজব ছড়ায়, যে এই বিরল কয়েন ফেরত দেবে তাকে ফোর্ড মোটর কোম্পানির গাড়ি দেয়া হবে। এই ঘোষণার পর নকল তামার কয়েনে বাযার ভরে যায়। ঐ কয়েনগুলোর মধ্যে একটি কয়েন পেয়েছিলেন ১৬ বছরের জন লুটস জুনিয়র। খাবার কিনে টাকা ফেরত পেয়েছিল ছোট্ট জন। তার মধ্যেই একটা তামার কয়েন ছিল। তিনি পরে জানতে পারেন যে, কয়েনের পরিবর্তে গাড়ি দেওয়ার প্রস্তাব পুরোটাই গুজব। তখন কয়েনটি যত্ন করে রেখে দেন জন। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে জন মারা যাওয়ার পর ১০ই জানুয়ারী কয়েনটি নিলামে ওঠে। এতে সেটির দাম ওঠে ২ লক্ষ ৪ হাযার ডলার।

নেপালে বৃদ্ধ মা-বাবার জন্য ব্যাংকে অর্থ রাখা বাধ্যতামূলক

নেপাল সরকার নতুন একটি আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এই

আইনে আছে যে, প্রত্যেক সন্তান তাদের আয়ের পাঁচ থেকে দশ শতাংশ বাধ্যতামূলকভাবে তাদের মা-বাবার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা রাখবে। বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবাদের যেন অসচ্ছল জীবন যাপন করতে না হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা কুন্দন আরিয়াল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রচলিত সিনিয়র সিটিজেন অ্যাক্ট-২০০৬ সংশোধন করার জন্য পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপনের বিষয়ে মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রস্তাবিত এই বিলটির মূল উদ্দেশ্য হল দেশের বয়স্ক নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কন্যাসন্তান হলেই সব ফ্রি

তিনি একজন গাইনি ডাক্তার। তার হাতে কোন কন্যাসন্তান হ'লে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। সবাইকে মিষ্টি মুখ করান। কোন চিকিৎসা ফি নেন না। এমনকি তার ক্লিনিকে কন্যাসন্তানের সব চিকিৎসা ফ্রি। নারী ডা. শিপ্রা ধর ভারতের বারানসিতে একটি নার্সিংহোম চালান। তার নিজস্ব ক্লিনিকে মেয়ে বাচ্চার জন্ম হ'লেই সবকিছু সম্পূর্ণ ফ্রি হয়ে যায়। এমনকি অপরেশনের জন্য কোন টাকা পর্যন্ত নেন না তিনি। জানা গেছে, তিনি তার নার্সিংহোমে এই পর্যন্ত ১০০ জন মেয়ে সন্তানের সফল ডেলিভারি করিয়েছেন। বেশ কিছু দিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারানসিতে আসেন। তখন শিপ্রা ধরের কাহিনী শুনে বেশ প্রভাবিত হন। মোদির সঙ্গে শিপ্রা ধর দেখাও করেন। প্রধানমন্ত্রী সেই মঞ্চ থেকেই দেশের সমস্ত ডাক্তারের কাছে আবেদন করেন, মাসের ৯ তারিখে সন্তান জন্ম নিলে আপনারা কোন ফি যেন না নেন। শিপ্রা ধরের স্বামী মনোজ কুমার শ্রীবাস্তব নিজেও একজন ডাক্তার। তিনিও উৎসাহ দেন স্ত্রীর এই সামাজিক কাজে।

২৫ বছরের মধ্যে বিয়ে না করলে শাস্তি

ডেনমার্কে ২৫ বছরের মধ্যে বিয়ে করতে হবে। আর তা না করলে পেতে হবে শাস্তি। দেশটিতে যারা অবিবাহিত থাকেন, তাদের বলা হয় পিপার মেইডেন। ডেনমার্কে বয়স ২৫ হওয়ার পরও সিঙ্গেল পাত্র-পাত্রীদের জন্মদিনে সারা গায়ে দারুচিনির গুঁড়া ছিটিয়ে শাস্তি দেয়া হয়। দারুচিনির গুঁড়া ছিটিয়ে দেয়ার পর আবার পানিও ঢেলে দেয়া হয়। যাতে শরীরে গুঁড়াগুলো গায়ে লেপ্টে যায়। এই শাস্তিটা মূলতঃ সেসব অবিবাহিতকে মনে করিয়ে দেয়া, 'তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে'। সেদেশে এই শাস্তির রীতি বহুদিনের।

ভিনগ্রহবাসীর জন্য জাদুঘর!

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সনোরান মরুভূমিতে ফরাসি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক জ্যাক আন্দ্রে ইসতেল একটি অদ্ভুত জাদুঘর গড়ে তুলেছেন। তাঁর দাবী, ভিনগ্রহের প্রাণীরা কখনো পৃথিবীতে এলে তাদের মানবসভ্যতা সম্পর্কে জানতে এই জাদুঘরে আসতেই হবে। এজন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রানাইট ব্যবহার করে জাদুঘরটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে ৬০০০ সাল পর্যন্ত এটি টিকে থাকবে। এই জাদুঘরে পাথরে খোদাই করে মানবসভ্যতার নানা ইতিহাস সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রায় ৩০ বছর আগে ইসতেল এই জাদুঘর গড়ার উদ্যোগ নেন। ১৯৮০-এর দশকে ইসতেল দম্পতি সনোরান মরুভূমিতে জনশূন্য এলাকায় ২ হাযার ৬০০ একর জায়গা কেনেন। এই জাদুঘরে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নিদর্শন রাখার সিদ্ধান্ত নেন। পাথর খোদাই করে চিত্র এঁকে সব গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস রাখা হয়েছে এখানে। এখানে মজার বিষয়ও আছে অনেক। যেমন ১৮০৯ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস ম্যাডিসনের করা তাঁর মন্ত্রীসভায় বিয়ারবিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় খোলার প্রস্তাব যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে টেলিভিশনের রিমোটের মিউট বোতামও। ইসতেলের মতে, রিমোটের মিউট বোতাম সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। মরুভূমির উচ্চ তাপমাত্রার কারণে এই জাদুঘর পরিদর্শনের আনুষ্ঠানিক মৌসুম শুরু হয় প্রতিবছর শীতে। একজন সার্বক্ষণিক গাইড থাকেন দর্শনার্থীদের জাদুঘর ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। প্রতি দর্শনার্থীকে এজন্য তিন ডলারের টিকিট কাটতে হয়।

মুসলিম জাহান

৮ মাসেই হাফেয ৮ বছরের আবওয়াজ

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ফিলিস্তীনের গাযা প্রদেশের জাবালিয়া শহরের ছোট্ট এক শিশু আলোড়ন তুলেছে। মুসলিম বিশ্বের এক বিস্ময় বালক আট বছরের আল-আবওয়াজ মাত্র আট মাসে পবিত্র কুরআন হিফয করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। জানা গেছে, সে প্রতিদিন ১৬ পৃষ্ঠা করে কুরআন মুখস্থ করত।

ইসলাম প্রেমে হেরে গেল ইসরায়েলের ১০০ মিলিয়ন ডলার

ইহুদিবাদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের দেয়া ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন হেবরনের এক ফিলিস্তীনি। পশ্চিম তীরের আল-সালাহ শহরের কাছে হেবরন এলাকায় একটি বাড়ি ও দোকান কিনতে পশ্চিম তীরের বাসিন্দা আব্দুর রউফ আল-মহতাসেবকে ইসরায়েল সরকার ১০০ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দেন। পুরনো শহরটির কেন্দ্রস্থলে ইব্রাহীমি মসজিদ উপেক্ষা করে তিনি এমনটি করতে পারেন না জানিয়ে ইসরায়েলের এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। আল-মহতাসেব তার বাড়ির ও দোকানের জন্য ইসরায়েলী সব ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি এ বিষয়ে আল-মায়াদিন টিভিতে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, আমি ১০০ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। আমি পৃথিবীর সব টাকা ত্যাগ করতে পারি। তবে আমি আমার জন্মভূমি ও ধর্মের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারি না। টাকা থাকা ভাল, তবে তা যখন পরিষ্কার হয়। আল-মহতাসেব বলেন, আমাকে দেয়া প্রস্তাবটি প্রথমে ৬ মিলিয়ন ছিল। পরে এটি বেড়ে ৪০ মিলিয়ন এবং অবশেষে ১০০ মিলিয়নে দাঁড়ায়। তিনি জানান, জোর করেও তার অবস্থান পরিবর্তন করাতে পারেনি। তিনি আরও জানান, তিনি ইব্রাহীমি মসজিদের পাহারায় থাকবেন। ইসরায়েলী মধ্যস্ততাকারীরা তাকে অস্ট্রেলিয়া বা কানাডায় নতুন জীবন শুরু করতে সাহায্য করবে। এ ছাড়াও নতুন ব্যবসারও ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তিনি সব ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে জানান।

নিউ সেতু অফসেট প্রিন্টিং প্রেস

আধুনিক রুচিসম্মত ও নির্ভুল মুদ্রণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

মোঃ সোহেল সিদ্দীক

০১৭১০-১৩৮২৩১

০১৮৮৩-৪৮১৫৫০

মালোপাড়া (ভূবনমোহন পার্কের উত্তর পার্শ্বে হার্ডওয়ার পট্টি), সাহেব বাজার, রাজশাহী।

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এবার বিয়ার দিয়েই চলবে গাড়ি

পেট্রোলের দাম আকাশছোঁয়া। তাই গাড়িতে পেট্রোল না ভরে বিয়ার দিয়েই চলবে গাড়ি। শুনতে গল্প মনে হ'লেও সত্যি! ব্রিটেনের একদল গবেষক গাড়ির জ্বালানী নিয়ে অনেকদিন ধরেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তাদের দাবী, গাড়িতে পেট্রোল ঢাললে তার থেকে ইথানল তৈরী হয় আর সেই শক্তিতেই গাড়ি চলে। বিয়ার থেকে তৈরি হয় বিটানল, যা ইথানলের বিকল্প হিসাবে কাজ করে। গবেষকদের মত, অ্যালকোহলে সাধারণত ইথানল থাকে। সেকারণেই অ্যালকোহল থেকেও সহজেই বিটানল তৈরী করা সম্ভব। তবে পেট্রোলের বিকল্প হিসাবে বিয়ার ব্যবহার করতে গেলে বিয়ারে অনুঘটক ব্যবহার করতে হবে।

বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর দিক

পৃথিবীর ভিতরে থাকা বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্রের মাথা খারাপ হয়ে গেছে! সব হিসাব ওলটপালট করে দিয়ে তা অত্যন্ত দ্রুত দিক বদলাচ্ছে। তার ফলে গভীর সমুদ্র, অতলান্ত মহাসাগরে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ছে জাহায। গভীর সমুদ্রে জাহাযের ক্যাপ্টেন, নাবিকদের দিক নির্ণয়ে ভুল হয়ে যাচ্ছে। ভুলভ্রান্তি হয়ে যাচ্ছে স্মার্টফোনে দেখানো গুগলের ম্যাপেও। দিশাহারা হয়ে পড়েছেন বিজ্ঞানীরাও। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উত্তর মেরুটা ছিল কানাডার দিকে। কিন্তু হিসাব করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন দেখছেন সেই উত্তর মেরু কানাডা থেকে বেশ কিছুটা সরে গিয়ে চলে গেছে সাইবেরিয়ায়।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর পেটের ভিতরে থাকা সেই বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্রের এত দ্রুত দিক বদলানোয় কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়েছেন তারা। পার্থিব চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না ভূপদার্থবিদ ও ভূচুম্বক বিশেষজ্ঞরা। পৃথিবীর পেটে (কোর) থাকা ফুটন্ত তরল লোহার স্রোত দিক বদলানোর ফলেই পার্থিব চুম্বক দিক বদলাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছেন না, কেন তার উত্তর মেরু কানাডা থেকে এত দ্রুত গতিতে সরে গিয়েছে সাইবেরিয়ায়।

এ বিষয়ে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অর্ণব জানান, পার্থিব চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর নযর রাখার জন্য ৫ বছর অন্তর বানানো হয় নতুন চৌম্বক মডেল। চলতি মডেলটি চালু হয় ২০১৫ সালে। তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২০ সালে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক কেন বদলায়, এ বিষয়ে তিনি জানান, পৃথিবীর পেটের ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রটা তৈরী হয় মূলতঃ এর কোরে থাকা গনগনে তরল লোহার স্রোতের জন্য। সেই লোহার সঙ্গে রয়েছে আরও কিছু পদার্থ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্রোত এক দিক থেকে আরেক দিকে যায়। ফলে সময়ান্তরে পার্থিব চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক বদলায়। তা এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরে যায়। ২০১৬ সালে এমন ঘটনা ঘটেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার (লাতিন আমেরিকা) উত্তর দিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব দিকে আচমকা সাময়িকভাবে খুব দ্রুত গতিতে সরে গিয়েছিল পৃথিবীর সেই চৌম্বক ক্ষেত্র। তা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (ইএসএ বা এসা) সোয়ার্ম উপগ্রহের নযরে ধরা পড়েছিল।

জাপানীদের দীর্ঘজীবী হওয়ায় মুখ্য ভূমিকা শর্করার

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা জীবদেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে। যদিও বাড়তি ওযনের ঝামেলা কমাতে অনেকেই শর্করা জাতীয় খাবার পরিহার করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে জাপানের ওকিনওয়া দ্বীপের বাসিন্দারা শর্করা খেয়েই লাভ করেছেন দীর্ঘ জীবন! এক গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, তাদের দীর্ঘজীবী হওয়ার পেছনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে শর্করা! পূর্ব চীনা সমুদ্রের তীরবর্তী দ্বীপ ওকিনওয়ার বাসিন্দারা পৃথিবীর অন্য যে কোন জায়গার মানুষের থেকে বেশী দিন বাঁচে। বেশী দিন বাঁচার পাশাপাশি সেখানকার মানুষের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষের তুলনায় জাপানের বাসিন্দাদের গড় আয়ু বেশী। আর ওকিনওয়া দ্বীপে শতবর্ষীর সংখ্যা জাপানের অন্যান্য প্রান্তের মানুষের তুলনায় গড়ে ৪০ শতাংশ বেশী। ওকিনওয়া দ্বীপে শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা এক হাযারের বেশী। ৯৭ বছর বয়সীদের দুই-তৃতীয়াংশই অন্য কারো সাহায্য ছাড়াই সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন। ওকিনওয়া দ্বীপবাসীর এই বেশিদিন বাঁচার রহস্য জানতে ঐ দ্বীপবাসীর জীবনধারা গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, সেখানকার মানুষের খাদ্য তালিকায় উচ্চ মাত্রার শর্করা থাকে। উল্লেখ্য, শর্করা জাতীয় খাবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খাবার মিষ্টি আলু।

একমাত্র মানুষ যার কিডনি পায়ে

হামিশ নামে ১০ বছরের এক শিশু যার কিডনির অবস্থান পায়ে। হামিশ নামে এই বালক ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হামিশই একমাত্র মানুষ যার দেহে একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম নেই। আর এ কারণেই তার কিডনির অবস্থান সঠিক স্থানে নেই। চিকিৎসকরা হামিশের নামেই এই বিরল রোগের নাম দিয়েছেন 'হামিশ সিনড্রোম'। ডাক্তারদের মতে, জিনগত কোন সমস্যার কারণেই এই রোগ দেখা দিয়েছে। এই রোগে শরীরের কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সঠিক স্থানে না থেকে অন্য স্থানে থাকতে পারে। তবে এ ধরনের ঘটনা আজ অবধি চিকিৎসা ক্ষেত্রে কখনও দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তার বাবা-মা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ৬ সপ্তাহ আগেই জন্মগ্রহণ করে হামিশ। সেসময় তার ওযন ছিল ৯০০ গ্রাম। এছাড়া ১৭ মাস বয়সে হামিশ প্রথম মাম্মি শব্দ উচ্চারণ করে।

বাংলাদেশেই তৈরী হবে প্রিন্টিংয়ের কালি

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কালি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান জাপানের 'সাকাতা ইঙ্কস' বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল 'মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোনে' বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে। সেখানে একটি কালি উৎপাদনের কারখানা করা হবে। এর ফলে বাংলাদেশেই তৈরী হবে প্রিন্টিংয়ের কালি। সাকাতা শতভাগ বিদেশী বিনিয়োগ হিসাবে শুরুতে এক কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করবে, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৮৪ কোটি টাকার সমান। এতে এক হাযার লোকের কর্মসংস্থানও হবে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাকাতা ও মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোনের মধ্যে সম্প্রতি জমি ইজারা চুক্তি সই হয়। উল্লেখ, বাংলাদেশে ২ হাযার কোটি টাকার কালির বাজারের সিংহভাগ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। তবে সাকাতার এই বিনিয়োগের ফলে বিদেশী মুদ্রা যেমন সাশ্রয় হবে, তেমনি রপ্তানিরও সুযোগ তৈরী হবে।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম

হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল

তাবলীগী ইজতেমা'১৯ আয়োজিত ইজতেমায় আগত সকল মুছল্লীগণকে **হোটেল স্টার**-এর পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা। রাজশাহীতে এই প্রথম থ্রী স্টার মানের হোটেল। আপনারা স্ববান্ধব আমন্ত্রিত। আমরা আপনাদের সার্বিক সেবায় প্রস্তুত।

আমাদের সেবা সমূহ

* আবাসিক * রেষ্টুরেন্ট * কনফারেন্স হল

যোগাযোগ ঠিকানা

হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭০৮-৫৮৭৪৩০, ০১৭৮৪-৪০০৬০০।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলাম চির বিজয়ী শাশ্বত একটি দ্বীন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

চাঁদপুর ২৫শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর হ'তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বৃহত্তর কুমিল্লা যেলার অন্তর্গত চাঁদপুর সদর উপযেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন দক্ষিণ বাখরপুর বাংলাবাজারে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ইসলাম কখনো পরাজিত দ্বীন নয়, এটি চির বিজয়ী শাশ্বত একটি দ্বীন। আর এর মূল রূহ হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তথা আল্লাহ্র অহী। সেকারণ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর দ্ব্যর্থহীন শ্লোগান হ'ল- 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। তিনি বলেন, এ দ্বীন কায়েম হবে মানুষের মাধ্যমে, মানুষকে গুলী করে হত্যা করার মাধ্যমে নয়। কেননা ইসলাম রোগীর সঠিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী, রোগীকে মেরে ফেলায় বিশ্বাসী নয়। তিনি যাবতীয় চরমপন্থা থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমাজে তিন ধরনের লোকের বাস। এক ধরনের লোক আহলুল ইমামাহ বা নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন, আরেক ধরনের লোক আহলুল ইখতিয়ার বা নেতৃত্ব বাছাই করার যোগ্যতা সম্পন্ন, আরেক ধরনের লোক আহলুত তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসারী। যারা স্রেফ অনুসরণটাই বুঝেন, কেন অনুসরণ করেন তা বুঝেন না। অধিকাংশ লোকই যা চলছে তাই চলবে এই নীতিতে বিশ্বাসী। এরা নতুন কিছু শুনতে নারায। এই অন্ধ অনুসারী একদল মানুষ, একদল বিচারক আর নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন একদল মানুষ নিয়েই সমাজ চলে। তিনি বলেন, নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন লোকগুলি যখন ইসলামপন্থী হয়, তখন সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর সমাজ যখন নষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, তখন তা বিনষ্ট হয়। ইবলীস সব সময় নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন লোকগুলিকে তার দলভুক্ত করার চেষ্টা করে। নবী-রাসূলগণকে কষ্ট দিয়েছে এই নষ্ট নেতৃত্বের লোকেরাই। ইসলাম সবসময়ই ইসলামপন্থী যোগ্য ও তাক্বওয়াশীল নেতৃত্ব কামনা করে। আহলেহাদীছ আন্দোলন সাংগঠনিকভাবে সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, পার্শ্ববর্তী মিছবাহুল উলূম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা নূরুল ইসলাম ও ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক দায়িত্বশীল নেছার বিন আহমাদ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইন। সম্মেলনে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. আ.ন.ম.সাইফুল ইসলাম নাঈম সহ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর যেলা থেকে কর্মী-দায়িত্বশীল ও বিপুল সংখ্যক সুধী যোগদান করেন। সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ শরীফ, প্রচার সম্পাদক ও বাখরপুর কবিরাজপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান, সাবেক মেম্বার হাজী আলী আহমাদ কবিরাজ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আবুল খায়ের প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা থেকে সকাল সাড়ে ৭-টার 'সোনার তরী' লঞ্চ যোগে রওয়ানা হয়ে আমীরে জামা'আত বেলা সাড়ে ১১-টায় চাঁদপুর শহরে পৌঁছেন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান চাঁদপুর সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ফিরোয আহমাদ সুমন, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইন, সহ-সাধারণ সম্পাদক হোসাইন মুহাম্মাদ রাসেল প্রমুখ। অতঃপর মাইক্রো যোগে শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরবর্তী বাখরপুরে পৌঁছে বাখরপুর কবিরাজপাড়া আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। একই সময়ে পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ বাখরপুর নতুন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুৎবা দেন ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা'আত পার্শ্ববর্তী হাইমচর থানা সদরে নব প্রতিষ্ঠিত মিছবাহুল উলূম মাদ্রাসার সভাপতি ফরহাদ আহমাদ ও সেক্রেটারী মুহাম্মাদ আলী (বকুল)-এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উক্ত মাদ্রাসা পরিদর্শনে যান। তিনি মাদ্রাসার নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন শেষে হাইমচর থানা সংলগ্ন আলগী বাজারে চলমান মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। এ সময়ে তিনি ছাত্রদের পড়াশুনার খোঁজ-খবর নেন এবং শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য পেশ করেন। এ সময়ে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা শরাফত আলী, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আহমাদুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলন শেষে আমীরে জামা'আত জনাব ফিরোয আহমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সফরসঙ্গীসহ রাতেই বাখরপুর থেকে শহরে গিয়ে তার বাসায় রাত্রি যাপন করেন। অতঃপর সেখান থেকে পরদিন সকাল সাড়ে ৭-টার লঞ্চ যোগে পুনরায় ঢাকা ফিরে আসেন এবং পরদিন ২৭শে জানুয়ারী রাজশাহী প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রবাসী সংবাদ

রিয়াদ, সঊদী আরব ১১ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে রাজধানী রিয়াদের পুরাতন ছানাইয়া খালেদিয়া এলাকায় 'খালেদিয়া প্যালেস' কমিউনিটি সেন্টারে কর্মী সম্মেলন-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অতঃপর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রহমাতুল্লাহ, আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম রিয়াদের সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মীযানুর রহমান, দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ সোহেল ও আহসান হাবীব প্রমুখ। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সঊদী আরবের সকল শাখার

সভাপতিগণ স্ব স্ব শাখার রিপোর্ট ও পরামর্শ পেশ করেন। অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন নিয়ে লণ্ডন প্রবাসী মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র মুহাম্মাদ নাহিদ ইংরেজীতে মতামত পেশ করেন। উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে সংগঠনের সিলেবাসের আলোকে গ্রুপ ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আল-খাফজী এলাকা প্রথম স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে রিয়াদ ও আল-ক্বাছীম। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই পুরস্কার প্রদান করা হয়। সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করেন রিয়াদস্থ আস-সুলাই-১৭ নং শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ এমরান মোল্লা। সম্মেলনে প্রায় তিন শত কর্মী ও সুধী যোগদান করেন।

সিংগাপুর ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টা থেকে দিনব্যাপী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিংগাপুর শাখার উদ্যোগে মসজিদ আল-ক্বাফ, পোতংপাসির-এ এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিংগাপুর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন সিংগাপুর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী), প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (কুষ্টিয়া), রাজীব আহমাদ (টাঙ্গাইল), আব্দুল কুদ্দূস (পাবনা) ও সাইফুল ইসলাম (ময়মনসিংহ) প্রমুখ। দরসে হাদীছ পেশ করেন সহ-প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মিল্লাত হোসাইন (মুন্সিগঞ্জ)। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুল লতীফ (সাতক্ষীরা) ও মুহাম্মাদ জাবেদ (মুন্সিগঞ্জ)। কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ রিয়ায (কুষ্টিয়া)। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সিংগাপুর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)।

মাসিক ইজতেমা

নরসিংদী ২৬শে জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন স্বর্পনিগের আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুস সাত্তার।

সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ৯ই ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সদর-পূর্ব উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাকবূল হোসাইন।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

গত ১৭ই জানুয়ারী হ'তে ২৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ময়মনসিংহ-দক্ষিণ, ময়মনসিংহ-উত্তর ও টাঙ্গাইল যেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ।-

১৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব তিনি ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলার ত্রিশাল থানাধীন ত্রিশাল বাযারস্থ ছানাউল্লাহ মার্কেটের মনছুর বস্ত্রালয়ে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে এক বৈঠক করেন। ১৮ই জানুয়ারী শুক্রবার তিনি যেলার ত্রিশাল থানাধীন সতেরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং বাদ মাগরিব ধানীখোলা দারুল কুরআন হাফেযিয়া মাদ্রাসায় তাবলীগী সভায় যোগদান করেন।

১৯শে জানুয়ারী বাদ যোহর তিনি ত্রিশাল থানাধীন অলহরি খারহর মুন্সীবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর তয়কারপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব চকপাঁচপাড়া সালাফিইয়া মাদ্রাসা মসজিদে, বাদ এশা চিকনা মনোহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২০শে জানুয়ারী রবিবার বাদ যোহর খাগাটী জামতলি ফাযিল মাদ্রাসা জামে মসজিদে, বাদ আছর খাগাটী সরকার বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব অলহরি ফরাযী বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২১শে জানুয়ারী সোমবার বাদ যোহর বগার বাযার আলিম মাদ্রাসা জামে মসজিদে, বাদ আছর নারায়ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব গুজিয়াম পুরাতন কাশিগঞ্জ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার বাদ ফজর ত্রিশাল ইসলামিক সেন্টার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর তেতুলিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৩শে জানুয়ারী বুধবার বাদ যোহর চিকনা ঢালী বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব নওধার বড়বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা নওধার শেখ ছাবিত আলী হাফেযিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায়; ২৫শে জানুয়ারী শুক্রবার বাদ ফজর ধানীখোলা হাপানিয়া মুহাম্মাদিয়া ইয়াতীমখানা ও হাফেযিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। তিনি ফুলবাড়িয়া থানাধীন আন্ধারিয়াপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বাদ আছর আন্ধারিয়াপাড়া নামাপাড়া আহলেহাদীছ ওয়াক্তিয়া মসজিদে, বাদ মাগরিব জোরবাড়িয়া কোনাপাড়া রহমানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন।

অতঃপর ২৬শে জানুয়ারী শনিবার বাদ মাগরিব যেলার মুক্তাগাছা থানাধীন দুল্লা বটতলা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা গয়েশপুর উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ ওয়াক্তিয়া মসজিদে; ২৭শে জানুয়ারী রবিবার বাদ ফজর ছালোড়া চেয়ারম্যান বাড়ী হাফেযিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদে, বাদ যোহর চাঁনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর গয়েশপুর পুরাতন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব গয়েশপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা কাচিনাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন।

২৮শে জানুয়ারী সোমবার বাদ আছর কালুরঘাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং বাদ মাগরিব টাঙ্গাইল যেলার মধুপুর থানাধীন কাটাজানী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা কাটাজানী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৯শে জানুয়ারী মঙ্গলবার বাদ যোহর মুক্তাগাছা থানাধীন গজিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর বটগাছিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব নোটাকুড়ি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। উক্ত সফর সমূহে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আব্দুল কাদের, সহ-সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুল হক, অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আযীয ত্রিশালী, মুক্তাগাছা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক তরীকুল বিন সোলায়মান প্রমুখ।

Contents

সুধী সমাবেশ

হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ-উত্তর ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার হালুয়াঘাট থানাধীন গারো পাহাড়ের পাদদেশে সীমান্তবর্তী কান্দাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এডভোকেট মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় সুধী জনাব হেলালুদ্দীন।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ১০ ও ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১০ ও ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ হলরুমে দুই দিনব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন সকাল পৌনে ৭-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন জুম'আর পূর্বে শেষ হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুব-বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ। প্রশিক্ষণে কুইজ প্রতিযোগিতা ও উপস্থিত বক্তব্য পরিচালনা করেন, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। প্রশিক্ষণে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগের বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

আল-'আওন

অফিস উদ্বোধন

হারাগাছ ক্লিনিক, রংপুর ৭ই ডিসেম্বর'১৮ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের ধাপে অবস্থিত হারাগাছ ক্লিনিকে রংপুর যেলা আল-'আওন-এর অফিস উদ্বোধন করা হয়। যেলা আল-'আওন -এর সভাপতি আবুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে যেলা 'আল-'আওন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব ডা. মুহাম্মাদ শাহজাহান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীনসহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পিং ও ব্লাড গ্রুপিং

মুসলিমপাড়া, রংপুর ২৬শে নভেম্বর'১৮ সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের মুসলিমপাড়ায় শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদে রংপুর যেলা আল-'আওন-এর উদ্যোগে ক্যাম্পিং ও ব্লাড গ্রুপিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওন-এর সভাপতি আবুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৩২ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১০ জন সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ১৮ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার হরিপুর থানার অন্তর্গত বহরমপুর জামে মসজিদে ঠাকুরগাঁও যেলা আল-'আওন-এর উদ্যোগে ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ২০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৭জন সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও ১৯শে জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রাণীশংকৈল থানার অন্তর্গত মাদ্রাসাতুল ফুরক্বান ময়দানে যেলা আল-'আওন-এর উদ্যোগে ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৮ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩জন সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

রাউতনগর, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও ২০শে জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর রাণীশংকৈল থানার রাউতনগর গ্রামে যেলা আল-'আওন-এর উদ্যোগে এক ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। রাউতনগর মসজিদের সেক্রেটারী মুজীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৭জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩জন সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ২৫শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার হরিপুর থানাধীন খিরাইচণ্ডী গ্রামে ঠাকুরগাঁও যেলা আল-'আওন-এর উদ্যোগে এক ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওন-এর সভাপতি আফতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৩২জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১ জন সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

ছেপড়িকুরা, ঠাকুরগাঁও ২রা ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ছেপড়িকুরা গ্রামে যেলা আল-'আওন -এর উদ্যোগে এক ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৩ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৭জন সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয় ।

গাবতলী, বগুড়া ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গাবতলী থানার পুরান বাজার জামে মসজিদে যেলা আল-'আওন-এর উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৬০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৯৪ জন সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

বার্ষিক রিপোর্ট (ফেব্রুয়ারী ২০১৭–ফেব্রুয়ারী ২০১৯) :

মোট রক্তদাতা সদস্য বা ডোনর সংখ্যা ২২২৬ জন। সর্বমোট ব্লাড গ্রুপিং হয়েছে ২২৮১ জন। সর্বমোট রক্তের আবেদনকারীর সংখ্যা ১৩৮৭ জন। সর্বমোট রক্তগ্রহীতার সংখ্যা ৪১১ জন।

মারকায সংবাদ

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায়ের ক্বিরাআত প্রতিযোগিতায় মারকাযের ছাত্রের কৃতিত্ব

গত ২৯শে জানুয়ারী'১৯ মঙ্গলবার সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমী'-এর উদ্যোগে রাজশাহী কার্যালয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র হাফেয আল-আমীন (গাযীপুর) ক-বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেছে। এজন্য তাকে সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। এর ফলে সে জাতীয় পর্যায়ে ক্বিরাআত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেল। উল্লেখ্য, সে মহানগর ও যেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায়ও ক বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেছিল।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : ওয়াহশী সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি কি ছাহাবী ছিলেন?

-আলতাফ হোসেন, বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : যিনি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং ঈমানের হালতে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই ছাহাবী। সে অনুযায়ী ওয়াহশী বিন হারব হাবাশী একজন ছাহাবী ছিলেন *(আল-ইছাবাহ ৬/৪৭০)*। তিনি মুত্বঈম বা তু'মা বিন 'আদীর ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার শর্তে ওহোদের যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবকে হত্যা করেন। পরে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তিনি ভণ্ডনবী মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করেন। তিনি বলেন, মক্কায় ইসলাম প্রসার লাভ করলে আমি তায়েফ চলে গেলাম। কিছু দিনের মধ্যে তায়েফবাসীরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হ'ল যে, তিনি দূতদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। তাই আমি তাদের সাথে রওয়ানা হ'লাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হ'লাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি ওয়াহ্শী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে ব্যাপারটি তাই। তিনি বললেন, আমার সামনে থেকে তোমার চেহারা কি সরিয়ে রাখতে পার? ওয়াহ্শী বলেন, আমি তখন চলে আসলাম'। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ভণ্ডনবী মুসায়লামা কায্যাব আবির্ভূত হ'লে আমি বললাম, আমি অবশ্যই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব এবং তাকে হত্যা করে হামযা (রাঃ)-কে হত্যার পায়শ্চিত্ত করব। তাই আমি লোকদের সাথে রওয়ানা হ'লাম। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আমি দেখলাম যে, হালকা কালো রঙের উটের ন্যায় উষ্কখুষ্ক চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি একটি ভাঙ্গা প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সাথে সাথে আমি আমার বর্শা দিয়ে তার উপর আঘাত করলাম এবং তার বক্ষের উপর এমনভাবে বসিয়ে দিলাম যে, তা দু'কাঁধের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। এরপর একজন আনছার ছাহাবী এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারী দিয়ে তার মাথার খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, (মুসায়লামা নিহত হ'লে) ঘরের ছাদে উঠে একটি বালিকা বলছিল, হায়, হায়! আমীরুল মুমিনীন (মূসায়লামা)-কে একজন কালো ক্রীতদাস হত্যা করল *(বুখারী হা/৪০৭২; আহমাদ হা/১৬১২১)*। পরে ওয়াহশী খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে ইয়ারমূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হিমছে বসবাস করেন' *(আল-ইছাবাহ ৬/৪৭০; উসদুল গাবাহ ৫/৪০৯)*। তিনি হিমছেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে রাসূল (ছাঃ)-এর গোলাম ছাওবানের পাশে দাফন করা হয় *(আল-বিদায়াহ ৪/২০)*।

প্রশ্ন (২/২০২) : প্রত্যক ছালাতের পরে কি সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ পাঠ করতে হবে? নাকি কেবল সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়লেই হবে?

-আবু নাফীস, আমচত্বর, রাজশাহী।

উত্তর : সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়াই যথেষ্ট। তবে সেই সাথে সূরা ইখলাছও পাঠ করা যেতে পারে। সূরা ফালাক্ব ও নাসকে 'মুআ'উভেযাতাইন' বলা হয়। কেননা এ দু'টি সূরার শুরুতে 'আ'উযু' (আমি পানাহ চাচ্ছি) শব্দ রয়েছে। প্রত্যেক ছালাত শেষে অন্যান্য দো'আর সাথে উপরোক্ত দু'টি সূরা পাঠ করা মুস্তাহাব। ছাহাবী ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে প্রতি ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন' *(তিরমিযী হা/২৯০৩ ও অন্যান্য; মিশকাত হা/৯৬৯; ছহীহাহ হা/১৫১৪)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের চোখ লাগা হ'তে আশ্রয় চাইতেন। কিন্তু যখন সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হ'ল, তখন তিনি সব বাদ দিয়ে এ দু'টিই পড়তে থাকেন' *(তিরমিযী হা/২০৫৮ ও অন্যান্য; মিশকাত হা/৪৫৬৩ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অধ্যায়)*।

ওক্ববা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি প্রত্যেক ছালাতের শেষে 'মুআ'উভেযাত' (পানাহ চাওয়ার সূরা সমূহ) পাঠ করি' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৩; আবূদাঊদ হা/১৫২৩; মিশকাত হা/৯৬৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমরা প্রত্যেক ছালাতের শেষে 'মুআ'উভেযাত' পাঠ কর' *(হাকেম হা/৯২৯, সনদ ছহীহ)*। এখানে বহুবচন (সূরা সমূহ)-এর ব্যাখ্যায় ছাহেবে মির'আত বলেন, এর দ্বারা সূরা ফালাক্ব ও নাস বুঝানো হয়েছে। কেননা নিম্নতম বহুবচন হ'ল দুই। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল আয়াত, যার মধ্যে শব্দগতভাবে অথবা মর্মগতভাবে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাওয়ার অর্থ রয়েছে। সে হিসাবে ফালাক্ব ও নাস ছাড়াও সূরা ইখলাছ ও কাফেরূন এর মধ্যে শামিল হ'তে পারে। কেননা ঐ দু'টি সূরায় শিরক মুক্তির বিষয়ে আল্লাহ্র পানাহ চাওয়ার অর্থ রয়েছে *(মির'আত হা/৯৭৬-এর ব্যাখ্যা; মিরক্বাত হা/৯৬৯-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : রাসূল (ছাঃ) উম্মে হানীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার পরেও উম্মে হানী কেন বিবাহে রাযী হননি?

-রফীকুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানীকে দুই বার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন একবার নবুঅত লাভের পূর্বে জাহেলী যুগে তার পিতা আবু তালেবকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিকটাত্মীয়দের বাইরে আত্মীয় বানানোর জন্য রাসূলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হুবায়রা বিন আবু ওয়াহাবের সাথে বিবাহ দেন। তবে এটি ছহীহ সনদে প্রমাণিত নয়। আর ইসলামী যুগে রাসূল (ছাঃ) তাকে আরেকবার বিবাহের প্রস্তাব দিলে

Contents

তিনি নিজের বার্ধক্য ও সন্তানদের দেখাশুনার ব্যস্ততা দেখিয়ে বিবাহে অসম্মতি জানান। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'উষ্ট্রারোহী মহিলাদের মধ্যে কুরায়েশ বংশের মহিলারা সর্বোত্তম। তারা শিশুদের প্রতি স্নেহশীলা এবং স্বামীর মর্যাদা রক্ষার্থে উত্তম হেফাযতকারিনী' *(বুখারী হা/৫৩৬৫; মুসলিম হা/২৫২৭; ইবনু সা'দ, ত্বাবাকাত ৮/১২০; আল-ইছাবাহ ৮/৩১৭)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : মুমিন কি সৎকর্মের মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন নবী-রাসূলগণের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে যেমন কুরআন ও বিভিন্ন হাদীছে দেখা যায়?

-আহমাদ রেযা, বর্ণালী, রাজশাহী।

উত্তর : কোন সাধারণ ব্যক্তি নবী ও রাসূলগণের সমমর্যাদা লাভ করতে পারবে না। এমনকি সকল নবী-রাসূলও পরস্পর সমান মর্যাদার অধিকারী হবেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, 'উক্ত রাসূলগণ, আমরা তাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদা দান করেছি। তাদের কারু সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কারু মর্যাদা উচ্চতর করেছেন'.. *(বাক্বারাহ ২/২৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার জন্য তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অসীলা প্রার্থনা কর। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অসীলা কি? তিনি বললেন, জান্নাতের সবচাইতে উঁচু স্তর। শুধুমাত্র এক ব্যক্তিই তা লাভ করবে। আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি *(তিরমিযী হা/৩৬১২; মিশকাত হা/৫৭৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৩৬)*। আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে, অসীলা জান্নাতের একটি স্তর। যার উপরে কোন স্তর নেই। তোমরা আমার জন্য দো'আ করবে যাতে আমাকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়' *(আহমাদ হা/১১৮০০; ছহীহাহ হা/৩৫৭১; ছহীহুল জামে' হা/১৯৮৮)*। এক্ষণে যে সকল আয়াত ও হাদীছে সমান মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হ'ল তারা একই স্তরে থাকবে কিন্তু রাসূলদের মর্যাদা বেশী হবে। তাদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হবে *(ফাৎহুল বারী ৬/৩২৮; কুরতুবী, আল-মুফহাম ৫/২৪)*।

উল্লেখ্য যে, জান্নাতীদের মধ্যেও স্তরভেদ হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের একশতটি স্তর রয়েছে। আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য তা তৈরি করেছেন। প্রতি দু'স্তরের মধ্যে আসমান ও যমীনের ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্র কাছে জান্নাত প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। কারণ তা জান্নাতের মধ্যখানে অবস্থিত এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। সেখান থেকেই জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়, এর ওপরই আল্লাহ্র আরশ অবস্থিত *(বুখারী হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৩৭৮৭)*।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে চাই। কিন্তু স্ত্রী দূরে থাকায় অবস্থা জানি না। এক্ষণে করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : এমতবস্থায় করণীয় হ'ল, স্বামী পত্রে লিখবে যে, তুমি যদি পবিত্র অবস্থায় থাক তাহ'লে তালাক, আর যদি হায়েয অবস্থায় থাক তাহ'লে যখন পবিত্র হবে তখন তালাক, যেমনটি ইমাম শাফেঈ (রহঃ) মত ব্যক্ত করেছেন *(কিতাবুল উম্ম ৫/১৯৪)*। সুন্নাতী তালাকের নিয়ম হ'ল এভাবে তিন মাসে তিন তুহরে তিন তালাক প্রদান করা *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : এক্বামতের সময় হাত ছেড়ে না বেঁধে রাখতে হবে?

-মুহাম্মাদ আরাফাত, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : হাত খোলা অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে রাখবে। এরপর ইমাম তাকবীর দিলে মুছল্লী তাকবীর দিয়ে বুকে হাত বাঁধবে।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : যিহার কি? যিহারের কাফফারা কি কুরআনে বর্ণিত ধারাবাহিকতা অবলম্বন করে দিতে হবে? নাকি তিনটির যেকোন একটি দিলেই চলবে?

-ড. শিহাবুদ্দীন, বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : যিহার হ'ল স্ত্রীর কোন অঙ্গকে মা বা স্থায়ী মাহরামের পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১০৯১ 'যিহার' অনুচ্ছেদ)*। আর এরূপ যিহারের কাফ্ফারা হ'ল স্বামী একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা এক টানা দু'মাস ছিয়াম পালন করবে অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াবে *(মুজাদালাহ ৫৮/৩-৪)*। এক্ষণে কাফফারা হিসাবে দাসমুক্তির সুযোগ না থাকায় প্রথমতঃ ধারাবাহিকভাবে দুই মাস একটানা ছিয়াম পালন করবে। এতে অক্ষম হ'লে ষাটজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়াবে *(মুজাদালাহ ৫৮/৩-৪)*। উল্লেখ্য যে, কাফফারার ছিয়াম শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্পর্শ করবে না। কিন্তু যদি অধৈর্য হয়ে করেই ফেলে, তাহ'লে কাফফারা শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় স্ত্রী স্পর্শ করবে না *(ইবনু মাজাহ হা/২০৬৫)*।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে দু'জন পারসিক দূত আসলে তিনি তাদের চাছা দাড়ি ও লম্বা গোফ দেখে অপসন্দ করেন। তখন তারা বলে যে, তাদের প্রভু কিসরার নির্দেশে তারা এমনটি করেছেন। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার প্রভু আমাকে দাড়ি লম্বা করতে ও গোঁফ ছাটতে বলেছেন। এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-ইসমাঈল হোসাইন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'হাসান' *(আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ১/৩৫৯; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-জাওয়াবুছ ছহীহ ১/৩২০-২১; আল-বিদায়াহ ৪/২৭০)*। তবে কেউ কেউ এটিকে 'মুরসাল' ছহীহ বলেছেন *(ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৩৪৭)*।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে দ্বীন বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকি। শ্রোতাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ই থাকে। এটা কি জায়েয হবে?

-নাজমা বেগম, কানাডা।

উত্তর : শায়খ বিন বায সহ কতিপয় বিদ্বানের মতে এটি জায়েয হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু (সহযোগী)। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে' *(তওবা ৯/৭১)*। অতএব পূর্ণ শারঈ পর্দা ও আদব বজায় রেখে এরূপ সেমিনার বা কনফারেন্সে মহিলাদের বক্তব্য উপস্থাপন নাজায়েয নয়। কেননা এখানে মূল উদ্দেশ্য হ'ল নছীহত করা। মহিলা ছাহাবী ও তাবেঈদের অনেকেই পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে দ্বীনের নছীহত করতেন এবং দ্বীন শিক্ষা দিতেন *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব)*। তবে নিঃসন্দেহে উত্তম

হ'ল, নারীরা নারীদের মজলিসে বক্তব্য রাখবে ও শিক্ষাদান করবে। নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হওয়াটাই নিয়ম *(মুসলিম হা/৪৪০; আবুদাঊদ হা/ ৬৭৮; মিশকাত হা/১০৯২)*।

প্রশ্ন (১০/২১০) : কবরে লাশ নামানোর জন্য কি এমন ব্যক্তি হওয়া যরূরী যে পূর্বরাতে স্ত্রী মিলন করেনি? যদি তাই হয় তবে এর পিছনে হেকমত কি?

-তাওহীদুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এমন ব্যক্তি হওয়া যরূরী নয়, তবে উত্তম। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কন্যার কবরের পার্শ্বে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে বসেন। আমি দেখতে পেলাম, তাঁর চোখ হ'তে অশ্রু ঝরছে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে গত রাতে স্ত্রীর নিকটবর্তী হওনি? আবু তালহা (রাঃ) বললেন, আমি। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কবরে নামো। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে আবু তালহা (রাঃ) কবরে নামলেন' *(বুখারী হা/১২৮৫; মিশকাত হা/৭১৫)*। এর ব্যাখ্যায় শায়খ উছায়মীন বলেন, আমার জানা নেই যে, কোন আলেম বলেছেন, পূর্বরাতে স্ত্রী সহবাসকারীদের জন্য কবরে নামা নিষিদ্ধ। বরং হাদীছে উত্তম বলা হয়েছে *(লিক্বাউল বাবিল মাফতুহ ৭৭/২১)*। এর হিকমত আল্লাহই ভালো জানেন। তবে কেউ কেউ বলেন, স্ত্রী সহবাসকারীর মনে শয়তান রাতের অবস্থাগুলো স্মরণ করিয়ে দিবে। ফলে এতে মানসিক পবিত্রতার ঘাটতি হ'তে পারে *(ফাৎহুল বারী ৩/১৫৯; মির'আত হা/১৭২৯-এর ব্যাখ্যা; নায়লুল আওতার ৪/১০৬; ইবনু হাজার হায়তামী, তোহফাতুল মুহতাজ ৩/১৬৯)*।

প্রশ্ন (১১/২১১) : শামুক ও ঝিনুক দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পরা বা বানিয়ে রাখা যাবে কি? কিংবা এগুলি ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে রাখা যাবে কি?

-আফীফা হোসেন, নিমতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ঘরের সৌন্দর্যের জন্য এগুলো ব্যবহার করা যাবে। মহিলারা এগুলো মালা হিসাবে পরিধান করতে পারবেন। কারণ এগুলো মৌলিকভাবে কোন হারাম বস্তু নয় এবং এর খোলসগুলো মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য তৈজসপত্র বা উপকরণে পরিণত হয়। তবে পুরুষেরা এর তৈরী মালা ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা তাদের জন্য নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা নাজায়েয *(বুখারী হা/৫৮৮৫; মিশকাত হা/৪৪২৯)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : জুম'আর ছালাতে ইমামের তাশাহহুদে থাকাবস্থায় আমি জামা'আতে শরীক হই। এখন কি আমি চার রাক'আত যোহর আদায় করব? না-কি ২ রাক'আত জুম'আর ছালাত আদায় করব?

-আনাস, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর : এক্ষণে তাকে যোহরের চার রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। কারণ জুম'আর ছালাতের ক্ষেত্রে পূর্ণ এক রাক'আত না পেলে জুম'আর ছালাত পাওয়া সাব্যস্ত হয় না' *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫৫৮; ইরওয়া হা/৬২২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের এক রাক'আত পেল, সে যেন তার সাথে আরো এক রাক'আত মিলিয়ে পড়ে *(ইবনু মাজাহ হা/১১২১; মিশকাত হা/১৪১৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৯১)*।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : পুস্তক সমিতির নিয়ম মেনেই কি বই কেনা-বেচা করতে হবে? নাকি স্বাধীনভাবে বিক্রি করা যাবে?

-আমাতুল্লাহ, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : সমিতির নিয়ম-নীতি যদি কুরআন-হাদীছ বিরোধী না হয় ও ব্যবসায়ের জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহ'লে দুনিয়াবী শৃংখলার স্বার্থে নিয়ম মেনেই বই কেনা-বেচা করবে। কারণ ইসলামী শরী'আত সর্বাবস্থায় জাগতিক শান্তি-শৃংখলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : হায়েয অবস্থায় সহবাস করলে তার কাফফারা কি? যদি কাফফারা আদায় করতে না পারে তাহ'লে কি করতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম *(বাক্বারা ২/২২২)*। ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ করে, তবে তাকে খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে এবং কাফফারা স্বরূপ এক দীনার বা অর্ধ দীনার গরীব-মিসকীনকে দান করতে হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/২৬৪; ইরওয়া হা/১৯৭; মিশকাত হা/৫৫৩)*। আর এক দীনার হ'ল ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণের সমপরিমাণ। যার বর্তমান বাযারমূল্য প্রায় ১৪/১৫ হাযার টাকা। তবে শারঈ বিধান না জেনে অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা ভুলক্রমে করে ফেললে তওবা করাই যথেষ্ট হবে *(মুসলিম হা/১২৬; ইবনুল উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' ১/৫৭১)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : ভারতের ভূপালে একটি নারী জিমনেশিয়াম হয়েছে। যেখানে নারীরা জিম করতে পারে। কোন পুরুষ থাকে না। এক্ষণে এটা কি জায়েয হবে?

-আহসান হাবীব, চাঁদপুর।

উত্তর : পর্দার সাথে নারীরা শরীর চর্চা করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সবল মুমিন আল্লাহ্র নিকট দুর্বল মুমিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার কল্যাণ আছে' *(মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮)*। তিনি আরো বলেন, তোমরা তীরন্দাযী কর ও ঘোড়দৌড় শিক্ষা কর। তবে তোমাদের ঘোড়দৌড় শেখার তুলনায় তীরন্দাযী শিক্ষা করা আমার নিকট বেশী পসন্দনীয়। মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তীর নিক্ষেপ, ঘোড়ার প্রশিক্ষণ, সাঁতার শিক্ষা এবং নিজ স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়। কারণ এগুলো উপকারী ও বিধি সম্মত *(তিরমিযী হা/১৬৩৭; ছহীহাহ হা/৩১৫; ছহীহুত তারগীব হা/১২৮২)*। পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকলেও সর্বাবস্থায় নারীকে স্বীয় আব্রু ও সম্ভ্রমের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যেসব মহিলা স্বীয় ঘর ব্যতীত অন্য জায়গায় কাপড় খোলে, তারা নিজেদের ও আল্লাহ্র মধ্যকার পর্দা ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে' *(আবুদাউদ হা/৪০১০; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৯২; ছহীহাহ হা/৩৪৪২)*।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, 'আমাকে নবী করীম (ছাঃ) দু'টি বস্তু দিয়েছেন। একটি প্রকাশ করেছি। অপরটি প্রকাশ করলে আমার গর্দান কাটা যাবে। তিনি কি ইলমে তাছাউফের জ্ঞান গোপন করেছিলেন, যেমনটি অনেকে বলে থাকেন?

-মুজাহিদুল ইসলাম, সি এ্যান্ড বি ঘাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে দু'টি (জ্ঞান) পাত্র সংরক্ষণ করেছি। যার একটি তো আমি প্রচার করে দিয়েছি। কিন্তু তার দ্বিতীয়টি যদি প্রচার করতাম, তাহ'লে আমার এই কণ্ঠনালী কাটা যেত' *(বুখারী হা/১২০; মিশকাত হা/২৭১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাঁকে বলা হ'ল, আপনি অধিক হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে যা শুনেছি তার সবগুলো যদি বর্ণনা করতাম তাহ'লে তোমরা আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে; কোন অবকাশই দিতে না *(আহমাদ হা/১০৯৭২, সনদ ছহীহ)*। উপরোক্ত হাদীছে ছূফীবাদের পক্ষে কোন দলীল নেই। যেমনটি তারা বলে যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) যা গোপন রেখেছিলেন তা ইলমে বাতেনী। আর বাতেনী ইলম বা নূর তাদের নিকটে রয়েছে। তাদের এ ধরনের দাবী মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বরং উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, তা ছিল ফিৎনা সম্পর্কিত বিষয় বা তৎকালীন শাসকের বিরুদ্ধেছিল, যা প্রকাশ করলে তাকে হত্যা করা হ'ত। অথবা হয়ত এমন বিষয় ছিল যা গোপন রাখলে দ্বীনের কোন ক্ষতি হবে না বরং প্রকাশ করলে ফিৎনা বৃদ্ধি পাবে বলেই তিনি প্রকাশ করেননি। এমনকি যাদের হাত থেকে ইসলামী নেতৃত্ব হারিয়ে যাবে বলে রাসূল (ছাঃ) সাবধান করেছিলেন তাদের নামও তিনি জানতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি আছ-ছাদিকুল মাছদূক (সত্যবাদী ও সত্যবাদী হিসাবে সত্যায়িত)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় বালকের হাতে হবে। তখন মারওয়ান বললেন, এ সকল বালকের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি যদি বলার ইচ্ছা করি যে তারা অমুক অমুক গোত্রের লোক তাহ'লে তাদের নাম বলতে সক্ষম' *(বুখারী হা/৩৬০৫)*। আমর বিন ইয়াহইয়া বলেন, মারওয়ান যখন সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন হ'লেন, তখন আমি আমার দাদার সঙ্গে সেখানে গেলাম। তিনি যখন তাদের অল্প বয়স্ক বালকদের দেখলেন তখন তিনি আমাদের বললেন, সম্ভবত এরা সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা বললাম, এ বিষয়ে আপনিই ভাল বুঝেন *(বুখারী হা/৭০৫৮)*। এদের নামই আবু হুরায়রা (রাঃ) গোপন রেখেছিলেন। কোন ইলমে বাতেনী বা ওয়াহ্দাতুল অজূদ ছিল না *(রশীদ রেযা, তাফসীরুল মানার ৬/৩৯০; তাহের আল-জাযায়েরী, তাওযীহুন নাযার ১/৬৩-৬৪)*। এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবী বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) যা প্রকাশ করেননি এবং যা প্রকাশ করলে স্বীয় জীবনের জন্য ঝুঁকি মনে করছিলেন তা ছিল ফিৎনা সংক্রান্ত বিষয় এবং মুরতাদ ও মুনাফিকদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে দলীল। সেগুলো হেদায়াত ও বিধান সংশ্লিষ্ট ছিল না *(তাফসীরে কুরতুবী ২/১৮৬)*। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) জ্ঞানের যে পাত্র উন্মুক্ত করেননি তার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, সে পাত্রে নিকৃষ্ট নেতাদের নাম, অবস্থা ও সময়কাল স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। অবশ্য আবু হুরায়রা (রাঃ) কোন কোন সময় তাদের উপনাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জীবনের ভয়ে স্পষ্ট করে নাম উল্লেখ করেননি। যেমন তিনি দো'আয় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ষাট হিজরী থেকে আশ্রয় চাই। বালকদের নেতৃত্ব থেকে আশ্রয় চাই। এর দ্বারা তিনি ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। কারণ তিনি ষাট হিজরীতে খেলাফত লাভ করেন। আল্লাহ তার দো'আ কবুল করেন। তিনি উনষাট হিজরীতে মারা যান *(ফাৎহুল বারী ১/২১৬)*। অতএব উক্ত হাদীছে ছূফীবাদের পক্ষে কোন দলীল নেই।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : মাসবূক যদি ইমামকে দ্বিতীয় রাক'আতে পায় তাহ'লে সেই রাক'আত কি মাসবূকের ছালাতের প্রথম রাক'আত গণ্য হবে, নাকি দ্বিতীয় রাক'আত গণ্য হবে?

-আব্দুল্লাহিল কাফী, হড়গ্রাম-পূর্ব শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মাসবূকের উক্ত রাক'আত প্রথম রাক'আত হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা (ছালাতের যে অংশটুকু) পাও সেটুকু আদায় কর এবং যেটুকু বাদ পড়ে যায় সেটুকু পূর্ণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬)*। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, মুছল্লী ইমামের সাথে ছালাতের যে অংশ পাবে সেটি তার জন্য ছালাতের প্রথম অংশ হবে। এটি ইমাম শাফেঈরও অভিমত *(আত-তামহীদ ২০/২৩৪; নববী, আল-মাজমূ' ৩/৩৫২)*।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : আমাদের মসজিদের ইমাম এক মেয়েকে তার পিতার অনুমতি ছাড়াই তার বোনের বাড়ীতে কিছু দিন রেখে বিয়ে করে। তার বিয়ে কি সিদ্ধ হয়েছে? না হ'লে করণীয় কি? তার সন্তানরা কি হালাল সন্তান হবে নাকি জারজ হবে?

-মুহাম্মাদ ছাবেত, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি। কারণ পিতার অসম্মতিতে মেয়ের বিবাহ বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা যদি অলীর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করে তাহ'লে তার ঐ বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩১ ও ৩১৩০ 'বিবাহে অলীর কাছে মহিলাদের অনুমতি প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ)*। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, 'কোন মহিলা কোন মহিলার বিয়ে দিতে পারবে না এবং কোন মহিলা নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩৬; ইরওয়া হা/৮৪১)*। এক্ষণে তওবা করে নতুনভাবে শারঈ পদ্ধতি মোতাবেক পিতার সম্মতিতে বিবাহ পড়িয়ে নিতে হবে। তবে তার সন্তান জারজ হবে না এবং সেই সন্তান পিতার সম্পত্তির অংশীদার হবে। কেননা এই বিবাহ সঠিক পদ্ধতিতে না হ'লেও 'শিবহে নিকাহ' বা বিবাহের অনুরূপ ছিল *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/১০৩; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ১১/১৯৬)*।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : ক্বিয়ামতের দিন বিচার হওয়ার পর মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামে দেওয়ার পর পৃথিবীর কি হবে? আল্লাহ কি আবার মানুষ ও নবী-রাসূল পৃথিবীতে পাঠাবেন নাকি ক্বিয়ামতের পর পৃথিবী মানবশূন্য থেকে যাবে?

-আব্দুল্লাহ ছাকিব, কল্যাণপুর, ঢাকা।

উত্তর : কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী আসমান ও যমীন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না *(হাক্কাহ ১৩-১৮; মা'আরিজ ৮-৯; তাকভীর ১-১৪)*। সুতরাং সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর আল্লাহ আসমান

ও যমীনকে ভিন্নরূপে সৃষ্টি করবেন *(ইবরাহীম ৪৮)*। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ পুনরায় অন্য কোন জাতিকে সৃষ্টি করবেন কি-না এমন কোন ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না। সর্বোপরি এগুলো গায়েবের বিষয়, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা অনর্থক।

প্রশ্ন (২০/২২০) : কবর খনন করার ফযীলত কি?

-রুহুল আমীন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : কবর খননকারী অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'নেকীর কাজে তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা কর...' *(মায়েদাহ ৫/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করাল। অতঃপর তার গোপনীয়তাসমূহ গোপন রাখল, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতের জন্য কবর খনন করল, অতঃপর দাফন শেষে তা ঢেকে দিল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পুরস্কার দিবেন জান্নাতের একটি বাড়ীর সমপরিমাণ, যেখানে আল্লাহ তাকে রাখবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোষাক পরাবেন' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯২৬৫; হাকেম হা/১৩০৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৯২, সনদ ছহীহ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২২৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২১/২২১) : ছগীরা গুনাহ কাকে বলে? কয়েকটি ছগীরা গুনাহের উদাহরণ দিলে উপকৃত হব।

-নাসীম, বখশী বাযার, ঢাকা।

উত্তর : ছগীরাহ গুনাহ অর্থ ছোট গুনাহ। যে সকল গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করেছেন কিন্তু কোন শাস্তির কথা বলেননি। যা নেক আমল করলেই ক্ষমা হয়ে যায় তওবার প্রয়োজন হয় না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ হ'তে আরেক জুম'আ, এক রামাযান হ'তে আরেক রামাযান এর মধ্যবর্তী সকল গোনাহের জন্য কাফফারা হবে যদি কবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকা যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪)*। আল্লাহ বলেন, যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোটখাট পাপ ব্যতীত (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

ছগীরা গুনাহের সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক যে সকল পাপের জন্য জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর গযব, লা'নত প্রভৃতির কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা কবীরা গুনাহ। এমন গুনাহের সংখ্যা ৭০টির মত *(তাফসীর কুরতুবী ৫/১৫৯)*। ছগীরা গুনাহের উদাহরণ যেমন- বেগানা নারীর প্রতি অনৈতিক দৃষ্টি নিক্ষেপ, কাউকে গালি প্রদান, হিংসা করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

তবে ছগীরা গুনাহ বার বার করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। যেমন হযরত ওমর ও ইবনু আব্বাস প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, لاَ صَغِيْرَةَ فِي الْاِصْرَارِ وَلاَ كَبِيْرَةَ فِي الْاِسْتِغْفَارِ 'বারবার ছগীরা গোনাহ করলে সেটি আর ছগীরা থাকে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করলে আর কবীরা গুনাহ থাকে না' *(নববী, শরহ মুসলিম ২/৮৭)*। যেমন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া ছগীরা গুনাহ। কিন্তু কেউ কেউ বার বার তাকালে তা কবীরা গুনাহ হয়ে যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২৯৩)*। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) ছোট গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে তাকীদ করেছেন। তিনি বলেন, হে আয়েশা! ক্ষুদ্র গুনাহ থেকেও সাবধান হও। কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; মিশকাত হা/৫৩৫৬; ছহীহাহ হা/৫১৩)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : ডান হাতে ভাতের এটো থাকাবস্থায় বাম হাত দিয়ে পানি পান করা যাবে কি?

-নাজমুল হাসান, ঢাকা।

উত্তর : এমতবস্থায় বাম হাত দিয়ে নয়, বরং ডান হাতের সহযোগিতা নিয়ে দুই হাতে পানি পান করবে। রাসূল (ছাঃ) কোন কোন সময় দুই হাতের সহায়তায় পানি পান করেছেন *(বুখারী হা/৫২৯০; হাকেম হা/৪২৯১; তিরমিযী হা/২৪৭৭; নববী, আল-মাজমূ' ১/৩১৬)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : কোন অক্ষম সুস্থ মানুষ কি হিজড়াকে বিবাহ করতে পারবে?

-মিমি, নীলফামারী।

উত্তর : কোন সুস্থ মানুষের জন্য কোন হিজড়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে না। এমনকি যৌন মিলনে অক্ষম পুরুষের জন্য কোন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াও বৈধ নয় *(বুখারী হা/১৯০৫; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০)*। উল্লেখ্য যে, হিজড়া দুই প্রকার। (১) অস্পষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট- যার নারী বা পুরুষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট আলামত নেই। তার জন্য কোন অবস্থায় বিবাহ বৈধ নয়। (২) স্পষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট- যার নারী বা পুরুষ হওয়ার পক্ষে আলামত রয়েছে। যদি হিজড়ার মধ্যে পুরুষের আলামত বেশী থাকে এবং যৌন মিলনে সক্ষম হয়, তাহলে সে কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবে। আর যদি তার মধ্যে নারীর আলামত বেশী থাকে এবং স্বামী সম্ভোগের উপযুক্ত হয়, তাহলে সে কোন পুরুষের সাথে বিবাহ করতে পারবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৬১৯)*। উল্লেখ্য যে, কোন অক্ষম বা বৃদ্ধ পুরুষ যদি কোন নারীকে এমনকি স্পষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট হিজড়া নারীকে বিবাহ করতে চায় এবং উক্ত নারী তার অক্ষমতা জানা সত্ত্বেও বিবাহে রাযী হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ বৈধ *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/২১১; ইবনু যুইয়ান, মিনারুস সাবীল ২/১৩৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ১৬/৩১)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, ওমর (রাঃ) শিফা নাম্নী জনৈকা মহিলা ছাহাবীকে বাযারের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল নিয়োগ করেছিলেন। এই ঘটনা কি সত্য?

-মাহমূদুর রহমান, তালা, সাতক্ষীরা

উত্তর : উক্ত ঘটনা জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন *(হাফেয ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ৮/২০২; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তী'আব ৪/১৮৬৯)*। কিন্তু কেউ সনদ উল্লেখ করেননি। ইবনুল আরাবীসহ অনেক বিদ্বান বর্ণনাটিকে বাতিল বলেছেন *(ইবনুল 'আরাবী, আহকামুল কুরআন ৩/৪৮২; তাফসীরে কুরতুবী ১৩/১৮৩)*। তাছাড়া উক্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে, وربما ولّاها شيئا من أمـــر

السوق। ‘হয়তবা বাযারের কিছু কর্মে তাকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন’। এটি প্রমাণ করে যে, তাকে কোন স্থায়ী দায়িত্ব বা প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। হ’তে পারে বাযারের পাশে বাড়ি হওয়ার কারণে সাধারণ কোন দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ প্রসিদ্ধ মহিলা ছাহাবী ছিলেন। তিনি হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রথম হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইসলামে নারীদের প্রথম শিক্ষিকা ছিলেন এবং নারীদের তারাবীহর ছালাতে ইমামতি করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে *(আল-ইছাবাহ ৮/২০২; তারীখে দিমাশক্ব ২২/২১৬; ত্বাবাক্বাতু ১/৩৭৯; আল-ইস্তী‘আব ৪/১৮৬৯; তাহযীবুল কামাল ৩৫/২০৭)*। তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে বেশ কিছু হাদীছও বর্ণনা করেছেন। যেমন একটি হাদীছে রয়েছে তিনি বলেন, আমি হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে প্রবেশ করে বললেন, তুমি যেভাবে হাফছাকে হস্তলিপি শিখিয়েছ, সেভাবে তাকে ‘নামলাহ’ (ফুঁসকুড়ি) রোগের মন্ত্র শিখাও না কেন? *(আবুদাঊদ হা/৩৮৮৭; মিশকাত হা/৪৫৬১; ছহীহুল জামে‘ হা/২৬৫০)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : আমার বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য লেগে থাকে। দেড় বছরে বহুবার তাকে তালাকের নিয়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি। কিন্তু আমি জানতাম না যে, লিখিত তালাক ছাড়া মুখে তালাক হয়ে যায়। এখন সে গর্ভবতী। এখন আমার করণীয় কি?

-মামূন, পাবনা।

উত্তর : এক্ষেত্রে অজ্ঞতা কোন ওযর হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং যেহেতু আপনি সজ্ঞানে অসংখ্যবার ও বিভিন্ন মাসে পবিত্র ও অপবিত্র অবস্থায় তালাক দিয়েছেন সেহেতু ইতিমধ্যে তিন তালাক তথা তালাকে বায়েন হয়ে গেছে। এক্ষণে উক্ত মহিলা তার সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এরপর সে হালাল হয়ে যাবে এবং অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক কোন কারণে তালাকপ্রাপ্তা হ’লে প্রথম স্বামীর সাথে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ’তে পারবে *(শায়খ উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২৩/২০৬; আশ-শারহুল মুমতে‘ ১০/৪৬১)*।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা হিসাবে ৫ বিঘা জমি দান করে। কিন্তু পরবর্তীতে স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। এখন স্ত্রীর রেখে যাওয়া সেই ৫ বিঘা জমি থেকে স্বামী মীরাছ হিসাবে কিছু পাবে কি? পেলে কতটুকু পাবে?

-আব্দুল খালেক, বগুড়া।

উত্তর : স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তিতে অংশ পাবে। তাদের সন্তান না থাকায় স্বামী স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। আল্লাহ বলেন, আর তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তোমরা অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি থাকে, তবে তোমরা সিকি পাবে, তাদের অছিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর’ *(নিসা ৪/১২)*।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : আমি গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে এক তালাক দিয়েছি। এরপর সে পিতার বাড়িতে চলে যায়। তিন মাস পরে বাচ্চা প্রসবের পূর্বে মিটমাট হয়ে যায়। এক্ষণে নতুন বিবাহের প্রয়োজন রয়েছে কি?

-শরীফুল ইসলাম, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এক্ষেত্রে নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই। কারণ গর্ভবতী নারীর ইদ্দত হ’ল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত’ *(তালাক্ব ৬৫/৪)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : আমি সরকারী একটি পদে চাকুরী করি। এক্ষণে পদোন্নতির জন্য আবেদন করা যাবে কি? কারণ হাদীছে পদ চেয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

-নাজমুল হোসাইন, রাজশাহী মহিলা কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : পদোন্নতির জন্য আবেদন করা যাবে। কারণ পদবী ও নেতৃত্ব এক নয়। বরং এটি একটি পদমর্যাদা, যা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ব্যক্তির যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে দিয়ে থাকে। তাছাড়া এ ধরনের দায়িত্বের জন্য কেউ নিজেকে অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত মনে করলে আবেদন করতে পারে। যেমন ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন, আপনি আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও (এ বিষয়ে) বিজ্ঞ’ *(ইউসুফ ১২/৫৫)*। অত্র আয়াতে প্রয়োজনবোধে দায়িত্ব চেয়ে নেয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অথচ হাদীছে এটি নিষেধ করা হয়েছে। এর জবাবে ইমাম কুরতুবী বলেন, (১) ইউসুফ (আঃ) জানতেন যে, সততার সাথে ধন-ভাণ্ডার সংরক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে গরীবদের হক তাদের নিকট পৌঁছে দেবার মত কেউ বাদশাহ্র সাথে নেই (২) ইউসুফ এখানে নিজের উন্নত মর্যাদার দোহাই দেননি। বরং নিজেকে ‘বিশ্বস্ত রক্ষক ও এ বিষয়ে বিজ্ঞ’ বলেছেন। যা ছিল বাস্তব (৩) তিনি নিজের পরিচয় এমন ব্যক্তির কাছে তুলে ধরেছেন, যিনি তাঁর সম্পর্কে জানতেন না। অতএব এটি আত্মপ্রশংসা নয়, যা নিষিদ্ধ (৪) তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণকে রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থে অপরিহার্য গণ্য করেছিলেন। কেননা তিনি ব্যতীত উক্ত বিষয়ে বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত তখন কেউ ছিল না। এ কারণটিই সবচেয়ে স্পষ্ট’। মাওয়ার্দী বলেন, সাধারণভাবে দায়িত্ব চেয়ে নেওয়ার বিষয়টি এখানে নয়, বরং এটি ছিল একটি বিশেষ অবস্থা, যেখানে জ্ঞান ও যোগ্যতার বিবেচনায় দায়িত্ব চেয়ে নেওয়া যায়। যে বিষয়ে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে *(কুরতুবী; দ্রঃ নবীদের কাহিনী ১/২০৭)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : ইসমে আ‘যম বলতে কি বুঝায়? বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুনীরুযযামান, বায়া, রাজশাহী

উত্তর : ইসমে আ‘যম হ’ল আল্লাহর মহান নাম। ইসমে আ‘যমকে কেন্দ্র করে ১৪টি মত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ কথা হ’ল ইসমে আযম হ’ল ‘আল্লাহ’ ও তাঁর সকল গুণবাচক নাম। আর এগুলোর মধ্যে যে নামগুলোতে তাওহীদের ঘোষণা রয়েছে সেগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম, যুল জালালে ওয়াল ইকরাম, আল-আহাদ, আছ-ছামাদ ইত্যাদি। যেমন হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি ছালাত শেষে নিম্নোক্ত দো‘আ পাঠ করে; *‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বিআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ’* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা

Contents

করছি। কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি এক ও অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারু থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই)। ঐ ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭, আবুদাঊদ হা/১৪৯৩; মিশকাত হা/২২৮৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৪০)*। অন্য হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কুরআনে তিনটি সূরায় ইসমে আ'যম রয়েছে, সূরা বাক্বারাহ ২৫৫, আলে ইমরান ২ ও ত্বোয়াহা ১১১ আয়াতে' *(হাকেম হা/১৮৬৭; ছহীহাহ হা/৭৪৬)*। অর্থাৎ সূরাগুলোর আল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম অংশ। অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমি নবী (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি ছালাত আদায় করছিল এবং ছালাতের পর বলছিল, *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বি আন্না লাকাল হামদু লা ইলাহা ইল্লা আনতাল হান্নানুল মান্নানু বাদী'উস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি, ইয়া যাল-জালালি ওয়াল ইকরাম, ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু* 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। কারণ তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তুমিই বড় দয়ালু ও বড় দাতা। তুমিই আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। হে মর্যাদা ও সম্মান দানের মালিক! হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক! তখন নবী (ছাঃ) বললেন, যে আল্লাহ্কে ইসমে আ'যম-এর সাথে ডাকে, তিনি তাতে সাড়া দেন এবং যখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়, তখন তিনি তা দান করেন' *(আবুদাঊদ হা/১৪৯৫; মিশকাত হা/২২৯০; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৪১)*।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : ব্রাক ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত মেডিকেল কলেজের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসাবে চাকুরী করা যাবে কি?

-ফরহাদ হোসেন, বগুড়া।

উত্তর : প্রতিষ্ঠানটি সরাসরি সূদী কারবারের সাথে জড়িত না থাকায় সেখানে চাকুরী করতে বাধা নেই। তবে সম্ভব হলে ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহণই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সন্দিগ্ধ বিষয় পরিহার করে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও। কেননা সত্যে রয়েছে প্রশান্তি এবং মিথ্যায় রয়েছে সন্দেহ' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৭৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৭৭)*।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : শুনেছি হযরত আবুবকর (রাঃ) পোতার সম্পত্তিতে দাদা মীরাছ পাবেন মর্মে মতপ্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে আরেকজন ছাহাবী পাবেন না বলেছেন। এক্ষণে এর মধ্যে কোন মতটি বিশুদ্ধ?

-রবীউল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : এ বিষয়ে বিশুদ্ধ মত হ'ল, সহোদর ভাই জীবিত থাকা অবস্থায় দাদা পোতার সম্পত্তিতে মীরাছ পাবেন এবং এমতাবস্থায় ভাইয়েরা বঞ্চিত হবে *(বুখারী ২২/২২১; আত-তাহজীল ফী তাখরীজে মা লাম ইউখাররাজ্ ফী ইরওয়াউল গালীল ১/২০৭)*। এই পক্ষেই মত দিয়েছেন আবুবকর, আবু মূসা ও ইবনু আব্বাস সহ চৌদ্দজন ছাহাবী (রাঃ)। তাছাড়া আবূ হানীফা, আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, বিন বায, উছায়মীন ও ছালেহ ফাওযান প্রমুখ। দাদা পিতার মতই কখনো ওয়ারিছ হিসাবে, কখনো আছাবা হিসাবে, আবার কখনো ওয়ারিছ ও আছাবা উভয় দিক থেকে পোতার সম্পত্তিতে ওয়ারিছ হবেন *(উছায়মীন, তাসহীলুল ফারায়েয ৪০ পৃঃ; ছালেহ ফাওযান, আত-তাহক্বীক্বাতুল মারযিয়াহ ফী মাবাহিছিল মারযিয়াহ ১৩৫-১৪০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি কি বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে পারে?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবীরা গুনাহগার বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে পারবে না। তবে খালেছ তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না এবং যারা আল্লাহ যাকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং যারা ব্যভিচার করে না। যারা এগুলি করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তারা সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে। তবে তারা ব্যতীত, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(ফুরক্বান ২৫/৬৮-৭০)*। আর কেউ তওবা না করলেও যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করতে পারেন। যেমন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : পুরুষের সাথে নারীর সাদৃশ্য পোষণ করা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত কি?

-উম্মে হাসীবাহ, রেহাইর চর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। আবু নাঈম ইস্ফাহানীর 'হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া ত্বাবাক্বাতু আছফিয়া' (৩/৩৫৮) নামক গ্রন্থে উক্ত মর্মে একটি হাদীছ রয়েছে যা নিতান্তই যঈফ *(ইবনু হাজার, আত-তালখীছুল হাবীর ২/৩৪১)*। তবে নিঃসন্দেহে উক্ত কর্মটি নিষিদ্ধ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পুরুষের সাথে মহিলার এবং মহিলার সাথে পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারীকে লা'নত করেছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) পুরুষ হিজড়াদের উপর এবং পুরুষের বেশধারী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নবী (ছাঃ) অমুককে বের করেছেন এবং ওমর (রাঃ) অমুককে বের করে দিয়েছেন' *(বুখারী হা/৫৮৮৬; মিশকাত হা/৪৪২৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) কি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের সময় সেখানকার বিশাল লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিয়েছিলেন?

-এম, এ. মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত মিথ্যা ঘটনাটি কিছু ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম এই অপকর্মটি করেছেন ঐতিহাসিক

আব্দুল লতীফ বাগদাদী (৫৫৭-৬২৯হি.) তার 'আল-ইফাদাহ ওয়াল ই'তিবার ফিল উমূরিল মুশাহাদাহ' গ্রন্থে। তাকে অনুসরণ করে একই বর্ণনা দিয়েছেন জামালুদ্দীন কাফত্বী (৫৬৮-৬৪৬হি.) তার 'ইখবারুল ওলামা বিআখবারিল হুকামা' গ্রন্থে। অনুরূপভাবে ইবনুল (১২২৬-১২৮৬খৃঃ) তার 'মুখতাছারুল দুওয়াল' গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা করেন *(আখবারুল ওলামা বেআখবারিল হুকামা ১/২৬৬)*। যা একেবারে ভিত্তিহীন। বরং খৃষ্টানরাই এই গ্রন্থাগারকে একাধিকবার পুড়িয়েছিল বলে তাদের ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিক গোস্তাফ লুবূন বলেন, 'আরবদের আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পূর্বেই সেখানকার গ্রন্থাগারে রক্ষিত পৌত্তলিকদের বইগুলো নাছারারা পুড়িয়ে দিয়েছিল, যেভাবে তারা মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছিল। অতএব সেখানে আর পুড়ানোর মত কিছুই অবশিষ্ট ছিল না' *(হাযারাতুল আরব ২০৮-২১৩)*। অনুরূপভাবে কপটিক খৃষ্টান ঐতিহাসিক আযীয সুরিয়াল আতিয়া (১৮৯৮-১৯৮৮খৃঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ 'তারীখুল মাসীহিইয়াহ আশ-শারক্বিয়াহ' গ্রন্থেও উক্ত ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : হজ্জ পালনকারীরা বাড়ি ফিরে এসে ৪০ দিন নিজ বাড়িতেই অবস্থান করবে মর্মে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-মুজীবুর রহমান, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : হজ্জ থেকে ফিরে এসে হাজী ছাহেব যাবতীয় বৈধ কাজ করতে পারবেন। সফর করাতেও কোন বাধা নেই। তবে সালাফে ছালেহীনের মতে হজ্জ কবুল হ'লে ব্যক্তি পূর্বের তুলনায় বেশী নেক আমল করবে *(নববী, শরহ মুসলিম ২/৭৫; মির'আতুল মাফাতীহ ৮/৩০০)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : যদি কোন জুম'আ মসজিদে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের আযান ও জামা'আত না হয়, তাহ'লে সেই মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা বৈধ হবে কি?

-শাহীনুর রহমান, মানিকনগর, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ পরিত্যক্ত মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ জুম'আর ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট মসজিদ হওয়াই শর্ত নয়। তবে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করাই উত্তম' *(ইরাকী, তারহুত তাছরীব ৩/১৯০; আল-ইনছাফ ২/৩৭৮; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : বিবাহের জন্য একাধিক মেয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া জায়েয হবে কি? নাকি সরাসরি দেখার ক্ষেত্রে একজনের বেশী দেখা যাবে না?

-মুহাম্মাদ শরাফত আলী, পাবনা।

উত্তর : প্রয়োজন সাপেক্ষে বিয়ের জন্য একাধিক মেয়ে দেখায় কোন বাধা নেই। নিয়ম হ'ল, বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রথমে মেয়েকে না জানিয়ে দেখে নিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে তখন তার প্রতি দৃষ্টিদানে কোন দোষ নেই যদি কেবল প্রস্তাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেখা হয়। এমনকি তার অজান্তে হ'লেও' *(আহমাদ হা/২৩৬০৩; ছহীহাহ হা/৯৭)*। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, বিবাহের উদ্দেশ্যে মেয়ের অনুমতি ব্যতীত গোপনে থেকে তাকে দেখা জায়েয *(ফাৎহুল বারী ৯/১৫৭)*। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ ও জাবের বিন আব্দুল্লাহর মত ছাহাবীগণ বিবাহের উদ্দেশ্যে আড়াল থেকে মেয়ে দেখেছেন *(আবুদাউদ হা/২০৮২; হাকেম হা/২৬৯৬; ছহীহাহ হা/৯৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। এরপর পসন্দ হলে মাহরামের উপস্থিতিতে ঘরে বসে দেখবে। চূড়ান্তভাবে পসন্দ না হলে এরপরেও এড়িয়ে যেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোন পাত্রীকে প্রস্তাব দিবে, তখন সম্ভব হ'লে সে যেন পাত্রীকে দেখে। যা বিবাহের জন্য সহায়ক হবে *(আবুদাউদ হা/২০৮২; মিশকাত হা/৩১০৬; ছহীহাহ হা/৯৯)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাত্রী দর্শনে পরস্পরে মহব্বত সৃষ্টি হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৬৫; মিশকাত হা/৩১০৭; ছহীহাহ হা/৯৬)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমি আনছারদের এক মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন, তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কারণ আনছার মেয়েদের চোখে দোষ থাকে *(মুসলিম হা/১৪২৪, মিশকাত হা/৩০৯৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : এক মা তার ২ বছরের দুধের শিশুর খাদ্যের অবশিষ্টাংশ নিজে না খেয়ে অন্য কাউকে খেতে দেয়। জিজ্ঞেস করা হ'লে সে বলে যে শিশু দুধ না ছাড়া পর্যন্ত নাকি তার খাদ্যের অবশিষ্টাংশ মা খেতে পারবে না এবং এ ব্যাপারে নিষেধ আছে। এ কথা কি সঠিক?

-জাবির হোসেন, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : এটি কুসংস্কার মাত্র। এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : আদম (আঃ) পৃথিবীতে কত ধাপে আগমন করেছিলেন?

-আসাদুয্যামান, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : সূরা বাক্বারার ৩৬-৩৯ আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সিরগণ দু'টি মত দিয়েছেন। (১) প্রথম নির্দেশের মাধ্যমে আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে আসমানে নামানো হয়। এরপরের নির্দেশে আসমান থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। (২) প্রথম নির্দেশে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি আরো জোরালোভাবে তাকীদ করেছেন' *(তাফসীরুল বাসীত্ব ২/৪১০, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; ইবনুল ক্বাইয়িম, হাভিল আরওয়াহ ২৮ পৃ:)*। দ্বিতীয় মতটিকেই হাফেয ইবনু কাছীর প্রাধান্য দিয়েছেন *(আল-বিদায়াহ ১/১৮৫-১৮৬)*।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : হারাম এলাকায় প্রাণী হত্যার বিধান কি? মশা বা অনুরূপ প্রাণী মারলে এর হুকুম কি হবে?

-আল-আমীন, সন্তোষপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ক্ষতিকর প্রাণী হ'লে হারাম এলাকাতেও মারা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাঁচ প্রকার দুষ্ট জন্তুকে হারাম এবং হারামের বাইরে হত্যা করা যায়। আর তা হ'ল- সাপ, আব্কা (যার বুক ও পিঠ সাদা বর্ণের), কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর এবং চিল' *(মুসলিম হা/১১৯৮; মিশকাত হা/২৬৯৯)*। অনুরূপভাবে মশাও একটি ক্ষতিকর জীব, যাকে হারামের মধ্যেও হত্যা করা যায়' *(নববী, শরহ মুসলিম ৮/১১৪, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।